॥ নাটক প্রসঙ্গে ॥

'বহুরূপী' প্রযোজিত 'রক্তকরবী' দেখে উচ্ছসিত প্রশংসা করে উৎপল দত্ত একবার রূপক নাটক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন "রূপকের বাহ্যিক কাহিনীটিকে তো সর্ব্বতোভাবে বাস্তবধর্মী হতেই হবে, তা না হলে রূপকের আর্ট কোথায় ? রূপকের চরিত্র হলেই যে তাকে অসংখ্য মুন্সিয়ানা দেখিয়ে আধিদৈবিক হয়ে পড়তে হবে, তার কোন মানে নেই। আধুনিক যুগের বিপ্লবের ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কটা কত সুন্দর, কত সহজ তার একটা রূপকে ধরেছেন এর্ণষ্ট টলের। আমরা তাঁর 'মাসেস এণ্ড মেন' নাটকের কথাই বলছি। এখানে মঞ্চবর্ণিত নানা তথ্যের অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে আর একটি বিরাট সত্য। তাই এটি রূপক নাটক। কিন্তু তা বলে উপরের কাহিনীটির মধ্যে ঢুকে পড়েনি কোনো অযাচিত দার্শনিক অসঙ্গতি। বা কোনো তেপান্তরের মাঠ থেকেও যোগাড করে আনেননি টলের তার রূপকের উপাদান—কেরানী, শ্রমিক, পুলিশ, গুপ্তচর প্রভৃতি সুপরিচিত চরিত্রই নিজের নিজের শ্রেণী বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হয়ে নিজ শ্রেণীসুলভ কথাবার্ত্তা বলতে বলতে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেল এক চরম নাটকীয় মূহুর্ত্তের দিকে।" উৎপলবাবুর যে নাটকটি এখানে ছাপা হয়েছে সে'টি একটি রূপক নাটক। উৎপলবাবু বাস্তবধর্ম্মী নাটক, বাস্তবের প্রচলিত নাটকের ঢঙে লিখে থাকেন। 'যুদ্ধং দেহী' নাটকটি তাই ব্যতিক্রম।

সুধাংশু দাসগুপ্ত কোনদিন বাস্তবধর্মকে বাদ দিয়ে নাটক লেখেননি। কাঠামো ও ভাষায় তিনি চিরাচরিত ও প্রচলিত নাটকের প্রথাই মেনে চলেন। এ্যাবসার্ড নাটক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'অভিনয়' পত্রিকায় একবার তিনি লিখেছিলেন "হতাশা, উদ্ভটরূপকল্প ও মানুষের প্রতি আস্থাহীনতা আধুনিক এ্যাবসার্ড নাটকের প্রাণ বলেই এগুলিকে আমি প্রতিক্রিয়াশীল বলি। কিন্তু এর একটা জিনিষ আমার ভাল লাগে। সেটা হচ্ছে নাটক সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাকরণকে ভেঙ্গে নতুনতর এক আঙ্গিকের সন্ধান। যে আঙ্গিকে দৃশ্যান্তর নেই। চরিত্রান্তরে প্রবেশ ঘটছে সকলের সামনেই। মৃতব্যক্তি নূতন চরিত্র মাধ্যমে ইমেজ লাভ করছে বা উদ্ভট কোনরূপে আমাদের চেনা কোন চরিত্রকে আমরা দেখছি। আমাদের দেশের যাত্রায় এ সবের পটভূমি তৈরী হয়েই আছে—ব্রেস্টীয় প্রযোজনায় এ সবের

অনেক কিছুর প্রয়োগের কথা শুনেছি বা তার নাটকে পড়েছি। তা হলে আধুনিক বাংলা নাটকে এ্যাবসার্ড আঙ্গিকে বাস্তব সমস্যা ও বাস্তব চরিত্রকে বিষয়বস্তু করে নাটক লেখা যাবেনা কেন? এতে এ্যাবসার্ড নাটক সম্বন্ধে সাধারণ দর্শকদের দুর্ব্বোদ্ধতার অভিযোগ থাকবে না ও নাট্যকার হলে এ্যাবসার্ড নাটকের যে মহামারী প্রভাব সুরু হয়েছে তারও নিরাময় ঘটবে।" সুধাংশুবাবুর 'শেষ মুহূর্ত্ত' নাটকটি এ্যাবসার্ড আঙ্গিকে ভয়ানক বাস্তবধর্মী নাটক—এই প্রথম এই ধরনের নাটক তিনি লিখেছেন। এই সঙ্কলনে এটা আমরা ছেপেছি।

নীতীশ সেন কোনদিন এ্যাবসার্ড আঙ্গিকে কোন নাটক লেখেন নি। তিনি এই প্রসঙ্গে একবার লিখেছিলেন "এ্যাবসার্ড নাটকে কোন ব্যাকরণ নেই—এটা আমার ভাল লাগে। আমরা যেন আঙ্গিকের বাঁধা ছকে ঘুরপাক খাচ্ছি।" এ ছক ভেঙ্গে প্রথম এ্যাবসার্ড নাটক লিখেছেন তিনি "একটি যুদ্ধের পটভূমিকা।" আইনেস্কোর 'এমিডি'র ব্যাঙের ছাতার মত এখানে যখন তখন বুলেট এসে পড়ে। বেকেটের 'গোডো'র এক অদৃশ্য প্রত্যাশার মত, সব চরিত্রই মেশিনগান নিয়ে কাকে যেন গুলি করে চলেছে। এ নাটকে দর্শক মরছে—বোধহয় এই প্রথম নাটকের প্রয়োজনে দর্শক হত্যা করা হল। আমরা এটা ছেপেছি।

জোছন দস্তিদার ও বিমল গুপ্তের দুটি নূতন আঙ্গিকে লেখা নাটক আমরা ছাপবার অঙ্গীকার করেছিলাম। হাতে এসে পৌছুতে অহেতুক বিলম্ব ঘটাতে এ দুটো বাদ দিয়েই আমাদের সঙ্কলন প্রকাশ করতে হ'ল।

অরুণ দাশ চৌধুরী
শৈলেশ্বর পাল
ব্যতিক্রমের পক্ষে ॥

উৎপল দত্ত

১৯২৯ সালে শিলং-এ জন্ম। পিতা সরকারী জাঁদরেল অফিসার ছিলেন। উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে ইংরাজী শিক্ষার পরিবেশে মানুষ। কোলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ছাত্রাবস্থায় সেক্সপীয়র নাটকে অভিনয়-সূত্রে নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জিওফ্রে কেণ্ডালের কাছে অভিনয় শিক্ষা করেন ও তাকেই আজীবন গুরু বলে মানেন। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন ও মার্কসবাদী দর্শনে দীক্ষা নেন। নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে বার্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্ আদর্শ। বস্তুত উৎপলবাবুই ভারতবর্ষে একমাত্র যিনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রেশ্‌টীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন।

১৯৫৭ সালে লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। মাঠে ময়দানে দীর্ঘদিন অভিনয় করবার পর ১৯৬১ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে স্থায়ীভাবে ঐ গ্রুপের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। কোন অপেশাদার অভিনয়-গোষ্ঠীর নিজস্ব মঞ্চে প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। প্রথম এই কারণে যে অন্যান্য যারা এইভাবে মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাদের নিজস্ব কোন নাট্যরীতি ও যথার্থ উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক আদর্শ ছিলনা। লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের মিনার্ভায় প্রতিষ্ঠা এই কারণে আরও বেশী উল্লেখযোগ্য, আর এই কারণে উৎপলবাবুই ইতিহাস। এই মঞ্চেই উৎপলবাবু তার জীবনের সবচেয়ে সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পান ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও বহুবিতর্কিত চরিত্র হয়ে উঠেন। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সমূহ ঋণ স্বীকার করে এই মঞ্চ তাকে ছেড়ে যেতে হয়। পরবর্তীকালে পিপলস্ লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর সাহায্যে উৎপলবাবু তার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক প্রয়োগরীতির পরীক্ষা করছেন তার নবতম ‘ব্যারিকেড’ নাটকে। যে নাটকে উৎপলবাবু তার সমস্ত পূর্ব-নাটব থেকে আলাদা, সমাজচেতনায় সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রতিক—অথচ চিন্তাধারায় পূর্বতন স্পষ্টবাদীতার বিকল্পে সোচ্চারভাবে রূপকাশ্রয়ী। বর্তমানে চলচ্চিত্রে অভিনয়ই পেশা।

‘যুদ্ধং দেহী’ নিশ্চিতভাবে রূপক। ভারত-চীন সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত। এমনিতর নাটক উৎপলবাবু কদাচিৎ লেখেন।

যুদ্ধং দেহি

উৎপল দত্ত

॥ এ নাটক রচনায় নাট্যকার কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছেন বোরিসভিয়াঁর নাটক "ল্যগুতে দে জেনেরো" ও বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট্‌-এর "শোয়েইক ইম জুভাইটেন ভেল্ট ক্রীগ" নাটকের প্রভাব ॥

॥ লিটল্‌ থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত উৎপল দত্ত পরিচালিত — এই নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনী মিনার্ভা থিয়েটার, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৮ ॥

হিরণ্ময়ুরাক্ষ ত্রিলোচনজলনিধি	—	মগধের মহানায়ক
অজীর্ণকান্তা দেবী	—	তস্য মাতা
বিক্কু	—	তস্য দাস মাত্র
দেবদত্ত	—	মহামন্ত্রী
জয়ধ্বজ মীনকেতু	—	মহাক্ষত্রপ
কাশীমদ	—	গজাধিপতি
শর্বিলক	—	রথাধিপতি
মাতংগাচার্য্য	—	ঋষি
দ্রংগনায়ক	—	
দ্যুম্ন	—	
ওয়েমা	—	কুশান রাজদূত
বল্লভ	—	শক রাজদূত
ক্ষপংকর	—	সাসানা রাজদূত
পুস্তি	—	তদীয় পত্নী
বজ্রসেন	—	বৌদ্ধ শ্রমণ
বেণ্ডা	—	পরিচয়হীন
ভাড়ি	—	ঐ
শঙ্খ	—	ঐ
ঘট্টু	—	ঐ
অশ্বি	—	ঐ
শম্পা	—	ঐ
স্বাতী	—	ঐ

নাগরিকগণ

দাসগণ

প্রথম দৃশ্য (ক) অংশ।

[সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শেষ [A.D. 450]। পাটলিপুত্রের মহানায়ক, হিরণ্যময়ূরাক্ষত্রিলোচন-জলনিধির গৃহের একটি বৃহৎ কক্ষ। আসবাবআদিতে উৎকট কুরুচির স্পষ্ট পরিচয় প্রতিভাত। কক্ষের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান দ্রংগনায়ক ও দ্যুম্ন নামক এক সৈনিক। বিকুর প্রবেশ।]

বিকু—আনত হও! সবে আনত হও!

শূর-নর গন্ধর্ব-বিজয়ী, অমিত-তেজাঃ পাটলিপুত্রস্য মহানায়কম্ হিরণ্য-ময়ূরাক্ষ ত্রিলোচন-জলনিধি শুভাগমন করিতেছেন।

[সৈনিকরা আনত হয়। মহানায়কের অতি গম্ভীর নায়কোচিত প্রবেশ]

মহানায়ক—কি সংবাদ, দ্রংগনায়ক? আজ আমার গৃহে আনন্দ-ভোজের আয়োজন করেছি। সেখানে তোমরা এই যোদ্ধৃবেশে আগমন করেছ কেন?

দ্রংগনায়ক—অপরাধ মার্জনা করে দিন মহানায়ক। সেনাদলে রীতিমত অসন্তোষের আভাষ পেয়ে ছুটে আসতে হোলো আপনার আদেশের জন্য।

মহানায়ক—অসন্তোষ? কি হেতু অসন্তোষ?

দ্রংগ—ওরা বলছে, সম্রাট কুমারগুপ্তের দিগ্বীজয় সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছে

একুশ বৎসর। এই একুশ বৎসর ওরা কেউ নিজ-গৃহের বা পরিবারের মুখ দেখে নি। উপরন্তু গত অর্ধ বর্ষকাল ওরা কেউ বেতন পায় নি। স্থতরাং—

হিরণ্য—দ্রংগনায়ক! তোমার নাম কি?

দ্রংগ—আমার সংখ্যা ৪২৬৬৮।

হিরণ্য—নামটা কী?

দ্রংগ—[একটু ভেবে] ৪২৬৬৮।

হিরণ্য—তবে বলো ৪২৬৬৮, সমগ্র পাটলিপুত্রের সেনাদলেই কি একই রাজদ্রোহিতার স্থচনা দেখলে?

দ্রংগ—রাজদ্রোহিতা একে এখনো বলা যায় না, আর্য, এ এখনো—

হিরণ্য—রাজদ্রোহিতা নয়, ৪২৬৬৮? তবে এটা কি?

তুচ্ছ পরিবারের জন্য বা বেতনের জন্য যারা সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে, তারা নরকের কীট!

[ভীমবিক্রমে পদচারণার ফলে তাঁহার পরিধেয় ইজের খুলিয়া পড়ে, রক্তবর্ণ জাঙ্গিয়াপরিহিত মহানায়ক ও অন্যান্যরা সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়ে]

কি আপদ! বল্‌হীক দেশীয় পরিচ্ছেদ যে কি কুক্ষণেই সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত আমাদের সেনাবাহিনীতে চালু করলেন। মা! মাগো! [সৈনিকদের] কি, দেখছিস কি, চোখ গোল্লা ক'রে? যা এখান থেকে!

[সৈনিকদের প্রস্থান।]

অ মা! মা।

[নেপথ্যে] অজীর্ণকান্তা দেবী—কি রে হীরু? আবার কি হলো? [প্রবেশ] কি হয়েছে?

হিরণ্য—এই শালা নিম্নাংগ আচ্ছাদন! আবার হয়েছে! বেইজ্জতির একশেষ! ফিতে বেঁধে দাও।

অজীর্ণ—তা অত চীৎকার কি হেতু? আয় কাছে আয়। শক্ত করে গেরো দিয়ে দিই।

হিরণ্য—না, এবম্বিধ বিদ্রোহ আমার অসহ্য! পরিচ্ছেদকেও যদি বাগ মানাতে না পারলাম তবে কিসের মহানায়ক আমি!

অজীর্ণ—অপমানের কি আছে এতে? এ হলো গতরে-খাটা কাজ। তুই তো আর লাঙল-ঠেলা চাষী ন'স। তুই হচ্ছিস চিন্তাশীল মানুষ, ভদ্রলোক

কুটুম্বিক, রাজবংশীয়। এসব কাজ কি ক'রে পারবি? পারলেই বরং অপমানকর হোতো।

হিরণ্য—দেখো, আবার এমন গেরো দিও না যে খোলাই যায় না।

অজীর্ণ—তোর বাবা বলতেন, সেনাবাহিনীর নায়ক-মহানায়করা হোলো রাজ্যের মাথা। মাথা অর্থে মগজ। এই দেখ, কেমন গিঁট দিয়েছি। খোলার দরকার হলে এই ছোটটা ধ'রে টানবি, বড়টা নয়। না হয় আমার কাছে আসিস—নিজে টানলে ভুল দড়ি তুই টানবিই, আমি জানি।

হিরণ্য—[গেরো অবলোকন করিয়া]—এ যে কি অসুবিধাজনক এক পোষাক চাপিয়ে গেলেন সমুদ্রগুপ্ত!

অজীর্ণ—নখ কেটেছিস?

হিরণ্য—হ্যাঁ।

অজীর্ণ—কানের ভেতরটা দেখি।

হিরণ্য—একদম পরিষ্কার।

[বাহিরে দেউড়িতে ঘণ্টাধ্বনি]

অজীর্ণ—কে এল? কারুর আসার কথা আছে নাকি?

হিরণ্য—তা আছে।

হিরণ্য—বিকু! রে বিকু! দেখ, কে এল!

নেপথ্যে বিকু—[কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে]—যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি!

অজীর্ণ—আমি অন্তপুরে চললাম।

[অজীর্ণকান্তার প্রস্থান : বিকু ও দেবদত্তের প্রবেশ]

বিকু—মহামান্য মহামন্ত্রী নগর-শ্রেষ্ঠি দেবদত্ত মহাশয়!

হিরণ্য—আসতে আজ্ঞা হোক, মন্ত্রীমহাশয়! [বিকুর প্রস্থান। দেবদত্ত প্রবেশ করেন]

দেবদত্ত—কেমন আছ; হিরণ্য?

হিরণ্য—অপ্রত্যাশিত এই সৌভাগ্য!

দেবদত্ত—আমার কাছে নয়।

হিরণ্য—আপনার কাছে নয় মানে? [স্বগত] জাতে শ্রেষ্ঠি তো, ভদ্রতা জানে না।

দেবদত্ত—বলছি, এটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ আমি তো জানতামই যে তোমার সংগে সাক্ষাৎ করতে আসছি।

হিরণ্য—ও, তা বটে। বসুন মহামন্ত্রী মহাশয়। কিছু ইচ্ছা করেন? লেবুর রস সহযোগে কিঞ্চিৎ শীতল জল?

দেবদত্ত—কেন, কিঞ্চিৎ মাধ্বী সুরা দিতে পারো না?

হিরণ্য—না, সুরা বলতে ঘরে আছে খানিক গেঁজানো দ্রাক্ষারস। তা সূর্য এখনো অস্ত যায় নি। ও পানীয়টা খানিক বেশি কড়া হবে না?

দেবদত্ত—সারাদিনই আমি মাধ্বী পান করে থাকি। যাই হোক, আনো তোমার গেঁজানো দ্রাক্ষারস। আচ্ছা হিরণ্যমণরাক্ষ, তুমি সত্যের সম্মুখীন হতে পারো?

হিরণ্য—ত্রিলোচন-জলনিধি বংশের শোণিত যার ধমনীতে, শত্রুর সম্মুখীন হতে সে সর্বদা প্রস্তুত।

দেবদত্ত—না, না, শত্রু নয়, সত্য, সত্য। সর্বত্র শত্রু দেখ কেন? [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] শত্রু-টত্রু কেউ নেই আর। প্রথমে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, তারপর তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং তারপর বর্তমান সম্রাট কুমারগুপ্ত— তিন জনের যুদ্ধ-যাত্রার ঠেলায় শত্রু আর পাওয়া যাচ্ছে না। দরকারের সময়ও পাওয়া যাচ্ছে না।

হিরণ্য—যাক, বাবা, বাঁচা গেল।

দেবদত্ত—[পাত্রে চুমুক দেন] এঃ—কি কদর্য-স্বাদ! এই কি গেঁজানো দ্রাক্ষারস!

হিরণ্য—ওহো, ক্ষমা করবেন। বোধকরি ভুল করে আমার লেবুর রসটা দিয়েছি আপনাকে—[পাত্র আদান-প্রদান]

দেবদত্ত—মাধ্বীই ভাল হোতো। [পান করিয়া শিহরিয়া উঠেন] এঃ—লেবুর রস অপেক্ষা যে শ্রেয় এ কথা বলা যায় না [পাত্র রাখিয়া দিয়া] থাক, খাবো না। বাঃ কি সুন্দর কক্ষ!

হিরণ্য—[বিনয়ে বিগলিত]—এ গৃহটি বাস্তবিকপক্ষে আমার পরমপূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর। তবে এ দিকটায় উনি তো তেমন পদধূলি দেন না, তাই… [একচক্ষু মুদিয়া ধূর্তের হাসি হাসিয়া] তাই ক' বন্ধুতে মিলে এখানে কিঞ্চিৎ আমোদ আহ্লাদ করে থাকি। আমার মাতাঠাকুরাণী আবার এ সকল বিষয়ে এমনই উদার প্রকৃতির যে প্রতি সপ্তাহেই এখানে এক একটি ভোজ-সভার অনুমতি দিয়ে থাকেন।

দেবদত্ত—[ব্যাংগ করিয়া]—বাঃ খুব ধুমধাম করো বুঝি ? তা এই সকল ভোজে নারী-সমাগম ঘটে ?

হিরণ্য—নিশ্চয়ই। মানে কখনো-সখনো ঘটে। কোনো কোনো বিবাহিত বন্ধু তাদের পত্নীদের সংগে আনে। অনেক সময়ে অনেকে তাদের মাতা-ঠাকুরাণীকেও সংগে আনে। খুব ধুমধাম হয়।

দেবদত্ত—ও ! তাহলে হিরণ্যময়ূরাক্ষ, আমি এবার সোজা আসল কথায় আসছি। মহাভারতের বর্তমান পরিস্থিতি অতীব সঙ্কটাপন্ন।

হিরণ্য—[গম্ভীর স্বরে]—হুঁ।

দেবদত্ত—[সজোরে] - এই মুহূর্তে আর্যাবর্তের ভাগ্যাকাশে অদৃষ্টপূর্ব ও অভূতপূর্ব বহুবিধ জটিল ঘনঘটা। অর্থ-শাস্ত্র যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা বোঝেন। তুমি পরিস্থিতি লক্ষ্য করছ নিশ্চয়ই ?

হিরণ্য—অবশ্য। মহা আগ্রহ-ভরে লক্ষ্য করছি। কেননা ভগবান একলিংগের ইচ্ছায় আমরা যে মহাভারতের ভাগ্যবিধাতা।

দেবদত্ত—ভীষ্ম বলেছিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে: অর্থস্য পুরুষো দাসঃ দাসস্বার্থো ন কস্যচিৎ। সেই সত্যযুগেই তাঁরা জানতেন অর্থই নিয়ামক শক্তি। আজ তা প্রকট। মোদ্দাকথায় আসি, কি বলো ?

হিরণ্য—আসুন।

দেবদত্ত—চোখ মেলে দেখছ, গাভী সকল কি করছে ?

হিরণ্য—গাভী ?

দেবদত্ত—এবং পক্ষীগণ ?

হিরণ্য—পক্ষীগণ অত উঁচুতে কি করছে সেটা কি করে জানবো বলুন ?

দেবদত্ত—এবং প্রাকৃত ও নাগরিক জনেরাই বা কি করছে ?

হিরণ্য—ইতরজনেরা কি করছে সেটা……কি, করছে কি ওরা ?

দেবদত্ত—হিরণ্যময়ূরাক্ষ, উত্তর সহজ। গাভী সকল শাবক বিয়োচ্ছে, পক্ষীসকল ডিম পাড়ছে, এবং ইতরজনেরা জমি-চাষ, কয়লা-উত্তোলন, নানা দ্রব্যাদি তৈয়ারী, প্রভৃতি করছে।

হিরণ্য—হুঁ ! এবং এই যে সব করছে, এসব…… কি বলে…… এ সব কি খুব বিপজ্জনক ?

দেবদত্ত—এমনিতে নয়। তবে তিন-পুরুষ ধরে আমাদের সম্রাটদের যুদ্ধ যাত্রায়

ফলে—বিশেষতঃ সুদূর দক্ষিণে তাম্রপর্ণী রাজ্য লুণ্ঠনের ফলে—আমাদের ঘটেছে ধনের আধিক্য। সুতরাং, ব্যাপার গুরুতর।

হিরণ্য—হুঁ, বুঝলাম। [একটু পরে] আচ্ছা, একটু বিশদ করে বুঝিয়ে দেবেন? কিছুই বুঝলাম না।

দেবদত্ত—আমারই দোষ। আমার আগের পেশায় অর্থশাস্ত্রই ছিল বেদ। সেই সব কথা এসে পড়ে।

হিরণ্য—হুঁ। আপনি তো বৈশ্য ছিলেন···ব্যাপারিণ···শ্রেষ্ঠি।

দেবদত্ত—হিরণ্যময়ূরাক্ষ, নাসিকা কুঞ্চনের কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বর্ণদম্ভ শ্রেষ্ঠির রূপচাঁদের কাছে বহু পূর্বেই মাথা নত করেছে। নইলে চাণক্য কি করে বলেন: চণ্ডালোঽপি নরঃ পুজ্যঃ যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্। বিপুল ধন থাকিলে চণ্ডালও পূজনীয়। যাক, পরিস্থিতি সংক্ষেপে এই: ধনের বড় আধিক্য দেখা দিয়েছে। সাধারণতঃ আমরা কি করি? কৃষক যদি অধিক ফসল ফলায়, তবে আমরা কারিগরদিগের দ্রব্যাদি নির্মাণ কমিয়ে দিই, ফলে নগরবাসীরা সে সকল কিনতে পারে না, আমরাই কিনে নিই। উপরন্তু কৃষকসাধারণের ওপর যে সকল কর আমরা বসিয়েছি—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রক্রমে সেগুলি হোলো: দ্রব্যাদিনাম্ ভূমিনিয়তম দেয়ম্ হিরণ্যম, ভাদ্রপৌষনিয়মেন গ্রাহ্যম্, গ্রামপুরবাসীভ্য প্রতিমাসম, কর, ঘাটাদিদেয়, শুল্ক, তদ্রংগ, উপরিকর, ক্লিপ্ত, উপক্লিপ্ত······

হিরণ্য—এ-ত?

দেবদত্ত—বিষ্টি, অর্থাৎ বেগারি, ভাগভোগ, উদকভাগ, লবণ ভাগ, ভোগ ইত্যাদি। ফলে কৃষকেরা কি করে? তারা ভূস্বামীর দাস হয়ে পড়ে—আত্মবিক্রয়ী দাস বা আহিতক দাস তাদের হতেই হয়। অথচ এখন কি ঘটছে? একুশ বর্ষকাল যুদ্ধ ও দিগ্বিজয়ের ফলে মালব থেকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত সব দেশের ধনরত্ন এসে জমেছে পাটলিপুত্রে। এ ধন নিয়ে আমরা কী করব?

হিরণ্য—তবু পরিস্থিতি যে কেন সংকটাপন্ন তা আমি বুঝতে পারলাম না।

দেবদত্ত—হিরণ্যময়ূরাক্ষ, অবস্থা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এ ধনরত্নের একাংশ জমেছে শ্রেষ্ঠিদের হাতে—আর আমি নিজে ছিলাম শ্রেষ্ঠি। আমি চিনি ও-মালদের। তারা শহরে শহরে কারিগর লাগিয়ে দ্রব্যাদির

উৎপাদন বৃদ্ধি করে চলেছে সমানে। হিরণ্যময়ুরাক্ষ, এই প্রথম কৃষি উৎপাদন ও শহুরে উৎপাদন একই হারে বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ব্যর্থ, এ অবস্থায় শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায় না।

হিরণ্য—কাউকে শূলে-টুলে দিয়ে দেখুন না।

দেবদত্ত—কাকে দেবে? কিন্তু লক্ষ লক্ষ দাস, উদরদাস ও কৃষক প্রশ্ন করছে। বুঝেছ—প্রশ্ন! ওরকম ভয়ানক অশাস্ত্রীয় বস্তু আর নেই। জিজ্ঞাসা! শূদ্রের থাকতে পারে না বেদে অধিকার। জিজ্ঞাসা মানেই বেদ। জিজ্ঞাসা থেকেই বেদের সৃষ্টি। ধর্মের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিকে জিজ্ঞাসা: এত ধনরত্ন কার হাতে গেল? এত যুদ্ধ কেন? এত অনাহার কেন? দাসত্ব কী? ইতরজনকে প্রাচুর্যের স্বাদ দেয়াটা বিপজ্জনক। কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতির সার কথা হোলো: ইতরজন করবে কৃচ্ছ্রসাধন এবং থাকবে নীরব।

হিরণ্য—তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? শৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হবে?

দেবদত্ত—কি করে? যে কোনো নির্বোধও বোঝে; শৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হলে আগে চাই বিশৃঙ্খলা। বিশৃঙ্খলা থাকলে, তবে না সেখানে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়!

হিরণ্য—[সসম্ভ্রমে] জানেন, আমরা শস্ত্র-পূজারী—ক্ষত্রিয়েরা আপনাদের মহিমা বুঝি না! অনেক সময় বৈশ্য ও ব্রাহ্মণের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে থাকি। সেটা যে কত বড় ভুল আজ বুঝলাম। এখুনি যা বললেন না, অমন…ইয়ে……অকাট্য যুক্তি আমি জীবনভোর শুনি নি।

দেবদত্ত—[প্রীত] না, না, এ আর কী বলেছি!

হিরণ্য—না, না, সত্যি বলছি। অকাট্য! বেদান্ত! আর একটু গেঁজানো দ্রাক্ষারস ইচ্ছা করেন?

দেবদত্ত—এ দ্রাক্ষারসে তেমন তেজ নেই, হিরণ্য। যাক মাধ্বী যখন নেই…

হিরণ্য—[হঠাৎ কি এক চিন্তায় আকুল হয়ে] শোনো, দেবদত্ত। বিশৃঙ্খলা মানে? তুমি কি বলতে চাও……

দেবদত্ত—হ্যাঁ—যুদ্ধ!

হিরণ্য—যুদ্ধ!! [শিহরিয়া মহানায়কের মূর্ছা ও পতন। দেবদত্ত দ্রুত উঠিয়া তাঁহার মস্তক নাড়েন, বাতাস দান প্রভৃতি করিতে লাগিলেন]

দেবদত্ত—একি ! হিরণ্য ! ক্ষাত্রতেজে কোথায় জ্বলে উঠবে—না—হিরণ্যময়রাক্ষ !

হিরণ্য— ……আমি কোথায় ? …ও তুমি ! উঃ…আমার লেবুর রস ‥

[দেবদত্ত পাত্র বাড়াইয়া দেন ; এক চুমুকে পান করিয়া হিরণ্য খানিক প্রকৃতিস্থ] মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল !

দেবদত্ত—[অন্য পাত্র নিজে লইয়া] হিরণ্য, তুমি ত্রিলোচনজলনিধি বংশের সন্তান, সম্রাটের কুটুম্ব, এটা মনে রেখো। [পান করেন] এঃ কি বিশ্রী ! এটা তোমার ছাতার লেবুর রস ! আর তুমি আমার গেঁজানো দ্রাক্ষারস পান করেছ।

হিরণ্য—কি আর করা যাবে ? কি প্রচণ্ড আঘাত তুমি দিয়েছ আমার মনে, বলো তো ? যুদ্ধ ! রসিকতার আর জায়গা পেলে না ?

দেবদত্ত—রসিকতা মানে ? রসিকতা নয়।

হিরণ্য—মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

দেবদত্ত—[শীতলকণ্ঠে] যুদ্ধের কথা শুনেই মাথা ঘোরে এমন সব সেনাপতি পুষি আমরা ! মগধের ভূস্বামী ও শ্রেষ্ঠিবৃন্দ তোমার মুখ চেয়ে আছেন, দায়িত্ব তোমার গ্রহণ করতেই হবে।

হিরণ্য—যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্ব সেনাপতির নয়। বরাবর দেখে আসছি, যুদ্ধ লাগায় শ্রেষ্ঠিরা।

দেবদত্ত—এত ঘাবড়াচ্ছো কেন ? তোমার পেছনে এসে দাঁড়াবে এক সহস্র ধনী—

হিরণ্য—হ্যাঁ, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়াবে কে ? বিংশতি সহস্র শত্রুসেনা। তাদের হাতে থাকবে তীর-ধনুক, বল্লম—তলোয়ার ! একি একটা কাজের কথা ?

দেবদত্ত—যুদ্ধ করাই তোমার পেশা ! যুদ্ধ লাগলে যোদ্ধা যুদ্ধ করবে না, এ আবার কোন্ দিশী রসিকতা ! সম্রাটের বেতন খাও কেন তবে ? ইয়ার্কি নাকি ? বলছি যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ করবে—ব্যস !

[মহানায়কের পুনরায় মূর্ছা ও পতন। দেবদত্ত কর্তৃক শুশ্রূষা]

হিরণ্য ! হিরণ্যময়রাক্ষ ! ছি, এমন করে না ! শোনো, লোকে কী বলবে ?

হিরণ্য—[চেতনা ফিরিতেই] আমি মার কাছে যাব ! এ শালা দেশের হকে

কি? অনবরত বলে, যুদ্ধ! তোমরা শালারা খাও দাও, প্রমোদশালায় পড়ে থাকো, আর আমাদের পাঠাও যুদ্ধে! জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে আসছি—কখনো হুনরা আমাদের দেশ আক্রমণ করে, কখনো শক, কখনো পল্লব। কি যে লোভনীয় দেখে এদেশে তাও তো বুঝি না! আর পারছি না বাবা! ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

দেবদত্ত—হিরণ্যময়ূরাক্ষ, পুরো দেশ তোমার পেছনে এসে দাঁড়াবে!

হিরণ্য—একটু আগে বললে এক হাজার ধনবান এসে দাঁড়াবে। এখন সেটা পুরো দেশ হয়ে গেল! দিগ্বিজয় ক'রে এসে সম্রাট নিজে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শহরের বিপণি মার্গে—তুমিও ছিলে পেছনে। ভেবেছিলেন লোকে একেবারে পুষ্পচন্দন দিয়ে বরণ করবে! একটি জয়ধ্বনিও জাগেনি!

দেবদত্ত—সেটাকে আমরা সমর্থন হিসেবে ধরেছি—কারণ মৌন হচ্ছে সম্মতির লক্ষণ।

হিরণ্য—আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয় তুমি পাগল।

দেবদত্ত—দ্রাক্ষারসের পাত্রটা দেখি।

হিরণ্য—খালি। আর নেই।

দেবদত্ত—তবে তোমার দাসটাকে পাঠাও। মঞ্জুলিকা উদ্যানের সামনে থেকে এক পাত্র মাধ্বী কিনে আনুক। [হিরণ্য প্রতিবাদে উদ্যত হইতেই] দাম আমি দিচ্ছি!

হিরণ্য—বিকু! বিকু!

[বিকুর প্রবেশ]

বিকু—কি আদেশ প্রভো?

দেবদত্ত—এই নে পঁচিশটি রৌপ্য কার্যাপণ। এক পাত্র মাধ্বী সুরা ক্রয় ক'রে আন্।

বিকু—স্বামিন্, মাধ্বীর দাম চল্লিশ কার্যাপণ।

দেবদত্ত—কি কিপ্টের বাড়ীতে এসে পড়লাম রে বাবা! এই নে সুবর্ণ দিনার একটি। ঐ চল্লিশ রৌপ্যমুদ্রা ফেরৎ দে। আর এ থেকেও আট কার্ষাপণ বাঁচবে—ফেরৎ দিবি। [বিকুর প্রস্থান] হ্যাঁ কি কথা হচ্ছিল?

হিরণ্য—আমি বলছিলাম—তুমি পাগল। যুদ্ধে যে আনন্দ পায়, তার পারিবারিক জীবন ও শয়ন পদ্ধতিতে কোন গণ্ডগোল আছে, বাৎস্যায়ন বলেছেন।

দেবদত্ত—শান্তিতে যে আনন্দ পায় সে জড়ভাব, চাণক্য বলেছেন।

হিরণ্য—[আকুল স্বরে]—কিন্তু ব্যাপারটা বিপজ্জনক—বুঝতে পারছো না? গত যুদ্ধে জনাকয়েক মহানায়ক মরে পর্যন্ত গেছেন! আজকাল মহানায়ক হওয়া আর চাট্টিখানি কথা নয়। আজকাল আমাদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন।

দেবদত্ত—অধিকাংশ মহানায়কেরই গায়ে আঁচড়টুকুও লাগে না, এটাও বরাবর দেখে আসছি। তোমার সম্মতি আজকেই চাই। সম্রাট অপেক্ষায় আছেন।

হিরণ্য—একমাত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছাড়া ভদ্রযুদ্ধ আর কখনো ঘটেনি। আর সেখানেও এ ওর উরু ভাঙে, ওকে "অশ্বত্থামা হত" বলে ঠকানো হয়, তাকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে মারা হয়! এসব কি? না, না এমন বেলেল্লাপনায় আমি নেই।

দেবদত্ত—সম্রাট কুমারগুপ্তের দিগ্বিজয়ের যুদ্ধে তুমি কোথায় ছিলে? একুশ বছর ধরে যুদ্ধ হলো তুমি গেস্‌লে কোন্ চুলোয়?

হিরণ্য—আমি ছিলাম পাটলিপুত্র নগরের বিষয়-মহত্তর-অধিকরণের প্রধান অমাত্যের সহকারী অধিপালের দ্বিতীয় পুস্তপাল।

দেবদত্ত—অর্থাৎ একুশ বছর নাসিকায় গুরুগুরু তৈল প্রদান ক'রে ঘুমিয়েছ। এবার গতর তোলো, তোমায় যুদ্ধে যেতে হবে।

হিরণ্য—না, আমি যাবো না। তা ছাড়া মা যেতে দেবে না। মারামারি করলে মা রেগে যায়!

দেবদত্ত—এটা নাকি মগধের মহানায়ক! হিরণ্য, ইয়াকি মারার জায়গা পাওনি?

হিরণ্য—কালিদাসের নাটকগুলো অভিনয় হওয়ার পর থেকেই দেখছি—এ শালা শহরে সবাই ভাবুক, চিন্তাশীল, দার্শনিক। খানিক ইয়ার্কি না মারলে এখানে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয়ই দেয়া যায় না।

দেবদত্ত—শাস্ত্রে বলেছে: কিং জীবিতেন পুরুষস্য নিরক্ষরেণ। মূর্খের জীবন-ধারণের কি প্রয়োজন? ওরে মূর্খ, কোনোদিন বাতায়ন পথে তাকিয়ে দেখেছ রাজপথের অবস্থা? ত্রিংশতি সহস্র দুর্ভিক্ষপীড়িত দাস, ভূমিদাস ও হলধর অনাহারলোলুপ চক্ষে নীরব-প্রশ্ন নিক্ষেপ করছে

আমাদের দিকে! লাগসই একখানা যুদ্ধ যদি এই মুহূর্তে না ঘটে, তবে তোমাকে এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে ওরা কেটে, রান্না ক'রে খেয়ে নেবে!

হিরণ্য—এঁ্যা! মা, মাগো! [পুনরায় মূর্ছা যাইতে উদ্যত—]

দেবদত্ত—[প্রচণ্ড ধমক দিয়া]—ন্যাকামি রাখো! ওসব মূর্ছা যাওয়া টাওয়া চলবে না! ইয়ার্কি পেয়েছ? সম্রাটের আজ্ঞা—যুদ্ধের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবে কি না!

হিরণ্য—ইয়ে······প্রজা বিদ্রোহী হলে তো···এদিকে আমার সৈন্যরাও বেতন না পেয়ে যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্ত······

দেবদত্ত—তাই যুদ্ধের প্রয়োজন।

হিরণ্য—দায়িত্ব তুমি নিচ্ছ?

দেবদত্ত—সম্রাটের মহামন্ত্রী হিসাবে নিশ্চয়ই নিচ্ছি।

হিরণ্য—বেশ, আমি সম্মত। কবে যুদ্ধ হবে?

দেবদত্ত—যত শীঘ্র সম্ভব।

হিরণ্য—তথাস্তু। মোটমাট আমার আর আমার মাতাঠাকুরাণীর খাবলা-খাবলা মাংস দিয়ে কাঙালী ভোজন হবে, এ আমার পছন্দ নয়।

[বিকুর প্রবেশ]

এনেছিস? পাত্রের মুখ উন্মোচন কর, ঢাল্!

[বিকু পানাধার স্থাপন করে]

বিকু—ইচ্ছা করুন, দেব!

হিরণ্য—সম্রাটের আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে! তুইও পান কর্ ধ্বজহৃত ক্রীতদাস। [হতভম্ব বিকু নিজেও সুরার পাত্র লয়] অপরাজেয় মগধের সমাসন্ন যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে।

[পান করিতেই হিরণ্য প্রচণ্ড বিষম খান—বিকু চমকাইয়া পাত্র রাখিয়া দেয়]

বিকু—আমি কিছু করিনি!

দেবদত্ত—সাবধান—ছোট ক'রে চুমুক দাও!

হিরণ্য—কি কড়া মাল! দ্রাক্ষারসের মতন নয়। বিকু, অতিথির পৃষ্ঠমর্দন ক'রে দে। হরিচন্দন আন্।

দেবদত্ত—না, আমরা বৈশ্য। ওসকল ঐহিক সুখে অভ্যাস নেই।

হিরণ্য—তাহলে আমাকেই কর্। হরিচন্দনের সংগে খানিক সুগন্ধি কালেয়ক মিশিয়ে নিবি। কি, করছিস কি ওখানে খুটুর খুটুর?

বিকু—আট কার্ষাপণ ফেরৎ এসেছে।

হিরণ্য—রে পীঠমর্দ, আজি শুভদিনে ঐ মুদ্রাক'টি তোকে যৌতুক দিলাম—যাঃ।

দেবদত্ত—পরধন বিলিয়ে এই পোদ্দারি অসহনীয়! ও মুদ্রা—

হিরণ্য—এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠিদের দোষ—ঔদার্যের অভাব। আজ যুদ্ধের দিন কেন কিপ্টেমি করছ? এবার ওঠো তো, মহামন্ত্রী, আমি কাজ শুরু করব।

দেবদত্ত—অন্যান্য সেনাধ্যক্ষদের সংগে মন্ত্রণা করবে?

হিরণ্য—ওরা আসছিলই। ভোজসভাকে মন্ত্রণাসভায় পরিণত করবো। উঃ অত জোরে রদ্দা মারিসনে বিকু। আমি ঘোড়া নই!

দেবদত্ত—সম্রাটের জয় হোক।

হিরণ্য—স……ম্রাটের……উঃ, বিকু, তুই আমার পিঠে হাটু দিলি নাকি?

[দেবদত্তের প্রস্থান]

এই মাধ্বী সুরাটা বেশ। রঙ লেবুর রসের মতনই। মাতাঠাকুরাণী ধরতে পারবেন না।

[একসার দাস বৃহৎ থালায় নানাবিধ ভোজনসামগ্রী বহন করিয়া আনে। পশ্চাতে অজীর্ণকান্তাদেবী]

অজীর্ণ—হিরু, তোর বন্ধুরা এল না এখনো?

হিরণ্য—এইবার আসবে।

অজীর্ণ—ছোকরাগুলো কেমন একবার দেখার ইচ্ছে ছিল। যার-তার সংগে মেশা ত্রিলোচন-জলনিধি বংশের উত্তরাধিকারীর তো সাজে না।

হিরণ্য—[তরকারীর পাত্রগুলির ঢাকা খুলিতে খুলিতে] একি! যহস্ব পাতার তরকারি কোথায়! কৃষ্ণ মহাদেশের বনায়ু দেশ থেকে যহস্ব পাতা এলো না কাল! যহস্ব পাতার তরকারি কোথায়?

বিকু—পাকশালের অধিষ্ঠাত্রী মাতাঠাকুরাণী স্বয়ং!

হিরণ্য—মা যহস্ব কই? আমার বন্ধু স্বার্থবাহ ও নাবিক বিশাখদত্ত যে গতকাল দশঝুড়ি যহস্ব-পাতা পাঠালেন, তা রাঁধোনি কেন?

অজীর্ণ—সে পাতা ঝুড়িশুদ্ধ আমি গংগাজলে ফেলে দিয়ে এসেছি। এসব বিষ ত্রিলোচন-জলনিধিদের গৃহে চলবে না।

হিরণ্য—বিষ! বিষ মানে? কামসূত্র গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বলা আছে, ও-পাতা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী—বলবর্ধক! বাৎস্যায়ন বলেছেন, জানো?

অজীর্ণ—চুপ কর্! থাপ্পড় খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, না? ঐ সব অশ্লীল গ্রন্থের নাম এ-গৃহে চলবে না। কামোৎপাদক ঔষধিতে তোমার কি প্রয়োজন?

হিরণ্য—[একটি থালা টান মারিয়া ফেলিয়া] আমি খাবো না, যাও! যষ্ঠম্ব-পাতা নিয়ে এস, নৈলে খাবো না!

অজীর্ণ—[এক মুহূর্ত হতবাক্ থাকিয়া] থালা ছুঁড়ছে! [অগ্রসর হইয়া] তোল্! তোল্ ঐ ব্যঞ্জন! থালায় তোল!

[সভয়ে হিরণ্য হর্ম্যতলে হামাগুড়ি দিয়া আবার সব কুড়াইয়া লন]

এদিকে আয়! জোরে নিঃশ্বাস ফেল! [শুঁকিয়া] তুই মদ খেয়েছিস! হতচ্ছাড়া কুলাংগার, তুই অতিশয় কড়া কোনো মদিরা টেনেছিস!

হিরণ্য—[দ্রুত] না, আমার কোনো দোষ নেই। ঐ দেবদত্ত খাইয়েছে।

অজীর্ণ—দেবদত্ত? পুরো নাম কি?

হিরণ্য—ঐটুকুই নাম।

অজীর্ণ—ঐটুকু যার নাম সেরকম কুল-গোত্রহীন ছোটজাতের লোক তোর বন্ধু?

হিরণ্য—আরে বাবা—দেবদত্ত! দেবদত্ত! মহামন্ত্রী!

অজীর্ণ—সে সম্রাট হলেও কিছু যায় আসে না। সে কি চাকরী করে সেটা আমার দরকার নেই। অমন পুঁচকে যার নাম, সে অজ্ঞাতকুলশীল, কুলচিহ্নহীন, গোত্র-খৌম-পরিবারহীন বৈশ্য বা শূদ্রমাত্র! তার সংগে তুমি ঢলাঢলি করতে গেছ কেন?

হিরণ্য—কি বিপদেই পড়লাম! আরে বাবা, সে সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী! এখুনি এসেছিল। এসে আমায় জোর করে মদ খাইয়েছে। তারপর আমাকে কানে ধরে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়েছে ·····!

অজীর্ণ—কি? তুই যুদ্ধ ঘোষণা করবি?

হিরণ্য—সম্রাটের আজ্ঞা।

অজীর্ণ—কোনো কোনো আজ্ঞা আছে যা পালন করতে ক্ষত্রিয় অস্বীকার করে।

হিরণ্য—আসলে তুমি পড়ে রয়েছ সেই সমুদ্রগুপ্তের আমলে। বা তারও আগে—

প্রবীর আর জনার যুগে। দিনকাল পাল্টে গেছে মা! এখন সামনে থাকেন রাজা পেছনে বেনে। মানে অর্ধবেনেরাজ্যেশ্বর মূর্তি।

অজীর্ণ—বেশি ফাজলামো করিস না! বুঝলি? তুমি আজকাল বড্ড দুষ্টু হয়ে গেছ! যুদ্ধ! যুদ্ধ বাধলে তোমার পোষাকগুলো ধুলো লেগে নষ্ট হবে, সে খেয়াল আছে?

হিরণ্য—না, তা কেন? আমি বড় একটা বাইরে বেরুবো না। যুদ্ধ করে তো সৈন্যরা।

অজীর্ণ—দু'দণ্ড চোখের আড়াল করলেই একটা-না একটা কেলেংকারি বাধাস। আর একবার যদি এরকম কিছু ঘটে, তবে তোর ঐসব বন্ধুবান্ধবকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার ক'রে দেব। ইস্—কি শীত! হিম পড়ছে নাকি? ধ্যেৎ শীত পড়ছে আর পাখার বাতাসের ঝড় বওয়াচ্ছে! নেই কাজ তো খই ভাজ!

হিরণ্য—দেখ মা, চিত্রাংগদা আর জনাদের দিন গেছে! তুমি জানো কি গাভীরা এখন কী করছে? পক্ষীরা কি করছে? আর ধনের আধিক্যের ফলে কেন ক্রীতদাসেরা তোমার আর আমার মাংস রন্ধন করবে?

অজীর্ণ—তুই ভুল বকছিস। অত্যধিক সুরাপানের ফল। [অজীর্ণকান্তা প্রস্থান করেন।]

হিরণ্য—না, না, শ্রেষ্ঠিদের ধনবৃদ্ধির ফলে শূদ্ররা নরখাদক হয়ে গেছে। ঐ ধরণেরই কি-একটা ঘটেছে।

[হিরণ্য নেপথ্যগতা মাতাকে ঘুঁষি দেখান। তাহার পর খাদ্যের পাত্রগুলি শুঁকিয়া দেখিতে থাকেন ও বিকুকে জানান অন্তস্থিত অভিমান]

হিরণ্য—সবচেয়ে আঘাত পেলাম কামসূত্রের মতন শাস্ত্রকে অশ্লীল বলায়। বইটা আমার মুখস্থ, জানিস বিকু? স্মরণ করলেও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।······মা তো বিধবা, বাৎস্যায়নের মহিমা বুঝবে কি ক'রে বল! ······আচ্ছা, তুই অর্থশাস্ত্র পড়েছিস?

বিকু—কি পড়েছি প্রভো?

হিরণ্য—অর্থশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। সেই বই না পড়লে গাভীরা কেন শাবক বিয়োয়, কেউ বুঝতে পারে না—মূর্খ হয়ে থাকতে হয়। সে বই যে পড়েনি সে চণ্ডাল, শূদ্র, নীচ। পড়েছিস সে বই?

বিকু—না।

হিরণ্য—[দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া] আমিও না।

বিকু—পড়ে ব্রাহ্মণ আর বৈশ্য। আমি পড়তেই জানিনা।

হিরণ্য—না, না আমি পড়তে জানি, তবে ও-বইটা পড়িনি। অমি একটা বই-ই পড়েছি—ঐ কামসূত্র। ছাড়া যায় না। যুদ্ধটা শেষ ক'রে এসে আবার পড়বো। আর পড়েছি "রাজকুমারীর গুপ্তপ্রেম"। দারুণ !

[দেউড়িতে ঘণ্টা বাজিতে বিকু ছোটে অভ্যাগতদের আনিতে]

ময়ূরপুচ্ছের পাখাগুলো ধরো—নাড়ো।

[বিকু ও তৎপশ্চাতে জয়ধ্বজ-মীনকেতুর প্রবেশ]

বিকু—পরম ভট্টারক মহাক্ষত্রপ জয়ধ্বজ-মীনকেতু !

মীনকেতু—সম্রাটের জয় হোক !

হিরণ্য—সম্রাটের জয় হোক ! আসুন আসুন মীনকেতু।

মীনকেতু—জয়ধ্বজ-মীনকেতু ! যদি কষ্ট না হয়, দয়া ক'রে হয় আমার পুরো নামটি বলবেন, নইলে আমার নাম উচ্চারণ করবেন না।

হিরণ্য—না, না, আপনার কুলমানের প্রতি কোনো······ইয়ে······অবজ্ঞা—

মীনকেতু—চেপে যান, সামান্য কথা। বাঃ বেশ তো প্রমোদভবনটি। সুন্দর সাজানো।

হিরণ্য—[সলজ্জ হেসে] আপনার ভাল লেগেছে বুঝি ?

মীনকেতু—জঘন্য।

হিরণ্য—উপবেশন করুন—উত্তরীয় দিন—গেঁজানো দ্রাক্ষারস ইচ্ছা করেন ?

মীনকেতু—অন্যেরা আসুক।

হিরণ্য—পিঠ বা পদযুগল মর্দন করাবেন ?

মীনকেতু—না।

হিরণ্য—তাহলে দাসগণ, তোমরা ওঁর পদযুগল ধৌত ক'রো।

[পদসেবার মাঝেই বিকুর প্রবেশ]

বিকু—অহ—হ পরম ভট্টারক রথাধিপতি শর্বিলক মহোদয় এবং গজাধিপতি কার্ণীমদ মহোদয়।

হিরণ্য—এস বন্ধুদ্বয়, এস। ঠিক সময়েই এসেছো।

মীনকেতু—তার মানে, বলতে চান, আমি হ্যাংলার মতন আগেই এসে বসে আছি ?

হিরণ্য—মীনকেতু, আমি দেখছি বড্ড ইয়ে—

মীনকেতু—আমার নাম জয়ধ্বজ-মীনকেতু! যদি অসুবিধে না হয়, নামটা সঠিক বলবেন!

হিরণ্য—আপনাদের সংগে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। আমিই…আমিই মহানায়ক হিরণ্যময়ূরাক্ষ। আহার্য প্রস্তুত! যদিও যত্ন-পাতার তরকারিটা গংগা-জলে ফেলে দিয়েছেন আমার মাতাঠাকুরাণী। তাহলে—কি বলেন—ভোজন শুরু করা যাক—যে যেখানে পারেন বসুন—পদমর্যাদাবিচারের প্রয়োজন নেই। খেতে খেতেই না হয় কথা হবে। কি বলেন? রথাধিপতি, আপনি এখানে, আমার পাশটিতে চুপটি ক'রে—

মীনকেতু—[সজোরে]—বসুন!

[সকলের দ্রুত উপবেশন]

হিরণ্য—দাসগণ, এঁদের হস্তপদ-প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করো।

মীনকেতু—হ্যাঁ, এবার আমার পা দু'টি ছাড়ো তো, বাবাজীবনরা। সর্দি না হয়ে পড়ে!

কাশীমদ—চর্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয়র বিরাট সমারোহ!

হিরণ্য—সব আমার মাতাঠাকুরাণীর স্বহস্তে তৈরী। [একটি ঢাকা তুলিয়া] আরে, কি আশ্চর্য! মৃগমাংস আমার বড় প্রিয় বলে মা রেঁধে দিয়েছেন, দেখুন! জানেন, মা আমায় এমন ভালবাসেন! একটু আগে না ভয়ানক চটে গেলেন আমার ওপর, কারণ আমি না—চুপি চুপি মাধ্বী পান করছিলাম আর ধরা পড়ে গেলাম। [পুলকিত হাসি] তখন আবার—এই দেখুন—জলের পাত্রের মধ্যে লুকিয়ে গেঁজানো দ্রাক্ষারস ভরে রেখেছি। হুঁ—হুঁ—আমি দুষ্টু না!

[কিয়ৎকাল সকলে স্তম্ভিত]

শর্বিলক—[মৃদুকণ্ঠে কাশীমদকে]—হাবা নাকি? জন্ম থেকেই এরকম?

কাশীমদ—রাজপ্রাসাদে শুনে এলাম, আপনি নাকি কি এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দেবেন? কি? গোড়াতেই জিগ্যেস ক'রে রসভংগ করলাম নাকি?

হিরণ্য—আগে খাওয়া যাক। মা যেমন করে কাছে বসিয়ে খাওয়ান—জানেন, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে—আমিও ঠিক তাই করতে চেষ্টা করি।

মীনকেতু—না, না, আমার গায়ে-মাথায় হাত দেবেন না দয়া ক'রে। [সকলের আহার]।

কাশীমদ—কিন্তু আমি যে অধৈর্যের আগুনে পুড়ছি।

শর্বিলক—আশ্চর্য! আপনি বললেন "পুড়ছি", আমি কিন্তু "জ্বলছি" কথাটা ব্যবহার করে থাকি—অধৈর্যের আগুনে জ্বলছি।

মীনকেতু—কি পুড়ছে? কি জ্বলছে?

কাশীমদ—জ্বলছি! না, না, রথাধিপতি শর্বিলক, ও-কথাটা আমি বলি না। আমি হয় "পুড়ছি" বলি—নইলে বলি অধৈর্যের আগুনে দগ্ধ হচ্ছি।

হিরণ্য—আবার দেখুন, আমার মা যেদিন পাকশালে যেতে পারেন না, সেদিন অন্ন প্রভৃতি জিনিষ পুড়ে যায়, দুগ্ধজাতীয় বস্তু জ্বলে, আর মৎস্য-মাংস প্রভৃতি যায় দগ্ধ হয়ে। "দুধ দগ্ধ" কখনো বলে কেউ? বা "ভাত জ্বলে গেছে" বলা যায়? এ্যাঁ? [হাসেন] বলুন! কই, বললেন না?

[মীনকেতু ব্যতীত সকলের সলজ্জ হাসি ও আহার]

মীনকেতু—একটা কথাও তো বুঝতে পারছি না! [মৃদুকণ্ঠে হিরণ্যকে দেখাইয়া] লোকটা অর্ধ-ন্যলো।

[সকলের আহার]

কাশীমদ—তাহলে বলতে হয় মহানায়ক হিরণ্যময়ূরাক্ষ! সংবাদটা জানাবার জন্য আমি তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় অজানিতের ক্রন্দসীতে সন্তরণমান।

[মীনকেতু ব্যতীত সকলের উচ্চ প্রশংসাধ্বনি]

শর্বিলক—আহা! কালিদাস নামক যে কবিটির কথা ইদানিং শোনা যাচ্ছে, তার মেঘদূত-নামক কাব্যের কথা মনে পড়ে গেল, গজাধিপতি কাশীমদ!

হিরণ্য—অপূর্ব! যেন গান একটি! সার্থক কবি!

[সকলের আহার]

তবে ঐ শেষেরটুকু বুঝলাম না। ক্রন্দসীতে সন্তরমান। অর্থ?

কাশীমদ—চাতকিনী-পক্ষী ক্রন্দসীতে সন্তরণ করে না? আকাশ ছাড়া পক্ষী ওড়ে কোথায়?

হিরণ্য—ও, ক্রন্দসী মানে আকাশ? আমি ভেবেছিলাম, যে নারী ক্রন্দন করে সে ক্রন্দসী।

মীনকেতু—কি যে সব কথাবার্তা হচ্ছে!

[সকলের আহার]

হিরণ্য—ক্রন্দসীতে পক্ষী সন্তরণমান। পক্ষীরা কী করছে জানেন গজাধিপতি কাশীমদ? গাভীরাই বা কি করছে?

শর্বিলক—মানে ?

হিরণ্য—এ হোলো অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্যের।

মীনকেতু—আচ্ছা, এ গৃহে দাসী নেই একটিও ? সব যে দামড়া দামড়া পুরুষ !

হিরণ্য—আপনি এ বাড়ীতে ও কথা উচ্চারণ করবেন না, মহাক্ষত্রপ ! যাঃ, আপনি ভারি দুষ্টু !

[ফুল তুলিয়া মীনকেতুকে ছুঁড়িয়া পরিহাসের হাসি হাসেন। মীনকেতু ফুল মুখে লাগিতে চমকিয়া ছাদের পানে তাকান—কোথা হইতে কি পড়িল তিনি বুঝেন নাই।]

আপনারা কেউ কিন্তু খাচ্ছেন না ঠিক করে ! জানেন, আমার অনেক দিনই কেটে যায় মায়ের সংগে রান্নাঘরে। কাশীমদ, আর একটু নরম গোবৎসের মাংস ? মধু-সহযোগে খেয়ে দেখুন—অপূর্ব জিনিষ—

প্রথম দৃশ্য (খ) অংশ

[দেখিতে দেখিতে দৃশ্যমান হয় পাটলিপুত্রের পুরবীথি অঞ্চলের একটি রাজপথের একাংশ। বুভুক্ষু কয়েকটি মানুষ ইতস্ততঃ উপবিষ্ট। লেপ্যকার শঙ্খ ও তাহার পত্নী শম্পা। শম্পার কোলে শিশু ; কৃষক বেঙা ; কর্মকার ঘট্টু এবং তাড়ি। সকলেই একদৃষ্টে শম্পার কোলের শিশুটিকে লক্ষ্য করিতেছে।]

শঙ্খ—আর খাচ্ছে না ?

শম্পা—স্তনে কিছু নেই। কি খাবে ?

শঙ্খ—বলছি, টানছে না ? খেতে চেষ্টা করছে না ? বাঁচবার ইচ্ছেটাও চলে গেছে ?

শম্পা—মরে গেছে।

[এক মুহূর্ত নীরবতা]

শঙ্খ—দাও, গংগায় ভাসিয়ে দিয়ে আসি।

শম্পা—না। [মৃত শিশুকে বুকে আঁকড়াইয়া শম্পা বসিয়া থাকে।]

তাড়ি—[ঝুকে হাঁটিয়া পথে কী খোঁজে] নাঃ, আর এক দানাও নেই

ঘট্টু—কিছু আছো ?

তাড়ি—আজ সকালের প্রথম প্রহরে এখান দিয়ে বিরাট শকট বোঝাই ক'রে চাল নিয়ে গেল এক ভূস্বামী। কয়েক কণা ঝরে পড়েছিল। তাই খুঁটে খুঁটে সারাদিন খেয়েছি। ফুরিয়ে গেছে।

শঙ্খ—শম্পা, এটা আর আমাদের শিশুটি নয়। এ একতাল মাংস,—মাংসপিণ্ড। দাও, গংগার জলে দিয়ে আসি।

শম্পা—না।

ঘটু—তোমার বউ কাঁদে না কেন?

শঙ্খ—কি?

ঘটু—কাঁদে না কেন? কান্নাটা দরকার। চোখের জলটা বেরিয়ে গেলে ভাল হয়।

বেঙা—চোখের জলের নানা দিক আছে। ও নিয়ে শুনেছি অনেকে কবিতা লেখে। এ শহরে এসে দেখছি—নাট্যশালা নামে একটা বাড়ি আছে। কবি সভা নামে আর একটা বাড়ি,—প্রমোদ কাননের পাশে। তাতে শুনছি কবিরা চোখের জল নিয়ে কবিতা বেঁধে গেয়ে শোনায়। মহামান্য লোকেরা সেসব গান শুনে কাঁদে। তাদের কাছে থাকে আবার এক একখণ্ড অত্যন্ত পাতলা কাপড়! এই কাপড়কে বলে চিনাংশুক।—চীনদেশ থেকে মহামান্যরা কিনে আনেন, আর তাতে চোখের জল, কফ—এসব ভরে ভরে রেখে দেন। তারপর কান্নাকাটি শেষ হলে এঁরা কবিদের প্রচুর অর্থ ও বস্ত্র দান করেন। কিন্তু কবিদের মুস্কিল হোতো যদি তাঁরা আমার শ্বশুরকে দেখতেন।

তাড়ি - কেন?

বেঙা—চোখের জলের বহু দিক আছে বললাম না? আমার শ্বশুর এমন ট্যারা ছিলেন যে কাঁদলে ডান চোখের জল গড়াতো বাঁ গাল দিয়ে। কবিদের মুস্কিল। কবিতা লিখবে কি, কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে, এ ঠাহর করতেই প্রাণান্ত হোতো!

ঘটু—[শঙ্খকে] তোমার নাম কি? নিবাস কোথায়? পত্নীসহ রাজপথে কেন?

শঙ্খ—আমার নাম শঙ্খ। আমি পুণ্ড্রবর্ধন শহরে লেপ্যকার ছিলাম।

ঘটু—কি ছিলে?

শঙ্খ—লেপ্যকার। সৌখীন জিনিস তৈরীর কারিগর। আমি মাটির পুতুল তৈরী ক'রে তাতে রঙ দিতাম, - দর্পণ বানাতাম।

ঘটু—দর্পণ কি?

শঙ্খ—আয়না।

ঘটু—আয়না কাকে বলে?

শঙ্খ—একখণ্ড পিতলের বা তামার পাত, যাকে ঘষে ঘষে এমন মসৃণ ক'রে তোলা হয় যাতে লোকে তাতে নিজের মুখ দেখতে পায়।

তাড়ি—কেন? নিজের মুখ দেখার দরকার?

বেঙা—শহরের মহামান্যরা হলেন সৌভাগ্যবান। কথায় বলে, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলি? ওঁরা উঠেই নিজেদের শুভ-মুখ দেখে নেন! তাতে সারাদিন তাঁদের আরো শুভ হয়। আবার সেই বর্ধিত শুভ-মণ্ডিত মুখ দেখেন তার পরের দিন। ফলে আরো শুভ। শুভয় শুভ বাড়ে! চক্রহারে শুভ বৃদ্ধি! এ হচ্ছে শুভ-র ব্যবসা!

ঘটু—তুমি সেই আয়না তৈরী করতে?

শঙ্খ—হ্যাঁ। আর লোধ্ররেণু প্রস্তুত ক'রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দন কাষ্ঠের পেটিকায় পুরে বিক্রয় করতাম।

ঘটু—লোধ্ররেণু কি?—এক রকমের খাবার?

তাড়ি—খাবার-টাবারের কথা কি এখন না বললেই নয়? আমার পেটে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে।

শঙ্খ—লোধ্ররেণু এক প্রকার রঙ, মুখে মাখে।

তাড়ি—কেন? মুখে রঙ মাখার কি দরকার? কে মাখে?

শঙ্খ—ধনীদের পত্নীরা ও বেশ্যারা।

তাড়ি—কেন মাখে?

বেঙা—ব্রহ্মার কাজে যে সব খুঁৎ আছে, তা তাঁরা সংশোধন ক'রে নেন। একবার ভেবে দেখো তাড়ি, ভগবানের কাজে বহু গলদ না থেকে পারে না! তাঁর মন্ত্রী নেই, শ্রেষ্ঠি নেই, মহানায়ক নেই। চাণক্যের উপদেশ কি ভগবান পেয়েছিলেন? আর চাণক্যের বই-টই যে পড়ে নি তাকে দিয়ে কোন্ কাজটা হতে পারে? সুতরাং ভগবান যে-মুখ গড়ে দেন, ধনী ও বেশ্যারা সে মুখ ফেলে দিয়ে অন্য মুখ ধারণ করেন।

ঘটু—এ সব জিনিষ থেকে তোমার আয় কেমন হোতো?

শঙ্খ—ভালই হোতো। অসন্তোষ আমার ছিল না কোনো কালে। সপ্তাহ শেষে দশ মাসা পর্যন্ত আয় করেছি—এবং এই গ্রামীন ষোড়শীকে বধূ ক'রে ঘরে এনেছিলাম। পুত্রের জন্মও হোলো। আমার স্বপ্নগুলিতে যেন রঙ ধরলো।

ঘটু—সে সব ছেড়ে দিয়ে এলে কেন? এখানে রাজপথের ওপর সন্তানকে মরতে

দেখছ কেন ?

শঙ্খ—যুদ্ধে পুন্ড্রবর্ধন শহর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শ্মশান, কিন্তু এখানে এসে দেখছি সহস্রাধিক লেপ্যকার প্রতি রাজপথে দোকান সাজিয়ে বসে আছে। কাজ নেই।

তাড়ি—[হঠাৎ পথের উপর কি দেখিয়া] এই তো! [জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া—খুব তৃপ্তির সহিত স্বাদ গ্রহণ করিয়া গলাধঃকরণ করে] উঃ! সারাদিন কাঁচা আটা চেটে খাচ্ছি ; পেট কামড়াচ্ছে!

বেঙা—এক কাজ কর্। তোর পাছার তলায় আগুন জ্বাল্—পেটের ভেতর চাপাটি তৈরী হয়ে যাবে।

[দ্রংগনায়কের প্রবেশ, হাতে চাবুক ও লণ্ঠন]

দ্রংগ—ওঃ, এখানে আবার কতকগুলি পশু! বাড়ি ফিরতে মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে গেল! [ভয়ে তাড়ি একগাল হাসে, আর কেহই নড়ে না। দ্রংগনায়ক চাবুক দিয়া সকলের পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত করিয়া গুনিতেছেন—] চার হাজার আট শ' নয়—চার হাজার আট শ' দশ—চার হাজার আট শ' এগারো—চার হাজার আট শ' বারো—চার হাজার আট শ' তেরো একুনে চার হাজার আট শ' তেরো। [মৃদু স্বরে আবৃত্তি করেন] ৪৮১৩ কি সব দিনকাল পড়েছে! একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে ৪৮১৩টি শূদ্র নিষ্কর্মা জানোয়ার! [কোমরে বাঁধা ক্ষুদ্র দামামা বাজান নেপথ্যের উদ্দেশ্যে—তাহার পর বিপুল হাঁক পাড়েন—] ভো-ও-ও-ও প্রহরি! [ইহাতে তাড়ি কাঁদিয়া ফেলে] রাত্রি দ্বিপ্রহর! গণনা শে-এ-এ-ষ!

নেপথ্যে—[দামামার সহিত] আসছি, আসছি রে গাধা—চারটে হাত তো নেই আমার! সংখ্যাটা ভুলিস না! নাম ধাম লিখে রাখ। ফাঁকি দিলে কানমলা খাবি!

[দ্রংগনায়ক অত্যন্ত অপমানবোধ করেন ; তাড়ির কান্না বন্ধ হয়]

বেঙা—দেখছিস, কান্নার কিছু নেই। কথায় বলে, বাবারও বাবা থাকে। তুই যেমন তোর এঁড়ে বলদটার বাবা, ইনি তেমনি তোর বাবা, তেমনি এক্ষুনি যাঁর গলার শব্দ শুনলি, তিনি এঁর বাবা, আবার—

দ্রংগ—স্তব্ধ হও! [মৃদুস্বরে] ৪৮১৩। [উপবেশন] ভোরের আগে ফিরতে পারলে হয়! এবার বল্, নাম বল্। নাম ও পেশা।

বেঙা—বেঙা।

তাড়ি—তাড়ি।

ঘটু—ঘটু।

দ্রংগ—দাঁড়া, দাঁড়া। এসব কি নাম?

বেঙা—ঐরকমই তো হয়। আমি ছিলাম চর্মকার।

দ্রংগ—চর্মকার? কোন্ সংঘ? কার কারিগর?

তাড়ি—আর্যপুত্র, আমি ঋষি মাতংগাচার্যের কারিগর।

দ্রংগ—ঋষি মাতংগাচার্য চামড়ার ব্যবসা করেন?

তাড়ি—হ্যাঁ, দেবাধিরাজ।

দ্রংগ—ছেং, এসব কোনো শাস্ত্রে নেই। ব্রাহ্মণের চামড়ার ব্যবসা করা নিষিদ্ধ। ৪৮১৩।

বেঙা—আমার খুড়শ্বশুর ছিলেন কুলীন শূদ্র। তথাপি তিনি গিয়ে লিচ্ছবি নগরীর কাছে অনার্য এক জাতির মুচি হয়েছিলেন। বলতেন এতে পয়সা আছে। শূদ্র ছিলেন। হিন্দু তো—আর্য! অথচ অনার্যের জুতো ঘাঁটতেন! তাঁর নাম ছিল টেঁটা।

দ্রংগ—দাঁড়া, দাঁড়া, সব গুলিয়ে দিস নে! হ্যাঁ—তুই কি ছিলি?

ঘটু—কর্মকার।

দ্রংগ—কার সংঘ?

ঘটু—অযোধ্যার সামন্তরাজ রূপবর্মা।

দ্রংগ—তা কাজ ছাড়লি কেন?

ঘটু—লাঙলের ফলা তৈরী করতাম। একদিন আদেশ জারি হোলো—ওসব বাজে জিনিষ আর তৈরী হবে না। হবে তলোয়ার, আর বর্শার ফলক। আমি ঠিক পেরে উঠলাম না। বড় সূক্ষ্ম কাজ। বড় কঠিন। তাই চাকরি গেল।

দ্রংগ—ও। ৪৮১৩। তাত ও-দুটিতে ওখানে নিরিবিলিতে কি করছে? নাম ধাম বলে না কেন?

ঘটু—ওদের জ্বালাবেন না। ওদের সন্তান মরে গেছে।

দ্রংগ—থাকগে।

বেঙা—তা আপনি তো কিছু লিখছেন না, মহারাজ। ঐ যে চেঁচিয়ে বললো, ফাঁকি দিলে কানমলা খাবে!

দ্রংগ—হাঃ, আমিও তখন উল্টে কান মলে দেব না? কানে হাত দিলে আমার মর্মান্তিক হয়!

বেঙা—দেখছিস, তাড়ি—বর্ণ হিন্দুর মর্য্যাদাবোধ কাকে বলে? শেখ্, শেখ্!

দ্রংগ—লিখতে আমার তেমন ভালো লাগে না। আমার স্মৃতি শক্তি অনন্য-সাধারণ। তাছাড়া দরকার শুধু সংখ্যাটা। ৪৮১৩। তোদের নাম লিখে কি হবে? তোদের নাম নেই। ওগুলো কি নাম?

ঘটু—এত সব গোনাগুণতি কেন হচ্ছে? আবার যুদ্ধ লাগবে নাকি?

দ্রংগ—সে সব আমি জানি না। কাজ দিয়েছে, করছি। তবে মনে হয়, শহরে খানিক শৃংখলা চাই তো! এ কি? যতসব শূদ্র আর অনার্য জানোয়ার পথের মধ্যে শুয়ে থাকে। মরেও থাকে। বিষ্ঠাত্যাগ করে। ভদ্দর-লোকেরা যাতায়াত করে কি ক'রে বল্! তাভিন্ন, এইসব পশুর ভিড়ে শত্রুর গুপ্তচর এবং বৌদ্ধ নাস্তিকরা লুকিয়ে থাকে জানিস?

বেঙা—শৃংখলার তো বিষম প্রয়োজন! কেননা—জানিস তাড়ি,—যেখানে খাবার দাবার প্রচুর, সেখানে শৃংখলা জিনিসটার তেমন দরকার হয় না। যে যা পারো খাও না, দেখছে কে? কিন্তু যেখানে চাল ডাল সব হাওয়া, সেখানে শৃংখলা অবশ্য দরকার।

তাড়ি—আচ্ছা দেব, সেনাবাহিনীতে কি খেতে দেয়? আজ দুপুরে আপনি কি দিয়ে ভাত খেলেন, বলুন না দাদা? শুনে কান জুড়াক।

দ্রংগ—ওটা সামরিক বিভাগের গোপন তথ্য।

তাড়ি—মাছ খেলেন? সর্ষেবাটা দিয়ে মাছের···ইঃ···ইশ! ছেলেবেলায় একবার খেয়েছিলাম। দাদা, আবার যুদ্ধ বাধলে আমি সৈনিক হবোই। একটু খাবো। এঃ, আবার পেট কামড়াচ্ছে!

বেঙা—দেখছেন শূদ্রের কাণ্ড! সর্ষেবাটা আর এজন্মে তোকে খেতে হবে না। ওপেটে আর সইবে না! অনভ্যাসের ফোঁটার মতন চড চড় করবে। নামেই পেট কামড়াচ্ছে!

দ্রংগ—৪৮১৩।

[শঙ্খ হঠাৎ উঠে এসে দাঁড়ায়]

শঙ্খ—আমার··· আমার পত্নী শম্পা মরা ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে! একটু খাদ্য না পেলে ও—ও মরে যাবে!

দ্রংগ—[প্রথমটা হতবুদ্ধি—তাহার পর সজোরে চাবুক মারিয়া] ব্রাহ্মণ বা

ক্ষত্রিয়ের সংগে কথা কইবার সময়ে মাথা নত করে কথা কইবে, শূদ্র শয়তান !

ঘটু—ও ভিন দেশের মানুষ, জানে না।

দ্রংগ—মগধ সাম্রাজ্যের অনুশাসন প্রত্যেককে মানতে হবে। সমুদ্রগুপ্তের পৌর-নির্দেশনামা অনুযায়ী।

বেঙা—কোন্ সমুদ্রগুপ্তের কথা বলছেন বলুন তো? [বিস্ময়ে বিমূঢ় দ্রংগ নায়কের বাক্যস্ফূর্তি হয় না, বেঙা তড় তড় করিয়া বলিয়া চলে] আমি দুজন সমুদ্রকে চিনতাম। একজন ছিল সমুদ্রসেন, ডাক নাম ঝগড়ু—সে চারখানা গ্রাম ঘুরে গোবর তুলে এনে ঘুঁটে তৈরী ক'রে হাটে বেচত। তা—সে তো মরে গেছে। আর এক সমুদ্র ছিল। সমুদ্র গুপ্ত। সাঁচির অধিবাসী। আমার দূর সম্পর্কের ভাগ্নী জামাই হয়। তা সে তো এখন কারাগারে, তার দুটো হাতই কাটা গেছে, কারণ সে ছিল সিঁধেল চোর। আপনি কোন্ সমুদ্র গুপ্তের কথা বলছেন, বলুন দিকি।

দ্রংগ—[ঘোর কাটিতে] যা ভাগ্! সব গুলিয়ে দেবে আমার! ৪৮১৩।

[খানিক নীরবতা। দ্রংগনায়ক দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা পুনরায় আবৃত্তি করেন]

৪৮১৩।

বেঙা—[এবার কিছু দূর হইতে] -সত্যি, সংখ্যারা একটু গোলমেলে! তবে—জানিস তাড়ি,—আমাদের গাঁয়ের টোলে যে পণ্ডিত ছিলেন—তাঁর নাম দমনকৃষ্ণ শর্মনঃ -সম্পর্কে তিনি আমার ভগ্নীপতি—

তাড়ি—এই, এঁবার গুল মারছ! ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তোমার ভগ্নীপতি?

বেঙা—সম্পর্কে ভগ্নীপতি হ'ন বলেছি। বিয়ে উনি করেন নি, অত বোকা নন। সেই দমনকৃষ্ণ শর্মনঃ এর ছিল গণিত শাস্ত্রে ভয়াবহ জারিজুরি। সংখ্যা মনে রাখার কত উপায়ই না শেখাতেন। বিশেষ ক'রে যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের কি উপকারই না করতেন। যেমন—এই যে ধর্মরাজ বসে আছেন, সংখ্যাটা মনে রাখার চেষ্টা করছেন! দমনকৃষ্ণ কি উপদেশ দিতেন? বহু রকম। যেমন—৪৮১৩ এটা মনে রাখার উপায় কি? প্রথম দুটি সংখ্যা হচ্ছে ৪ ও ৮। যোগ করলে পাই পরের দুটো সংখ্যা—১২। শুধু এ ক্ষেত্রে ওটা ১২ নয়, ১৩। অর্থাৎ এক বিয়োগ ক'রে নিলেই পাওয়া যাচ্ছে।

[দ্রংগ আকৃষ্ট হইতেছেন, বেঙার বক্তৃতায় কোনো বিরতি নাই]

আচ্ছা, তারপর দমনকৃষ্ণ বলতেন—মাঝের ছুটি সংখ্যা ৮ আর ১ যোগ করলে পাই ৯, প্রথম ও শেষ যোগ করলে ৭। ৯ থেকে ৭ গেলে থাকে ২। এবার দেখে নে—প্রথম সংখ্যা ৪ কে ঐ ২ দিয়ে গুণ করলেই পাচ্ছিস দ্বিতীয় সংখ্যা ৮। আবার শেষ সংখ্যা ৩ থেকে তৃতীয় সংখ্যা ১ বিয়োগ করলেই পাচ্ছিস ঐ ২। দেখলি?

দ্রংগ—ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো তাহলে?

বেঙা—দমনকৃষ্ণ শর্মনঃ ছিলেন মহাপণ্ডিত! আপনার-আমার মতন নিরক্ষরদের কি উপকারই না ক'রে গেছেন! আর একটি উপায় বলি। প্রথম আর শেষ সংখ্যা হচ্ছে ৪ আর ৩—ধরুন ৪৩। আর মাঝের ছুটি ৮ আর ১—ধরুন ৮১। যোগ করলে দাড়ায়—এইভাবে আমাদের গরু গুণতে শেখাতেন উনি—যোগ করলে হয় ১২৪! এখন এর শেষে যা খুসি একটা সংখ্যা বসান তো—

দ্রংগ—ধরো—৬।

বেঙা—তাহলে দাঁড়ালো ১২৪৬। উল্টে লিখলে দাঁড়ায় ছ'হাজার চার শ' একুশ। ঠিক?

দ্রংগ—হ্যাঁ।

বেঙা—কি দেখছেন? ৬৪২১! ৬ আর ৪ যোগ করলে ১০। ২ আর ১ যোগ করলে ৩। কেমন কিনা?

দ্রংগ—হ্যাঁ, অবশ্য।

বেঙা—১০ আর ৩ হোলো ১৩—সেই ১৩, যাকে প্রথমবার আমরা পেলাম!

দ্রংগ—বাস্তবিক!

বেঙা—আবার একটা সংখ্যা ধরা যাক। তিন হাজার সাত শ' আঠারো—বলুন তো!

দ্রংগ—কি বলব?

বেঙা—ঐ—৩৭১৮। অথবা ৭৩৮১-ও বলতে পারেন।

দ্রংগ—৭৩৮১।

বেঙা—৭ আর ৩-এ ১০। ৮ আর ১-এ ৯। ১০ থেকে ৯ গেলে থাকে ১—সেই ১, যে ১ প্রথমবার বেশি হয়ে গিয়েছিল! কেমন?

দ্রংগ—অসাধারণ ব্যাপার।

[বাইরে দামামা বাজে—তৎক্ষণাৎ বেঙার প্রস্থান]

নেপথ্য—ভো-ও-ও প্রহরী ! শবরক পট্টির সংখ্যা বলুন !

দ্রংগ—[ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে ওঠেন]। ভো-ও-ও নগর কোটাল ! শবরক পল্লীর সংখ্যা হচ্ছে—৭৩৮১—না, ৩৭৪৮—না, না, চার হাজার সাত শ'—ধ্যেৎ—সব গুলিয়ে দিয়ে গেছে !

শঙ্খ—শম্পা কথা কইছে না। চাল চাই ! একমুষ্টি অন্নভিক্ষা চাই !

দ্রংগ—দমনকৃষ্ণ শর্মনঃ আমার সর্বনাশ ক'রে গেল; পুরো পল্লী ঘুরে ফের গুনতে হবে ! ইশ্—৪৩৮১—না ৩১৪৮—না ১৪৩৮—

[ইত্যাদি নানা সংখ্যা উচ্চারণ কবিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্ত দ্রংগনায়কের প্রস্থান]

শঙ্খ—এক মুষ্টি অন্ন ! মুষ্টিভিক্ষা চাই !

প্রথম দৃশ্য। (গ) অংশ

[হিরণ্যময়রাক্ষের গৃহে তখনো ভোজ চলিতেছে। যদিও প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই আর। আহার করিতে করিতে সকলে অর্ধশায়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বিপুল ভোজ্য সামগ্রীর অনেকটাই অদৃশ্য হইয়াছে।]

হিরণ্য—দূর, আপনারা কেউ কিছু খাচ্ছেন না ! ভারি রাগ করবো কিন্তু আমি ! মীনকেতু, আপনি আরো কিঞ্চিৎ পায়েস নিন—

মীনকেতু—প্রভাত হতে দেরি নেই। সারারাত ধ'রে খেয়ে চলেছি। আর আমার নামটা জয়ধ্বজ-মীনকেতু !

হিরণ্য—সব তো ফেলা যাবে।

শর্বিলক—কেন, আপনার কুকুর নেই ? তাদের তো লাগবে ?

হিরণ্য—আমার মোটে আটটি কুকুর। তার মধ্যে সুদূর যবন দেশ থেকে আনীত একটি সারমেয় আছে—দেখাবো আর একটু বেলা হলে, এখন ও ঘুমাচ্ছে। মৃগয়ার ঐটিই শ্রেষ্ঠ। রোজ তার তিনটি আস্ত দুম্বার মাংসের পোলাও প্রয়োজন হয়।

[কিয়ৎকাল নীরবে আহার]

কাশীমদ—আমি একটা ধাঁধা বলতে পারি ; জিগ্যেস করবো ?

হিরণ্য—অশ্লীল কিছু যদি না হয়।

কাশীমদ—বটেই তো। [সলজ্জ হাসি] অনেক মাথা ঘামাতে হবে কিন্তু !

শর্বিলক—বলুন তাহলে, শুনি।

কাশীমদ—না, না, কে আবার কী মনে করবে !

হিরণ্য—আহা, ধাঁধাঁটা যদি অশ্লীল না হয়, তবে মনে করবে কেন ?

কাশীমদ—ইশ্‌ ! বিচ্ছিরি লাগছে—কেমন যেন বোকা-বোকা লাগছে !

হিরণ্য ও শর্বিলক—বলুন ! —বলুন না ! —গজাধিপতি, ভাল হবে না কিন্তু !

কাশীমদ—বেশ, তাহলে বলি। পাঁচ অক্ষরের কথা। প্রথম অক্ষরটা চূ—

হিরণ্য—এ কি অশ্লীল নয় তো ?

কাশীমদ—মাঝের অক্ষরটা ন্ত —শেষ অক্ষরটা নি—না, মাঝেরটা নি—নাঃ—যাঃ, কথাটাই তো গেছি ভুলে ! [চিন্তা করতে থাকেন]

হিরণ্য—চূড়ান্ত মণি !

মীনকেতু—ত্যেং, ধাঁধাঁটাই বললো না, তার উত্তর বলছে !

[খানিক নীরব আহার]

কাশীমদ—বড় একঘেয়ে লাগে। এটাই একটা অভিশাপ। কোনো কাজ নেই।

হিরণ্য—না গজাধিপতি, কাজ তো আছে একটা। কিঞ্চিৎ জলযোগ যখন হয়ে গেল, এবার তাহলে কাজের কথাটা হোক।

কাশীমদ—ও, হ্যাঁ আসল কথাটাই তো ভুলে গিয়েছিলাম।

শর্বিলক—আমি তো অধৈর্যের আগুনে জ্বলছি !

হিরণ্য—ব্যাপারটা হচ্ছে —[খানিক ইতস্ততঃ করিয়া] দেবদত্ত এসেছিল।

মীনকেতু—[অবজ্ঞার স্বরে] আপনার তো অপরূপ সব বন্ধু-বান্ধব জুটেছে দেখছি।

হিরণ্য—কি করি, মহাক্ষত্রপ দেবদত্ত মহামন্ত্রী হয়েছে যে, জুতোর শুকতলা ক্ষয় ক'রে মহামন্ত্রী হয়েছে ! সে একটু আগে এখানে এসেছিল। ও একটা যুদ্ধ চায়।

[সকলে ত্রস্ত উঠিয়া দাঁড়ান]

সকলে—উন্মাদ !

হিরণ্য—হ্যাঁ, হ্যাঁ পাগল। তবে করার আর কি আছে ?

মীনকেতু—ভাগ্যিস খাওয়া দাওয়াটা আগেই সেরে নিয়েছি। এ সংবাদ শোনার পর আর খাদ্য রুচতো মুখে ?

শর্বিলক—কেন যুদ্ধ চায় কিছু বলেছে ?

হিরণ্য—তা কি বলে নাকি কখনো ? এসে কিছুক্ষণ হাবিজাবি কি সব বললো !

যদ্দুর বুঝলাম—বলতে চায়, গাভীরা শাবক বিয়োচ্ছে—তাই যুদ্ধ দরকার !

শর্বিলক—গাভীরা শাবক বিয়োবে না তো কি, দেবদত্ত বিয়োবে ?

হিরণ্য—আর হ্যাঁ—প্রশ্ন ! কারা সব কিসব প্রশ্ন করছে—তাই যুদ্ধ !

শর্বিলক—এ তো মহা ঝামেলা হোলো। যুদ্ধ বাধলে সেনাবাহিনীর শৃংখলা নষ্ট হয়, এটা কি ও জানে না ?

কাশীমদ—বৈশ্যের বাচ্চাতো, কি করে জানবে ? তা মহানায়ক, উপায় যখন নেই, তখন খুব ছোট্ট ক'রে—খুচ করে ছোট্ট একটি যুদ্ধ ক'রে এলে কেমন হয় ?

হিরণ্য—দেবদত্ত চটে যাবে ! তা ছাড়া ছোট যুদ্ধে আমাদের অসুবিধে বেশি হয়, অনেক ছোট লোক বীর আবির্ভূত হয়—তারপর তাদের সসম্মানে সেনাবাহিনীতে বড় বড পদে এনে বসাতে হয়। দীর্ঘ যুদ্ধে ও শালারা বীরত্ব দেখাতে দেখাতে মরে যেতে বাধ্য হয়। না, যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তবে বেশ আয়েশ ক'রে চুটিয়ে করা উচিত। দেবদত্তকে আমি অনেক বোঝালাম, কিন্তু চোরা কি ধর্মের কাহিনী শুনতে চায় ?

মীনকেতু—পুরো প্রস্তাবটা কোনো উন্মাদাশ্রমে বসে তৈরী। একুশ বছর ক্রমাগত যুদ্ধ ক'রে সবে একটু বাড়ি-রথ সাজিয়ে বসেছি—আবার বলে যুদ্ধ। একি অভদ্রতা ! দেখা ক'রে বলে আসুন—এসব চলবে না !

কাশীমদ—আমি বলছি—যুদ্ধ হবে না !

শর্বিলক—যুদ্ধ হবে না, এই আমাদের শেষ কথা !

মীনকেতু—আমারও ঐ মত, যুদ্ধ-টুদ্ধ চলবে না !

হিরণ্য—আর হ্যাঁ, লোকটা এমন বেকুব…[হাসিতে হাসিতে]…বলে কি শূদ্ররা নাকি খেতে না পেয়ে এমন হয়েছে……হা হা হা, ওরে বাবারে ‥ যে তারা নাকি আমাদের কেটে খেতে চায় !

[মুহূর্তে অন্য তিনজন বিমর্ষ মুখে কাঁপিয়া উঠেন—]

কি বেকুব বলুন তো ?

মীনকেতু—বেকুব কে, ও না আপনি ? দাঁত বার ক'রে হাসছেন কেন ? মহামন্ত্রীর গুপ্তচর বিভাগ কি রকম শক্তিশালী জানেন না ? ওরা নিশ্চয়ই শূদ্র ও দাস বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখেছে !

শর্বিলক—আমি যুদ্ধের পক্ষে।

কাশীমদ—হ্যাঁ, হ্যাঁ যুদ্ধ হোক—এখুনি।

মীনকেতু—যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

[আকস্মিক মত পরিবর্তনে হিরণ্য স্তম্ভিত হন]

হিরণ্য—যাচ্চলে! বুঝে ওঠা দায়। এসবে বড় পরিশ্রম হয়। কেউ মাধ্বী খাবেন?

কাশীমদ—বাঃ, মাধ্বী আছে? এতক্ষণ বলেন নি কেন?

হিরণ্য—[সুরা ঢালিতে ঢালিতে] একটা অনুরোধ আছে। আমার মাতা ঠাকুরাণীকে কিছু বলবেন না যেন।

কাশীমদ—যুদ্ধের সংবাদ তো? না, না, বলবো না।

হিরণ্য—না, না, যুদ্ধ নয়—যুদ্ধ তো বলতেই পারেন। কারণ রণকৌশল সম্বন্ধে ওঁর সংগেই তো আমি আলোচনা করব। বলছি এই সুরার কথাটা—[ঠোঁট ফুলাইয়া] জানেন আমায় উনি মদ খেতে দেন না! [আবার সহাস্যে] কিন্তু আমিও বাবা—হুঁ—হুঁ—লুকিয়ে লুকিয়ে খাই, আমি যা দুষ্টু হয়েছি না!

মীনকেতু—[গোপনে অন্যদের] কাল সন্ধ্যায় যখন আমরা এই ভোজ শুরু করি, আমি বলেছিলাম, লোকটা অর্ধ—হলো। ভুল বলেছিলাম। এ পুরো হলো!

শর্বিলক—তাহলে ব্যবস্থাদি করতে হয়।

হিরণ্য—ইয়ে·· একটি পুংখানুপুংখ পরিকল্পনা যে অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত, সে-বিষয়ে মগধের সামরিক বিভাগ অবশ্যই অবহিত, কেননা সেটা আবশ্যিক। অবশ্য ব্যাপারটা তদন্ত সাপেক্ষ। একটি প্রশ্ন প্রথমেই মনে জাগছে। আমাদের লোকবল কেমন? মানে, আমাদের সেনাবাহিনীতে কত সৈন্য আছে? কেউ গুনেছেন?

মীনকেতু—আপনি না মহানায়ক? জানেন না?

হিরণ্য—যাঃ, মাইরি, আপনি ভারি দুষ্টু! [হেসে] ওটা আমার কাজ নাকি? আমি মহানায়ক, আমি গিয়ে লোক ধরে ধরে গুনবো?

মীনকেতু—গজাধিপতি, আমাদের গজ কত, গজারোহী সৈনিক কত?

কাশীমদ—সঠিক সংখ্যাটি নিরুপণ করা দুরূহ, কারণ হাতিরা এই আছে, এই নেই। মরে যায়, ক্ষেপে উঠে চলে যায় বলে সর্বসময়ে সংখ্যাটা ওঠানামা করছে!

মীনকেতু—রথাধিপতি, রথ তো মরে না—

শর্বিলক—কিন্তু ভেঙে যায়, মর্চে পড়ে—

মীনকেতু—আপনার বাহিনীতে লোক কত ?

শর্বিলক—কে জানে ! মা'বীতে কিঞ্চিৎ লংকাবাটা দিয়ে দেখেছেন ? দারুণ হয় !

হিরণ্য—আমার মা ওসব শুনলে না, আমার কান ছিঁড়ে নেবে !

মীনকেতু—[গর্জন করিয়া] আমাদের সৈন্য কত ? [সকলে চমকিত] কি পরিস্থিতি ! কেউ জানে না ! কেউ জানে না !

শর্বিলক—বাবা, তা অত গরম হয়ে উঠছেন কেন ?

কাণীমদ—আমার দিকে অমন গোল গোল চোখ ক'রে তাকিয়ে আছেন কেন ? মাথা গুনতি কি আমার কাজ নাকি ? আপনি কি চান শিবির থেকে শিবিরে ঘুরে ক'টা সৈন্য, কটা মেথর, ক'টা বেশ্যা—এসব গুণে বেড়াবো ?

মীনকেতু—তবে কার কাজ ওটা ? মহানায়ক কার কাজ ছিল এটা ?

হিরণ্য—সেটার জন্য আবার একটা তদন্ত মণ্ডলী বসাতে হবে। এটা আবশ্যিক। কেননা কার্যবিভাগের গুরুত্ব অবশ্যই অপরিসীম।

মীনকেতু—আপনি জানেন না কার কি কাজ ?

হিরণ্য—ওসব লেখা আছে ভূর্জপত্রে। সে একেবারে এত—বড় টাল ! [হাসেন]

মীনকেতু—হাসি বন্ধ করুন। আনান সে সব।

হিরণ্য—[তৎক্ষণাৎ] এই বিকু, ভূর্জপত্রগুলি আন্। [বিকুর প্রস্থান ; হিরণ্য তাহার উদ্দেশ্যে গলা তুলেন—] স্নানের ঘরের কোণে আছে দেখবি। আবার আমার শয্যা-পার্শ্বে যে পুস্তকখানি আছে, ওটা আনিস্ নি, ওটা কাম-সূত্র।

মীনকেতু—আমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে ! যুদ্ধ করবে ! এ্যাঃ—! যুদ্ধ ! [নীরবতা] আচ্ছা, কার ক'জন গণিকা, কখনো তো ভোলেন না ! প্রত্যেকের অসংখ্য রক্ষিতা, নটী, দাসী, বেশ্যা—তাদের তো নামধাম, ঠিকানা, বংশপরিচয়—মায় তাদের উপপতিদের তালিকা—সব মুখস্ত।

[বিকু বিরাট এক স্তূপ ভূর্জপত্র বহিয়া আনে]

দেখুন, কার কাজ ছিল সৈন্য গণনা।

হিরণ্য—[হাসিয়া]—বড় ধুলো ভূর্জপত্রে। মা যদি দেখেন আমি ঐ ধুলো

ঘেঁটেছি—

মীনকেতু—রথাধিপতি, আপনি দেখুন।

শর্বিলক—একি, এ তো ব্রাহ্মীতে লেখা। খরোষ্ঠি লিপি আমি পড়তে খুব শেয়ানা, ব্রাহ্মী পড়তে একটু সময় লাগে।

কাশীমদ—আপনিই দেখুন না, মীনকেতু!

মীনকেতু—জয়ধ্বজ-মীনকেতু।

কাশীমদ—জয়ধ্বজ-মীনকেতু।

মীনকেতু—হ্যাঁ, আমিই দেখব। আপনাদের ওপর নির্ভর করবো ভেবেছেন? [ভূর্জপত্র ঘাঁটেন] কার্য বিভাগ······কার্য বিভাগ······এটা কি? "ক্ষয়কাশির ঔষধ"—ধ্যেৎ, এটা নয়!······এইবার পেয়েছি—শুনুন, "গোবরের উপকারিতা—" দূর, এ সব কি পুরে রেখেছেন গাদায়!—হ্যাঁ, এইবার—"কার্যবিভাগ—"। এই দেখুন: "সেনা গণনা—": "সেনা গণনার ভার সর্বদা ন্যস্ত হইবে মহাক্ষত্রপের উপর"। এবার? এবার কি? [সকলের উপর চক্ষু বুলাইয়া] মহাক্ষত্রপ দয়া ক'রে উত্তর দেবেন কি—কেন তিনি······ও, আমিই তো মহাক্ষত্রপ!

কাশীমদ—এ্যাঃ, যুদ্ধ করবে! যুদ্ধ! নিজে কি চাকরি করে মনে রাখতে পারে না, সে আবার সৈন্য গুণবে!

মীনকেতু—না, আমি সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলাম;—কিন্তু সৈন্য আমার গোণা আছে।

হিরণ্য—কত সৈন্য আছে আমাদের, বলুন না ভাই। তাড়াতাড়ি মন্ত্রণার যন্ত্রণা ঘুচিয়ে একটু শুতে যাই। মা আবার বসে আছেন আমার কপালে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াবেন বলে। কত সৈন্য আছে?

মীনকেতু—হুঁ···মানে···মানে সেনাবাহিনী তো আর অনড় একটা জিনিস নয়—তার জোয়ার-ভাঁটা আছে, বাড়ে-কমে। আমার হিসেবে আমাদের সৈন্যসংখ্যা দুই অক্ষৌহিনী থেকে সতের অক্ষৌহিনীর মধ্যে।

শর্বিলক—কি হিসেব!

মীনকেতু—তাছাড়া ছুটি-ছাটা আছে—সে সব ধ'রে বর্তমানে···হুঁ—

হিরণ্য—যাকগে, ও পরে একটা সংখ্যা ধরে নিলেই হবে।

মীনকেতু—'পরে' মানে? যুদ্ধের পরে? যুদ্ধ হয়ে যাবার পর গুণবেন কত সৈন্য ছিল?

শর্বিলক—রাজপথে লট্‌কাবার জন্য বিজ্ঞপ্তি লেখা হয়েছে ?

কাশীমদ—কিসের বিজ্ঞপ্তি ?

শর্বিলক—"সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিন" !—বড় বড় অক্ষরে ?

হিরণ্য—উঃ, কি ঝামেলা ! শাস্তিতে একটু যুদ্ধ করব, তার উপায় নেই। ওসব বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লাভ কি হয় ? রাস্তার লোকেরা পড়তে জানে ? যাক্, আগের যুদ্ধের কিছু বিজ্ঞপ্তি নিশ্চয়ই আছে কোথাও। খুঁজে দেখব।

মীনকেতু—বিজ্ঞপ্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়,—"দেশের ডাক !" "দেশ তোমাকে চায় !" "সীমান্ত বিপন্ন" !

শর্বিলক—"স্বর্ণ দিন, অর্থ দিন, শ্রম দিন—সীমান্তে শত্রু !"

কাশীমদ—কিন্তু ঐ বিজ্ঞপ্তি লট্‌কাবার সংগে সংগে একদল সখের যোদ্ধা ঢুকে পড়ে সেনাবাহিনীতে—যারা ভাবে সত্যিই যুদ্ধ করতে হবে। সে যে কি ঝামেলা ! দেশপ্রেম-ট্রেম বড় গণ্ডগোলের জন্ম দেয় !

মীনকেতু—ওটা মহাভারতের মহান্ ঐতিহ্য। পেশাদার সৈনিক লড়ে বেতনের জন্য। কিন্তু দেশ যখন বিপন্ন, তখন প্রয়োজন সংসপ্তক বাহিনী, যারা অকাতরে প্রাণদান করবে—অর্থাৎ শূদ্রের দল। মহানায়ক, আপনি নিজে গড়বেন সংসপ্তক বাহিনী—এই যে, লেখা আছে—

কাশীমদ—থাক, থাক, আবার গোবর-টোবর কি সব বেরিয়ে পড়বে !

হিরণ্য—উঃ, কি বিপদে পড়লাম ! ঠিক আছে, পরে সংসপ্তক যোগাড় করা যাবে-খন। আর আমাদের রথগুলির অবস্থা কি ?

শর্বিলক—আর কি বলব—পুরো ব্যবসা চালাচ্ছে ঐ শম্ভুনিভ দত্ত ! এক-একটা চাকার দাম করেছে আড়াই শত দিনার ! যাক্, পরে ব্যবসায়ীদের সংগে কথাবার্তা কয়ে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

হিরণ্য—আর হাতি ?

কাশীমদ—প্রায় সবই বৃদ্ধ। চামড়া কুঁচকে, দাঁত পড়ে···সে এক দুঃস্বপ্ন ! কারণ হাতির যা দাম করেছে, কিনবে কি ক'রে ! হাতির একচেটিয়া সরবরাহকারী কামরূপরাজ রত্নসিংহের সংগে পরে না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

মীনকেতু—মহানায়ক, আপনি অত্যধিক ফোঁপরদালালি শুরু করেছেন ! যুদ্ধাস্ত্র ও উপকরণ সেনাবাহিনীর হাতে নেই—ব্যবসায়ীদের হাতে। যুদ্ধ লাগলে ওরা দুটো পয়সা কামায়। আপনার ওসব দেখার দরকার নেই।

হিরণ্য—বেশ তাহলে বলা যেতে পারে, অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ নয় ?

মীনকেতু—নিশ্চয়ই। এমন কি, বলা যেতে পারে, অবস্থা ঠিক আগের মতনই।

হিরণ্য—যাক্, মা শুনলে খুব খুসি হবেন। এখন মা'কে জিগ্যেস করতে হবে, কি ধরনের ব্যূহ সাজাবো! ও হ্যাঁ, ঐ সংসপ্তক বাহিনীর কথায় মনে পড়লো ;—লোকে আবার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে রাজী আছে তো ?

মীনকেতু—মানে ?

হিরণ্য—মানে অনবরত যুদ্ধের ঠেলায় লোকে একটু·····কি বলব···ক্লান্ত হয়ে পড়ে নি ? বেশি কচ্‌লালে লেবু তিক্ত হয়ে যায়। একুশ বৎসর ধ'রে দেশ প্রেমের ধস্তা-ধস্তি চলছে। একুশ বৎসর ধরেই তো সীমান্ত বিপন্ন! এখন ঐ ধূর্ত শূদ্র দাসেরা যদি বলে,—হোক বিপন্ন, একুশ বৎসর ধ'রে দেখছি ও বিপন্নয় কোনো ক্ষতি হয় না,—তখন ?

মীনকেতু—দেশ-প্রেমের অভাব ঘটলে চাবকে দেশপ্রেম জাগাবো! তার জন্য নগর কোটাল আছেন, অস্ত্রধারী ভট-রা আছেন। আপনাকে ফোঁপর-দালালি করতে কে বলেছে ?

হিরণ্য—যা, মাইরি, এ রকম করলে আমার বিচ্ছিরি লাগে :

[অভিমানে সরিয়া যান]

কাশীমদ—মহানায়ক, এখন মান-অভিমানের সময় নেই—

হিরণ্য—[উত্তেজিত]—না না! তখন থেকে আমায় ফোঁপর-দালাল বলছে। আমি তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি গো!

মীনকেতু—যান! মায়ের কাছে নালিশ করুন গে যান।

শর্বিলক—এই, এই মহাক্ষত্রপ, কি হচ্ছে! বলুন, মহানায়ক!

হিরণ্য—এর সংগে আমার আড়ি!—আপনাদের বলছি—প্রভাত হয়ে গেছে তো। আমি রাজকুল পুরোহিত ঋষি মাতংগাচার্যকে আসতে বলেছি।—তিনি যদি প্রচারে নামেন লোকে তাঁকে বিশ্বাস করবে।

শর্বিলক—[দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] আবার যুদ্ধ!

কাশীমদ—কি হোলো ?

শর্বিলক—না, যুদ্ধ বাধলেই কেমন একটা চাপ-চাপ ভাব অনুভব করি বুকে। জানি, এর কোন বাস্তব কারণ নেই। আমাদের মারা পড়ার কোনো সুদূর সম্ভাবনাও নেই তবু—হুঁ···। এটা একটা মানসিক ব্যাধি!

মীনকেতু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা পাগলামির উপসর্গ। আমি এক বৈদ্যকে দেখিয়েছিলাম—

বারানসীর শিক্ষায়তনে সুশ্রুত পদ্ধতির আচার্য। আমাকে ভাল ক'রে দিয়েছে। আপনি বরং তাঁকে দেখান।

হিরণ্য—একি? [হাসেন] একি শুনি? সৈনিকদের মানসিক ব্যাধি?

মীনকেতু—[কোনো প্রকার লজ্জা-সরমের বালাই এ-চরিত্রে নেই, অভিনেতা স্মরণ রাখিবেন]—হ্যাঁ আমার দেখা দিয়েছিল এক বিচিত্র উপসর্গ। আমি যে—দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাদের প্রতি আকৃষ্ট হতাম, এতে আমার কষ্টের অবধি ছিল না···

হিরণ্য—[হাসিয়া] কষ্ট? তা কষ্টটা শরীরের কোনো অংশে অনুভব করতেন? [হাস্যধ্বনি]

মীনকেতু—শরীরে কেন হবে, মনে। ভীষণ লজ্জা পেতাম। রাজপথে বালিকা দেখলেই কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠতো আমার। দেখালাম ঐ বৈদ্যকে। তা তিনি মহাগুরু সুশ্রুতের নিদান ঘেঁটে একটি ঔষধ দিলেন। ব্যস! এখন আমি সম্পূর্ণ নিরাময়।

কাশীমদ—শুনে আশ্বস্ত হওয়া গেল!

মীনকেতু—হ্যাঁ, এখন আর আমার লজ্জা হয় না। বেশ সপ্রতিভ ভাবেই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাদের ভোগ ক'রে থাকি।

বিকু—কুলগুরু, জগৎগুরু, ঋষি শ্রেষ্ঠ [হাই তুলিয়া] শ্রীশ্রীমাতংগাচার্য!

[ঋষির প্রবেশ, উপকথায় যেরূপ ভীষণ দর্শন জটাজুটধারী ঋষিদিগকে আমরা দেখি, বাস্তবে তাঁহারা রামায়ণের কালেই লুপ্ত হইয়াছিলেন। মাতংগাচার্য সৌখীন, সুদর্শন, সু-বেশ, চটপটে, মহাধ্বনী]

ঋষি—এই যে, তোরা আছিস কেমন?

[মৃদুস্বরে "গুরুদেব! প্রণাম হই!" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া সেনাপতিগণ ঈষৎ মাথা নত করেন অনিচ্ছার সহিত]

থাক, থাক, আর আহ্লাদ করতে হবে না! কত ভক্তি যে করিস জানা আছে।

হিরণ্য—গুরুদেব, আমার সামরিক অধিকর্তাদের সংগে আপনার পরিচয় আছে? ইনি মীনকেতু—

মীনকেতু—মহাক্ষত্রপ জয়ধ্বজ-মীনকেতু!

হিরণ্য—ও-ই হোলো—ইনি শর্বিলক, ইনি কাশীমদ।

শর্বিলক—না না,—কি আশ্চর্য আমি শর্বিলক, ইনি কাশীমদ।

হিরণ্য—ও-ই হোলো। গুরুদেব, খাবেন নাকি কিছু?

ঋষি—কিরে, জাত মারবি নাকি? স্পষ্ট দেখছি ওখানে গোমাংস রয়েছে।

হিরণ্য—তা' তুমি গোচর্মের ব্যবসায় লক্ষপতি হয়ে গেছো তপোধন, অথচ গোমাংসে অরুচি?

ঋষি—গো-চর্মে পয়সা আছে, চাঁদ!

মীনকেতু—ব্রাহ্মণের অর্থ লালসা থাকতে নেই শুনেছিলাম? ঋষিরা নাকি ধ্যান করে গুহায় বসে—?

ঋষি—আহা! মরে যাই কথার ছিরি দেখে! কি কথাই না বললে! সর্ববিধ শ্যালকগণ দুহাতে পয়সা লুটবেন, বৈশ্যেরা রাজ্যের মাথা কিনে নেবেন, ক্ষত্রিয়েরা ভূস্বামী হয়ে টাকা পিটবেন—আর শ্যালক ব্রাহ্মণবৃন্দ গুহায় বসে ধ্যান করবে! এই শ্যালক বিলিব্যবস্থা আমার আদৌ পছন্দ নয়। সুরা আনো, সুরা নেই?

হিরণ্য—ভোরবেলায় সুরা?

ঋষি—হ্যাঁ! আমার পূজা হয়ে গেছে, আর উপবাসী থাকার কোনো মানেই হয় না। [সুরার পাত্র গ্রহণ করিয়া] আমার রথটার বাঁ চাকাটা আবার গণ্ডগোল করছে। সারথিটাকে পয়সা দিই সারাবার জন্য—আমার ধারণা উল্লুক পয়সা মারে! হ্যাঁ, বল্, কি বলবি। তাড়াতাড়ি বল্ বাবা।—আজ দ্বিপ্রহরে শ্রেষ্ঠি জম্বুবর্মার নাট্যশালায় নাচ আছে,—সুদূর বলভি-নগর থেকে এসেছে নর্তকী প্রিয়ংবদা। শুনেছি তার দেহসৌষ্ঠব নাকি তুলনারহিত! তাড়াতাড়ি যেতে হবে!

মীনকেতু—[মৃদুস্বরে অন্যদের]—এ কী ঋষি? এ প্রচারে নামলে লোকে আমাদের ঠেঙাবে।

কাশীমদ—তা' জটা-বল্কলধারী ঋষি আর পাবেন কোথায়? সাইতো এই মাল। এখন কি হিমালয়ে গিয়ে খুঁজবেন?

শর্বিলক—তা ছাড়া জনতাকে ধর্মোপদেশ বিলোবার সময়ে এঁর অন্য চেহারা। আমি এঁর বক্তৃতা শুনেছি! শুনে এমন রক্ত উষ্ণ হয়ে গেল, যে সোজা একটা বৌদ্ধ সংঘারামে ঢুকে এক কুড়ি ভিক্ষুকে মেরে এসেছিলাম!

মীনকেতু—তা, সে তো মদ খেলেও করা যায়!

শর্বিলক—আপনি কি পুরো প্রাকৃত জনতাকে মদ বিলোবেন নাকি? অত পয়সা

দেবে কে ? তার পরিবর্তেই তো এর ধর্মোপদেশ ! শস্তা পড়ে !

ঋষি—কি ঘুচুর ঘুচুর লাগিয়েছিস ওখানে ?

হিরণ্য—গুরুদেব, আসল কথায় আসি—মহামন্ত্রী দেবদত্ত যুদ্ধ চাইছে ।

ঋষি—সে তো জানিই । প্রতি বৎসরই তো শ্রেষ্ঠি শ্যালকরা যুদ্ধ চায় ।

হিরণ্য—কিন্তু এবারে ওরা কৃতসংকল্প । আর এর পুরো ঝামেলা স্বভাবতই আমার কাঁধে এসে পড়বে !

ঋষি—কি আর করবি ? যে শ্যালক কড়ি ফেলে, তেল মাখে সেই । তোরা তো নিমিত্ত মাত্র । রাজ্য আসলে চালাচ্ছে ওরা ।

হিরণ্য—এ যুদ্ধ সম্পর্কে ঋষিদের মত কি ?

ঋষি—[এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া] এ্যা—এই ! শ্যালকরা প্যাঁচে ফেলেছে !—কোনটা বলবো ?

হিরণ্য—মানে ?

ঋষি—লোক সমক্ষে আমরা বলব—ন্যায় যুদ্ধে, ধর্মযুদ্ধে আমরা সর্বদা আছি । হিন্দু হচ্ছে একমাত্র ধার্মিক । সুতরাং সে যখন যুদ্ধ করে, সেটা স্বভাবতই ধর্মযুদ্ধ । এই বলে গীতা উদ্ধৃত করব :—ভগবান-উবাচ,—সুতরাং কোনো শ্যালকের বাপের সাধ্য নেই প্রতিবাদ করে !

শর্বিলক—যাক, বাঁচা গেল ।

কাশীমদ—সাধু, সাধু ।

মীনকেতু—প্রাঞ্জল কথা ।

ঋষি—আর এই চার দেয়ালের মধ্যে তোদের কাছে বলছি—যুদ্ধ আমাদের ভীষণ দরকার । প্রতি যুদ্ধ থেকে আমাদের প্রচুর লাভ হয় । তপোবন আর মঠের নামে আমরা জমি পাই । গোল বাধিয়েছিলেন জৈমিনী তাঁর মীমাংসা সূত্র লিখে । ভাষ্যকার সবরস্বামী ঐ মীমাংসা-সূত্রের টিকায় বলেছেন,—জৈমিনীর নাকি এই বীভৎস, বর্বরোচিত মত ছিল, যে জমি কারুর সম্পত্তি নয় ।

[এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার সময়ে—ক্রমে ঋষির চেহারা বদলাইয়া যায়, এবং সেই উগ্র পাণ্ডিত্যের সম্মুখে সেনাপতিগণ বিহ্বল হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকেন]

যে জমি চষে তারই নাকি জমি ! এ সকল বেদবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, কথা ! এ সকল বাক্য ঐ দুরাচার বৌদ্ধদের কথা । এ বিধির ফলে

ধর্মের সর্বনাশ হোতো। কেননা সম্পত্তি ব্যতীত ধর্ম টেঁকে না। ভূস্বামীর পবিত্র অধিকারই ধর্মের ভিত্তি। বহু কষ্টে আমরা জৈমিনীর এই নাস্তিকতার অবসান ঘটিয়েছি।—নিবিধর্ম, অক্ষয় নিবিধর্ম, অপ্রদা-ধর্ম প্রভৃতি জমি সংক্রান্ত বিধিনিয়ম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গুপ্ত সম্রাটদের কালে হিন্দুধর্ম পুনরায় সর্বপাপহর সবিতার ন্যায় সমুত্থিত—কারণ জমির অধিকার এসেছে উচ্চবর্ণের হাতে! এখনো…! এখনো… শহরের আনাচে-কানাচে ঐ বৌদ্ধ গুপ্তচররা ধর্মনাশ ক'রে চলেছে—তারা বলে, নেতি! নেতি! স্বর্গ নাই, নরক নাই, দেবতা নাই। আসলে বলতে চায়—সম্পত্তি নাই! দেবতা নাই বললে কিছু ক্ষতি হোতো না—কিন্তু সম্পত্তি নাই! এ কি পাপ! গতকাল ধরা পড়েছে একটি ঐ-প্রকার শ্যালক! তার নাম বজ্রসেন। সে হাটে দাঁড়িয়ে প্রচার করছিল! আরো কত আছে। অথচ…… আমরা পানাহারে মত্ত! ধ্বসিয়ে দিচ্ছে সব! অথচ আমরা সুরায় নিমজ্জিত! [পানপাত্র দূরে নিক্ষেপ করেন, ঋষি ;—ইহাতে সকলে চমকিত। প্রবল হুংকার সহ ঋষি সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন] কথং মে মুনয়ঃ শাপাৎ প্রদহেয়ুর্ন-মামিতি। সদেবাসুরগন্ধর্ব পিশাচোরগরাক্ষসাঃ কিং ভক্ষ্যন্তি মাং সর্বে যে বৈ পিতৃপদে স্থিতাঃ! অর্থাৎ, মুনিরা কেন আমাকে শাপে দগ্ধ করছেন না? দেব, অসুর, পিশাচ, গন্ধর্বরা আমায় কী বলবেন? পিতৃস্থানীয়গণই বা আমায় কী বলবেন? দেত্তেরি, কার কাছেই বা বলছি, ক্ষত্রিয় শ্যালকেরা দুপাতা সংস্কৃত পড়েছে? মূর্খ! নির্বোধ! সৈনিক!

[আবেগে অভিভূত হইয়া তিনি গা এলাইয়া দেন]

[এই সংস্কৃত হুংকারের ফল মারাত্মক হয়, সেনাপতিগণ হতবুদ্ধি হইয়া পিছু হটেন। তাহা দেখিয়া ঋষি কহেন]

মীনকেতু—[ঘোর কাটিতে মৃদুস্বরে]—এ পারবে—বুঝলে? এ বোধহয় পারবে।

ঋষি—দে, আর একটু সুরা দে! [সুরাপান করিতে করিতে] এ শস্তা মাল কোথায় কিনলিরে হতভাগা কঞ্চুব?

[সেনাপতিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন]

হিরণ্য—যাক, বাবা, আবার মদ খাচ্ছে। বুঝলেন গুরুদেব—[হাসিয়া] আপনি দাদা হঠাৎ যা করলেন না?… আঁট-আঁট লাগছিল বুকটা। সংস্কৃত শ্লোক

বললেই লোকে দেবতা হয়ে যায়, আর দেবতাদের পূজো করা যায়, কিন্তু ওঁদের সংগে আড্ডা-টাড্ডা চলে ? কি যে বললেন এতক্ষণ······

ঋষি—সেসব তোমার শিলাসদৃশ করোটি ভেদ করবে না। তাই, যা বোঝো তাতেই মগজ খাটাও—মানে যতটুকু মগজ আছে, সেটুকু খাটাও! অর্থাৎ যুদ্ধ করো। আমাদের আরো কয়েক যোজন জমি এই মুহূর্তে চাই। তীর্থ ক্ষেত্রগুলি থেকে আমাদের আয় পড়ে গেছে ভয়ংকর হারে! তার কারণ কী? শূদ্র-শ্যালকরা আর তীর্থে তেমন যাচ্ছে না! তার কারণ কী? কারণ···ঐ নাস্তিক বৌদ্ধ বজ্রসেন ;—সেই দ্বিজবিদ্বেষী বৌদ্ধ পাষণ্ডকে আজ শূলে দেওয়া হবে।—ঐরকম আরো অনেক আছে······

[পুনরায় উত্তেজনার আভাসে সকলে চিন্তিত। কিন্তু ঋষি আত্মসম্বরণ করেন]

কাশীমদ—না, ঐ ব্রজসেনের কথা ভাবলেই বিচলিত হয়ে পড়ি।

শর্বিলক—কেন ভবেন ? না ভাবলেই তো হয়।

ঋষি—হ্যাঁ, বল হিরু, পরিস্থিতি কি ?

হিরণ্য—ইয়ে···কিসের পরিস্থিতি ?

ঋষি—এতো আচ্ছা গাড়লের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! তোদের গুপ্তচর-বিভাগ নেই? কি কৌটিল্য পড়লি তবে? সংবাদাদি পাস না?

মীনকেতু—[তৎক্ষণাৎ ভূর্জপত্র দেখিয়া]—"গুপ্তচরবিভাগ স্বয়ং মহানায়কের অধীনে থাকিবে।"

ঋষি—বল্ হিরু—সংবাদ কী ?

হিরণ্য—[সামান্য নীরবতার পর]—সবই শান্ত—বেশ শান্ত। কোনো কিছু যে ঘটছে এমন সংবাদ পাইনি।

ঋষি—[মোটা গলায়]—হিরণ্য ময়ূরাক্ষ !

হিরণ্য—[পুনরায় উত্তেজনার আশংকায়, ত্রস্ত]—দু-একটা সংবাদ যে নেই, এমন নয়! যেমন······আপনি শুনেছেন কি রাষ্ট্রের প্রধান শৌল্কিক মহামান্য জয়দ্রথদেব মহাশয়ের পত্নী পলায়ন করেছেন স্বামীর ক্রীত-দাসের সংগে ?

মীনকেতু—এসব কি বলছেন ? আবার রেগে যাবে !

[কিন্তু ঋষির লালায়িত ও সহাস্য প্রতিক্রিয়া দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও আনন্দিত !]

ঋষি—জয়দ্রথদেবের বউ? মিত্রা? পালিয়েছে? বেশ, বেশ! আচ্ছা, শুনতে পাই দেবদত্ত নাকি বৃদ্ধ রাজকুমার অভ্রগুপ্তের কন্যার সংগে খুব চালাচ্ছে? সত্যি?

শর্বিলক—তার জন্য গুপ্তচর বিভাগের কি দরকার? সে তো প্রায় পাড়ায় পাড়ায় বিজ্ঞপ্তি লটকিয়ে প্রচারিত!

[মীনকেতু ব্যতীত সকলের হাস্য] আসল কথা হচ্ছে রাজপুত্র স্কন্দগুপ্ত —[ঋষির কানে কানে ফিস ফিস করে]

ঋষি—সত্যি! এ চাকরিটা আমার করতে ইচ্ছে হয়! [ঈর্ষার সহিত] কত সংবাদ পাস তোরা!

মীনকেতু—আমার মনে হয়, আমরা আলোচনার বিষয় থেকে খানিক সরে গেছি।

ঋষি—ইঃ, লজ্জায় যে বেগুনী হয়ে গেলি-রে! শোন্। [মীনকেতুর কানে ফিস-ফিস করেন, মীনকেতু চমকিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পিছু হটেন]

মীনকেতু—মহাক্ষত্রপের কানে এসব কথা…

হিরণ্য—[পুলকিত]—কি? কি বলছেন? [ঋসি হাসিতেছেন]

মীনকেতু—অশ্লীল ছড়া বলছে! [বিরাট হাস্য] দাঁড়াও! [মীনকেতুও ঋষির কানে কি বলেন]

ঋষি—ইস্! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! ব্রাহ্মণের কানে এই সব কলুষ! পাপ, পাপ!

সকলে—কি? কি বলছে?

মীনকেতু—আর লাগতে আসবে?

হিরণ্য—গুরুদেব, কি বললো, বলুন না। নইলে ভারি রাগ করবো কিন্তু।

[ঋষি ফিস্-ফিস্ করিয়া বলেন। বিপুল হাস্য উত্থিত হয়]

এই কথা? [হাস্য] বলেছে?

শর্বিলক—খুব দিয়েছে তো!

কাশীমদ—মীনকেতু মানুষ হয়ে গেল!

মীনকেতু—জয়ধ্বজ-মীনকেতু।

[এই প্রবল হাস্যধ্বনির মধ্যে অজীর্ণকান্তার প্রবেশ]

অজীর্ণ—কি, লাগিয়েছিস কি তোরা?

[বিষমাদি খাইয়া সকলে থামেন]

সারা রাত হল্লা চলছে বাড়িতে। [ঋষিকে দেখাইয়া] এটা কে?

হিরণ্য—[ইসারা-সহযোগে মাতাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টায় রত]—রাজকুল-পুরোহিত! ঋষি!

অজীর্ণ—দাড়ি কই? ভণ্ড!

[জড়-সড় হইয়া সকলে দেখেন]

ঋষি—নারী, তুমি কে আমি জানি না, তবে—

অজীর্ণ—থাবড়া খেলেই জানবে! এবার বাপু তোমরা এস!

ঋষি—স্তব্ধ হও! ব্রহ্ম-শাপের ভয় নেই?

অজীর্ণ—ব্রহ্মশাপ আজকাল পয়সায় চারটে — ফলে না!

ঋষি—হিরণ্য, আমার আবার উত্তেজনা হচ্ছে। যুদ্ধের আলোচনার মাঝে এ নারী কেন? কে এ?

অজীর্ণ—চোপ্! আর একটা কথা কইলে ঘাড় ধরে বার ক'রে দেব!

[ঋষি সম্মোহিতের ন্যায় থামিয়া যান]

[হিরণ্যকে] তা কি ঠিক করলি? যুদ্ধ?

হিরণ্য—[সন্ত্রস্ত]—হ্যাঁ…না…যুদ্ধ তো বটেই—

অজীর্ণ—এই ছোক্‌রারা এইসব বুদ্ধি দিয়েছে বুঝি? কে দিয়েছে? [মীনকেতুর সম্মুখে] এই মোটাটা?

কাশীমদ—মাতাঠাকুরাণী, এটা সম্রাটের আদেশ।

অজীর্ণ—তুই থাম্! তোকে আমি চিনি! পরশু তোকে দেখলাম, নন্দসেনের গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছিলি!

হিরণ্য—মা, কি বলছো? উনি গজাধিপতি!

অজীর্ণ—না, নাঃ! [কাশীর মুখের সামনে তর্জনী নাড়িয়া] এই—এই মুখ! তা, যুদ্ধ কবে হবে?

হিরণ্য—শীঘ্রই।

অজীর্ণ—কার বিরুদ্ধে?

[এক দীর্ঘ-নীরবতা, সেনাপতিগণ পরস্পরের দিকে তাকান]

হিরণ্য—কার…বিরুদ্ধে? কেউ জানেন?

[সকলে মাথা নাড়েন]

ইস্, সেটা তো জিগ্যেস করা হয় নি! দেবদত্তকে জিগ্যেস করতে হবে! শত্রু কে তাই ঠিক হোলো না—আর—চলুন সকলে প্রাসাদে যাই।

ঋষি—আমাকে যেতে হবে জম্বুবর্মার নাট্যশালায়—সেখানে বলভির প্রিয়ংবদার…

নাচ··· দেহ-সঞ্চালন আর কি···

[মাতার তীব্র দৃষ্টির সামনে হাসিয়া থামেন]

কাশীমদ—আমারও ওখানে নিমন্ত্রণ আছে।

মীনকেতু—আমিও যেতে পারবো না, কারণ বৈদ্য আসছেন আমায় দেখতে। মানে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাদের ভোগ করতে গেলে···

[মাতার চক্ষুতে চক্ষু পড়িতে থামেন]

অজীর্ণ—কি ভীষণ সব লোক!

হিরণ্য—কি আশ্চর্য! শত্রু ঠিক না হলে যুদ্ধ হয় না, এটা বোঝেন না? [শর্বিলক ও কাশীমদকে] আপনারা আসছেন আমার সংগে?

শর্বিলক—দেখি, ঠাহর ক'রে শত্রু তো একটা ঠিক করতেই হয়। তবে এক্ষুনি যাওয়ার অসুবিধে—

হিরণ্য—[মীনকেতুকে]—আপনাকে আসতেই হবে মশাই। [ভূর্জপত্র তুলিয়া] দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বুঝি না—মহানায়কের আদেশ না মানলে—শূল দেওয়া হবে! লেখা আছে দেখুন! চলুন?

অজীর্ণ—তুমি স্নান না করে কোথাও যেতে পারবে না!

হিরণ্য—আরে বাবা, রাষ্ট্রের সংকট! সীমান্ত বিপন্ন, অথচ কে বিপন্ন করছে, এখনো ঠিক হোলো না!

অজীর্ণ—চোপ্! স্নান ক'রে খেয়ে তবে যাবে।

হিরণ্য—এই তো খেয়ে উঠলাম!

অজীর্ণ—সেটা আমার দেখার কথা নয়। ওটা ছিল কাল রাতের খাওয়া। আজকের খাওয়া এইবার সুরু হবে। [হিরণ্য আব্দারের সুরে 'মা—মা' বলিতে থাকেন] চলো! যাও! জামা খোলো!

হিরণ্য—মা, তুমি কিছু বোঝো না!—আপনারা বসুন, আমি এখুনি আসছি!—মা, তুমি এমন ইয়ে—

অজীর্ণ—যাও, জামা খুলে তেল মাখতে বোসো!

[দুইজনের প্রস্থান। সকলে বিস্মিত।]

দ্বিতীয় দৃশ্য। (ক) অংশ।

[রাজপথে তখন বজ্রসেনকে শূলে দেওয়া হইয়াছে, শূলের সু-উচ্চ মাথায় বজ্রসেন বসিয়া কাণ্ড দেখিতেছেন। নীচে শম্পার মূর্ছিত দেহকে

ঘিরিয়া শঙ্খ, ঘটু ও তাড়ি। শূলের পাদমূলে এক প্রহরী। শূলের দণ্ড হইতে বিজ্ঞপ্তি ঝুলিতেছে : "বৌদ্ধ নাস্তিক।"]

বজ্রসেন—নেতি-নেতি। স্বর্গ নেই, ঈশ্বর নেই। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্য ভগবান বুদ্ধ মানেন না। ভবিষ্যপুরাণের ব্রাহ্মপর্বে লেখা ছিল : শূদ্র ব্রাহ্মণয়োর্ভেদো মৃগ্যমাণোঽপি যত্নতঃ। নেক্ষ্যতে সর্বধর্মেষু সংহতৈস্ত্রিদশৈরপি।" সব দেবতা যদি সমবেত হয়েও তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজেন, তবু শূদ্র-ব্রাহ্মণের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ পাওয়া যাবে না। সেইজন্য সম্রাটের আদেশক্রমে পাটলিপুত্রের কেন্দ্রবীথিতে গতকাল ভবিষ্যপুরাণ গ্রন্থখানি প্রকাশ্যে আগুনে পোড়ানো হয়েছে! উচ্চবর্ণের অত্যাচার এবার নিজেদের শাস্ত্রের বিরুদ্ধেও উদ্যত। সাবধান পাটলিপুত্রবাসী!

[বেঙার প্রবেশ, হাতে একপাত্র দুগ্ধ। সকলে তাকে অভ্যর্থনা জানায়]

ঘটু—আশ্চর্য! সত্যিই দুধ পেয়েছে!

তাড়ি—বেঙাদা, তুমি মাইরি ইন্দ্রজাল জানো!

বেঙা—খাইয়ে দাও মেয়েটাকে।

শঙ্খ—তোমার কাছে আমরা চিরঋণী হয়ে রইলাম।

তাড়ি—কি ক'রে পেলে? কোথায় পেলে? ইন্দ্রজাল জানো নাকি?

বেঙা—না, না, এক যাদব দেখি দুধ নিয়ে যাচ্ছে আর হিসেব করছে। আমি হিসেবে কিছু সাহায্য করলাম। দমনকৃষ্ণ শর্মণঃ-এর পদ্ধতি বললাম দু-চারটে।

তাড়ি—তারপর?

বেঙা—সে এখনো হিসেব কষছে রাজপথে বসে। আর কোনোদিকে মনোযোগ নেই।

ঘটু—চুরির দায়ে তোমার একদিন হাত কাটা যাবে।

বেঙা—আমার পিসা—ক্ষেপু নামে ডাকতো সবাই, তিনি ছিলেন বিখ্যাত চোর। একদিন দু'মাসের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে হাটে গেলেন। ফিরতেই পিসীমা বললেন—কোলে এটা কে? এটা তো আমার পিণ্টু নয়? পিসেমশাই বললেন—পিণ্টু না হোক, গলায় সোনার হারটা দেখেছ?

তাড়ি—নিজের বাচ্চা বদ্‌লে এনেছিলেন সোনার হারের লোভে?

বেঙা—সে হার বেচে আমাদের খুব খাইয়েছিলেন মনে আছে!

ঘটু—মাথা খাটিয়ে লোক ঠকিয়ে কদ্দিন চলবে রে বেঙা? একে কি বাঁচা বলে?

বেঙা—ঠিক বাঁচা বলে না—আবার ঠিক মরাও তো বলা চলে না। মরে গিয়ে কি লাভ? [শঙ্খকে, শম্পার উদ্দেশ্যে] কি, চোখ মেলেছে? খাচ্ছে?

শঙ্খ—চোখ মেলে নি, তবে খাচ্ছে। ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন। জয় শিবশম্ভো।

বজ্র—স্বর্গলোক নেই, নরক নেই। পাপ বা পুণ্যও নেই। পাটলিপুত্র-বাসী! ঐসব মিথ্যায় তোমাদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা! কাল ওরা রাজপথে ভবিষ্যপুরাণ গ্রন্থ পুড়িয়েছে, কারণ তাতে লেখা ছিল: নঃ ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্রমরীচিশুভ্রা। নঃ ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুক-পুষ্পবর্ণাঃ। নঃ চেহ বৈশ্যা হরিতালতুল্যাঃ। শূদ্রা ন চাঙ্গার সমানবর্ণাঃ। শোনো সবাই, ব্রাহ্মণদেরই শাস্ত্র বলেছিল: ব্রাহ্মণ এমন কিছু চন্দ্রের মতন শুভ্রবর্ণ নন, ক্ষত্রিয় নন কিংশুক পুষ্পের মতন, বৈশ্যও হরিতালের মতন উজ্জ্বলকান্তি নন—আর শূদ্রও নয় কয়লার মতন কালো। তাই নিজেদের শাস্ত্র নিজেরা পুড়িয়ে দিচ্ছে। তাই ভগবান বুদ্ধের অমৃতবাণী এরা আগেই পুড়িয়ে ভস্ম করেছে।

বেঙা—[সামান্য নীরবতার পর]—শ্রমণ এখনো বেঁচে আছেন?

ঘটু—হ্যাঁ। ইচ্ছা হয় লোকটিকে ওখান থেকে নামিয়ে আনি, প্রাণ বাঁচাই।

বেঙা—ফল হবে শুধু, এই পাশে আরেকটি শূলে দেখা যাবে ঘটুচন্দ্রকে।

শঙ্খ—চোখ মেলেছে।

[সকলে ঘিরিয়া ধরেন]

শম্পা! এই যে—ইনি দুধ নিয়ে এসেছেন।

[শম্পা এদিক-ওদিক চাহিয়া কি যেন খোঁজে]

কি দেখছ? এই যে আমি!

শম্পা—আমার···আমার ছেলেটাকে তুমি···তুমি সুযোগ পেয়ে গংগায় দিয়ে এসেছ, না? [সকলে নিরুত্তর] আমি অজ্ঞান ছিলাম, তাই পেরেছ। নইলে পারতে না।

[পুনরায় ক্লান্ত হইয়া চক্ষু মুদিয়া ফেলে]

ঘটু—ঘুমোক, ঘুমোক।

শঙ্খ—প্রাণহীন মাংসপিণ্ডকে এমন করে ভালবাসে!

খানিকটা দুধ আছে এতে; বেঙা তুমি খাও।

বেঙা—আমি দুটি মণ্ডা খেয়ে এসেছি, এক মিষ্টান্ন-বিক্রেতাকে দেবশর্মণঃ-পদ্ধতি বুঝিয়ে। তোমরা খাও—এক-এক চুমুক। তাড়ি, এক চুমুকের বেশি খেলে মারবো!

তাড়ি—[ঠোঁট লেহন করিতে করিতে] আঃ, কি খেলাম!

বজ্র—ভবিষ্যপূরাণ বলেছিলেন: "চলাফেরায়, তনু-বর্ণ-কেশে, সুখে-দুখে, রক্তে-ত্বকে-মাংসে-মেদে-অস্থিমজ্জায় সবাই সমান। চারিবর্ণে তাহলে প্রভেদ কোথায়—চতুঃ প্রভেদা হি কথং ভবান্তি?" ওরা সে গ্রন্থ পুড়িয়েছে। গতকাল আপ্তি নদীর তীরে দুইশত বৌদ্ধ শ্রমণকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মেরেছে!

বেঙা—এ বিষয়ে আমার একটি প্রশ্ন আছে, শ্রমণ।

প্রহরী—এ-ই! কথাবার্তা নিষিদ্ধ!

বেঙা—মানে—উনি একতরফা বলে যাচ্ছেন কিনা।

প্রহরী—উনি বলতে পারেন, তুই পারিস না।

বেঙা—মানে উনি তো মরেই আছেন, তাই আর কি শাস্তিই বা দেয়া যায়? বুঝলি তাড়ি! শাস্তি দিয়ে আনন্দ জীবিতদের। শাস্তি দিলে যদি না লাগে, তাহলে শাস্তি দিয়ে মজা কোথায়? ধর, এই পাথরটা; এটাকে শূলে দিয়ে বা চাবুক মেরে কি আনন্দ হতে পারে? হয় না। কারণ পাথর ভাবে না, তাই লাগে না।

বজ্রসেন—ভয়কে জয় করো, পুরবাসী, কথা বলো। আমার আর বেশীক্ষণ নেই। ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি পরপারের দিগন্ত। দেখে তবে বলছি—নেতি! নেতি! কিছু নেই ওপারে। নরক একটি কুসংস্কার মাত্র! কোনো ভয় নেই।

বেঙা—নরকের ভয় নয় শ্রমণ, ভয় এঁর হাতের ডাণ্ডাকে।

প্রহরী—আবার কথা বলছিস্!

[বেঙার দ্রুত পশ্চাদপসরণ। ঘটু শঙ্খকে একান্তে আনে]

ঘটু—শঙ্খ, তোমার বউ-এর আবার ছেলে হবে।

শঙ্খ—কি?

ঘটু—লক্ষণ দেখছ না? তুমি কি অন্ধ? কেমনধারা স্বামী হে তুমি?

[আনন্দে আত্মহারা শঙ্খ কিছুকাল স্তব্ধ থাকে]

শঙ্খ—জয় মহাদেবের! জয় ঐ বৌদ্ধ শ্রমণের!

[প্রণাম করে শূলের পাদদেশে]

প্রহরী—এই, এই ! তুই কি বৌদ্ধ রাজদ্রোহী নাকি ?

[ঘটু শঙ্খকে টানিয়া সরায়]

ঘটু—মরবি নাকি ?

শঙ্খ—কিন্তু আমার সন্তানকে রাজপথে কুকুর-বেড়ালের মতন জন্মাতে আমি দেব না। এ কথা বলে রাখলাম ! [পত্নীর মাথা নিজ-কোলে লইয়া বসে।]

তাড়ি—ছেলে হবে ? সত্যি ?

ঘটু—রাজপথ ছেড়ে যাবি কোথায় ?

শঙ্খ—ঘর বাঁধবো। যে ক'রে পারি।

তাড়ি—ছেলে হবে !

ঘটু—মেয়েটার কোল ভরবে আবার !

বজ্র—[অতি-কষ্টে]—তোমাদের চৈতন্য হোক···আমি চলে যাচ্ছি, ভ্রাতৃগণ !··· প্রশ্ন করো···কে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলে করো।

বেঙা—আপনি বলছিলেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রে প্রভেদ নেই।

প্রহরী—চোপ !

বজ্র—ভগবান বুদ্ধ···বলেছিলেন···ভবিষ্যপুরাণেও আছে···ভগবান বুদ্ধ আরো বলেছিলেন : মাতা যথা নিজ পুত্রং ··এবং পি সর্ব্বভূতেষু মানসং···মাতা যেমন পুত্রকে ভালবাসেন···তেমনি সকল প্রাণীকে ভালবাসবে··· সেটাই ব্রহ্মবিহার···

[বজ্রসেনের মৃত্যু হয়। নীরবতা]

তাড়ি—এর পর দেহ নামিয়ে শেয়াল দিয়ে খাওয়াবে।

ঘটু—এই শ্রমণরা, আমি দেখেছি—গরীব। এরা সন্ন্যাসী, কোনো পাপ করে না। আর এদের শূলে দিচ্ছে ব্রাহ্মণ ঋষিরা, যারা গণিকা রাখে।

বেঙা—[শূন্যে দৃষ্টি মেলিয়া বজ্রসেনের সহিতই কথা চালাইয়া যায়]—শ্রমণ, আপনি বললেন, চলাফেরায়, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে প্রভেদ নেই ; শরীরে নেই, সুখে-দুঃখে নেই, মাংস-মেদে নেই। খুব জ্ঞানগর্ভ কথা। ভগবান বুদ্ধ—আমার ধারণা এত বড় যে, কয়েকটা ছোটখাট জিনিষ তাঁর চোখে না পড়ারই কথা। যেমন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা রথে চলেন, আর আমরা হেঁটে। এটা চলাফেরার একটা ছোটখাট প্রভেদ। ওঁদের শরীরে

সুন্দর নরম বস্ত্র থাকে, আমাদের থাকে না, শরীরে এই প্রভেদটুকু আছে। সুখে-দুঃখে প্রভেদ নেই,—এ কথার অর্থ যদি হয়, ওঁদের দুঃখ নেই, আর আমাদের সুখ নেই—তবে অবশ্য এটি একেবারে মোক্ষম সত্য। মাংস-মেদে প্রভেদ নেই—এ বিষয়ে একটি ছোট জিনিষ আমার চোখে পড়ছে ; আমাদের মেদই নেই, জমবার সময় পায় না, আর ওঁদের মেদটা খানিক বেশিই বলতে হবে।

শঙ্খ—বুদ্ধ বলেছিলেন—প্রভেদ থাকা উচিত নয়।

বেঙা—বাঃ, এক্ষুনি আপনি বললেন—প্রভেদ নেই। 'নেই' 'আর' থাকা উচিত নয় —এই দুটিতে বিরাট পার্থক্য। যেমন আমার খুড়শাশুড়ী—তিনি গ্রামের সবচেয়ে অসুন্দর মেয়ে বলে বিখ্যাত। কারণ তাঁর বক্ষযুগল নেই। এখন এ থেকে যদি কেউ বলে, বক্ষযুগল থাকা উচিত নয়, —এটা কি এক হোল ? না এর কোনো মানে হয় ?

শঙ্খ—শাস্ত্র হচ্ছে মানুষের স্বপ্ন। বাস্তবে প্রভেদ তো আছেই, কিন্তু ভবিষ্যতে থাকবে না,—বুদ্ধ এ কথাই বলেছেন।

বেঙা—শ্রমণ, রণ ব্যূহে অভিমন্যুকে কেউ যদি বলতো, স্বপ্ন দেখ যে সপ্তরথী তোমায় ঘিরেছে না ভালবাসছে, উপকারটা কি হোতো ? আমার মনে হয় না এ প্রভেদ ঘোচে। আমার মনে হয়, ওদের দাস বানিয়ে, শূলে চড়িয়ে· শূদ্র বানিয়ে···পথ বলে দিন শ্রমণ। মোক্ষলাভের পথ বলুন, গুরুদেব।

তাড়ি—কাকে বলছিস্ ? মরে গেছে তো !

[এই সময়ে প্রচণ্ড কোলাহল উপস্থিত হয়। প্রথমে ছুটে আসে স্বাতী]

স্বাতী—রথের চাকার তলায় আমার ছোট ছেলেটাকে পিষে দিয়েছে গো !

[কয়েকজন শূদ্র শ্রমজীবী বস্ত্রে মোড়া রক্তাক্ত শিশুর দেহ বহন করিয়া আনে]

মন্যু ! মন্যুরে !

অশ্বি—ঝড়ের বেগে রথ চালাচ্ছে, এই সরু গলি দিয়ে !

স্বাতী—রাস্তায় খেলছিল ! ছুটে আসছিল আমার দিকে—পৌছতে পারলো না। চারটে ঘোড়ার পায়ের তলায় হারিয়ে গেল আমার মন্যু—আর আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম ! আমি মা, দাঁড়িয়ে দেখলাম !

[প্রবেশ করিলেন দ্রংগনায়ক, ঋষি মাতংগাচার্য, শর্বিলক ও কাশীমদ ; প্রত্যেকেরই হস্তে চাবুক]

শর্বিলক—তোমরা বাচ্চাগুলোকে আগলে রাখতে পারো না কেন? কেন রাস্তায় খেলতে দাও? আমাদের রথের ঘোড়াগুলি আহত হতে পারত—জানো?

অশ্বি—শিশুটি মরে গেছে, আর্য!

কাশীমদ—নাট্যশালায় পৌঁছুতে আমাদের দেরি হয়ে গেল আজ, জানো?

অশ্বি—আর্য; এই শিশুটি এই মায়ের চোখের মণি ছিল। সে···সে আর নেই!

ঋষি—শিশু গেলে আবার আসে! শূদ্রের ও অনার্যের প্রজনন শক্তি আমরা জানি। কিন্তু একটি অশ্ব আহত হলে তার মূল্য কে দিত? দ্রংগনায়ক, সারথীরা কি আবার যাত্রা করতে প্রস্তুত? আর—প্রয়োজন হলে চাবুক মেরে পথ পরিষ্কার করো! আমাদের বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে।

[দ্রংগনায়কের প্রস্থান]

কাশীমদ—জানেন, শর্বিলক! আমার একটি কবিতা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শর্বিলক—হঠাৎ এ ইচ্ছা?

কাশীমদ—ঐ শোকাহতা মাতা, আর ঐ রক্তাক্ত ক্ষুদ্র দেহ! অপূর্ব! প্রেরণা আসছে! আজ রাত্রেই লিখব। ক্রৌঞ্চ-শাবককে ব্যাধ হত্যা করার পর ক্রৌঞ্চিমাতার বর্ণনা। ছন্দটা নেব অনুষ্টুপ। দাসী, হাতখানা কপালে দাও তো—দেখি!

অশ্বি—আর্য, মনুষত্বের দোহাই, পরিহাস করবেন না!

[কেহই কান দেয় নাই; স্তম্ভিতা স্বাতী আদেশ পালন করিয়া চলে ত্রস্ত হাতে]

কাশীমদ—চূর্ণকুন্তল চাই কপালের ওপর। দু'গাছা চুল আস্তে ফেলে দাও। [স্বাতীর তথাকরণ। কাশীমদ পিছাইয়া ওষ্ঠে অংগুলি স্থাপন করিয়া মস্তক হেলাইয়া দেখেন] আর একটু ঝোঁকো।

ঘট্টু—[আর সহ্য করিতে পারে না] অসহ্য এই স্পর্ধা! [অগ্রসর হইতেই প্রহরী চাবুক চালায়]

প্রহরী—সাবধান, অনার্য শয়তান! [ঘট্টু পিছাইয়া যায়]

ঋষি—[শান্তকণ্ঠে] আবার কেউ অগ্রসর হলে, বল্লম চালিও—এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে।

কাশীমদ—হুঁ। চমৎকার হবে।

[ঝপাৎ করিয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দেন, স্বাতীর সামনে। সে হাত বাড়ায় না, চাহিয়া থাকে]

ঋষি—একি? দয়া দেখাচ্ছ? যে-শূকরের মাংস আহার করে থাকো, সে শূকরকে দয়া দেখাতে আছে?

কাশীমদ—দয়া নয়। একটি কবিতার মূল্য। একটি প্রেরণার জন্য আমি ঐ দাসীর কাছে কৃতজ্ঞ।

[আর্যদের হাস্য, তাহার পর ঋষি পদচারণা করিতে করিতে বলেন]

ঋষি—এই শবর পল্লীর অধিবাসীদের শুধু একটা কথা স্মরণ করতে বলি; এটা গুপ্ত-সম্রাটদের কাল। পুরাতন বহু অনুশাসন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বৃহস্পতির শাস্ত্র অনুসারে যে নতুন বিধি-নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে, তার ধারাগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন—দশ কুম্ভ চাউল চুরি করলে মৃত্যুদণ্ড। শূদ্র বা অনার্য যদি রাজপথে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মুখীন হয়ে পথ না ছাড়ে, বা মস্তক আনত না করে—মৃত্যুদণ্ড। ভূমিদাস যদি ভূস্বামীর অনুমতি-ব্যতিরেকে অন্য কোথাও গমন করে—মৃত্যুদণ্ড। কথায় বা চিন্তায় কোনো শূদ্র বা অনার্য যদি বৌদ্ধ রাজদ্রোহীদের নেতিতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করে—মৃত্যুদণ্ড। কোনো শূদ্র বা অনার্য যদি নগরকোটালের অনুমতি ব্যতিরেকে সংগে কোনপ্রকার অস্ত্র রাখে—মৃত্যুদণ্ড। কেহ যদি কোনো নিষিদ্ধ পুস্তক রাখে বা পড়ে [হঠাৎ চক্ষু পড়ে বজ্রসেনের ভয়ংকর মৃত মুখের উপর—ভীষণ ভয়ে শিহরিয়া উঠেন ঋষি] কে? কি ওটা? ওটা কি?

[তাঁহাকে কম্পিত দেখিয়াই শূদ্রের দল সামান্য অগ্রসর হয়]

কাশীমদ—[চাপা কণ্ঠে] কি করছেন? এদের সামনে সামান্যতম ভয় দেখাবার ফল কি জানেন?

ঋষি—[রুদ্ধ কণ্ঠে] ওটা কি?

কাশীমদ—ওটা বজ্রসেন। আপনারই নির্দেশ-ক্রমে ওকে শূলে দেয়া হয়েছে।

ঋষি—বজ্রসেন? সে তো ·····সেতো সুপুরুষ·····কি সুন্দর তার মুখ! এ তো······

শর্বিলক—শূলে চড়লে ইন্দ্র আর অসুরে তফাৎ থাকে?

কাশীমদ—আত্মসম্বরণ করুন। এদের চোখে অজেয় অমর দেবতা হয়ে আমাদের থাকতে হবে। আর দেবতাদের ভয় থাকতে পারে না।

[দ্রংগনায়কের প্রবেশ]

দ্রংগ—রথ প্রস্তুত দেবগণ!

শর্বিলক—চলুন যাই। প্রিয়ংবদার নৃত্য এতক্ষণে আরম্ভ হয়ে গেছে।

কাশীমদ—আরেকটি বিধি আমাদের রচনা করা উচিত—জানেন গুরুদেব—যেদিন কোথাও নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠান থাকিবে, সেদিন যে শূদ্র বা অনার্য রাজপথে বাহির হইবে বা আপন সন্তানকে রাজপথে ক্রীড়া করিতে দিবে—তাহার মৃত্যুদণ্ড।

[উচ্চহাস্যে মুখর আর্যগণ প্রস্থান করেন]

অশ্বি—এদের……এদের হৃৎপিণ্ড উপড়ে এনে মৃত পিতৃপুরুষের তর্পণ করা উচিত!

[স্বর্ণমুদ্রাটি কুড়াইয়া বাহিরে রথের উপর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়, হাত ধরিয়া ফেলে স্বাতী]

স্বাতী—না—না! এক দিনার! আস্ত একটি দিনার! এক মাস পেট চলে যাবে এই একটি মুদ্রায়।

শঙ্খ—[বেঙাকে] কি ভয়—দেখলে? স্বপ্নের কি শক্তি দেখলে?

বেঙা—দেখলাম। [একটু নীরবতার পর] আবার এ-ও দেখলাম, ঐ মা মৃত ছেলের দাম বাবদ দিনারটা নিল। ভালই করলো!

শঙ্খ—শম্পা, আমাদের সন্তান আসছে বলোনি কেন? কোল খালি হতেই আবার ভরে যাবে, একথা বলো নি কেন?

[শম্পা সলজ্জ হাসিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকায়]

দ্বিতীয় দৃশ্য। (খ) অংশ

[রাজসভা। সিংহাসনের পাদদেশে দেবদত্ত, হিরণ্য ও মীনকেতু আসীন। কিছুকাল নীরবতা, সকলে বিমর্ষ]

হিরণ্য—তাহলে শেষ পর্যন্ত কি ঠিক হোলো? শত্রু কে?

[সমবেত দীর্ঘশ্বাস]

দেবদত্ত—দৌবারিক, দূতদিগকে আহ্বান জানাও।

দৌবারিক—শক সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদূত শ্রীশ্রী বল্লভকে মগধের তথা বিশ্বের রাজচক্রবর্তী সম্রাট কুমারগুপ্ত মৈত্রীর আহ্বান জানাচ্ছেন! শক রাষ্ট্রদূত শ্রীশ্রী বল্লভ।

[বিষাণ বাজিল। বল্লভের প্রবেশ। রাজসভার রীত্যানুসারে দেবদত্ত তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিয়া উপবেশন করান]

দৌবারিক—কুষাণ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদূত শ্রীশ্রী ওয়েমাকে মগধের তথা বিশ্বের রাজচক্রবর্তী সম্রাট কুমারগুপ্ত মৈত্রীর আহ্বান জানাচ্ছেন! কুষাণ রাষ্ট্রদূত শ্রীশ্রী ওয়েমা!

[ওয়েমা প্রবেশ করেন। তিনি অতি বিনয়ী মানুষ]

দৌবারিক—সাসানা সাম্রাজ্যের রাজদূত শ্রীশ্রীক্ষুপংকরকে মগধের তথা বিশ্বের রাজচক্রবর্তী সম্রাট কুমারগুপ্ত মৈত্রীর আহ্বান জানাচ্ছেন।—শ্রীশ্রীক্ষুপংকর ও তদীয়…ইয়ে…পৌত্রী…

[ক্ষুপংকর অতি-স্থবির, সংগে আসেন যবতী শ্রীমতী পুস্তি]

পুস্তি—[দৌবারিককে]—ধ্যেৎ! পত্নী!

দৌবারিক—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্ষুপংকর ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী পুস্তি।

বল্লভ—আমি প্রথমেই মহামান্য শকাধিপতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। এই যে বলা হচ্ছে "বিশ্বের রাজচক্রবর্তী"—সম্রাট কুমারগুপ্ত, এর মানেটা কি? আপনারা কি বলতে চান, আমরা আপনাদের অধীন?

ওয়েমা—ইহা অতি দুর্ভাগ্যজনক যে—যার পুকুরে ঘটি ডোবেন না, তিনি অন্যকে অপমান করিস!

ক্ষুপংকর—[অতি মৃদুস্বরে, বার্ধক্যজনিত কম্পনে আরো মৃদু শোনায়]—জব চহ্—খুপ্—খুপ্!

পুস্তি—আমার স্বামী বলতে চান, সাসান-সাম্রাজ্যও এই সমবেত তীব্র প্রতিবাদে কণ্ঠ মেলাচ্ছে।

দেবদত্ত—আরে কি আশ্চর্য, দৌবারিকরা অমন বলেই থাকে—সর্বদেশে, সর্বকালে। সেটা কেউ বিশ্বাস করে? কি খাবেন আপনারা—স্বচ্ছ মদিরা, মিষ্ট মদিরা না তীব্র?

সকলে—তীব্র।

ক্ষুপংকর—উচ।

পুস্তি—আমার স্বামী পচাই মদ চাইছেন।

হিরণ্য—আমি একটু লেবুর রস সহযোগে শীতল জল পেলেই—

দেবদত্ত—হিরু, তুমি তীব্র মদিরা পান করবে, অন্য সকলের মতন।

বল্লভ—তা, সম্রাট কই? বিশ্বরাজ চক্রবর্তী গেলেন কোথায়?

ওয়েমা—ইহা অতি দুঃখময়, যে আমরা বসে আছো অথচ গৃহকর্তা আসিস নি?

ক্ষপংকর—ম গ হ, ধ ধ।

পুষ্তি—আমার স্বামী বলছেন, সম্রাট কুমার গুপ্ত মারা গেছেন বলে যে গুজব রটেছে, তা কি সত্য? ইহা কি সত্য, যে দীর্ঘকাল পেটের অসুখে ভুগে অবশেষে গতকাল মগধরাজ মরেছেন?

দেবদত্ত—ইহা একেবারে অসত্য! এ গুজবের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি!

দৌবারিক—সাবধান! সাবধান! ত্রিভুবন বিজয়ী, ক্ষত্রকুলতিলক, বিশ্বের অধিপতি, সসাগরা মেদিনীর একছত্র ঈশ্বর, মগধের সম্রাট আগমন করিতেছেন! সেই সৌরভে কুসুমকলি প্রস্ফুটিত, অলিকুল গুঞ্জরিত, মানুষ আনত, বর্বররা কম্পিত!

[সকলে আনত হ'ন। রাজছত্রতলে বহিয়া আনা হয় সম্রাটের পাদুকা। মহাসমারোহে তাহা সিংহাসনে স্থাপিত হয়। মীনকেতু চামর ধরেন, দেবদত্ত পাদুকার সামনে সুরার পাত্র স্থাপন করেন, হিরণ্য ধরেন পাখা।]

রাষ্ট্রদূতরা উপঢৌকন প্রদান করুন!

বল্লভ—ঐ জুতোকে? জুতোজোড়াকে উপঢৌকন দিতে হবে?

ওয়েমা—ইহা অতি বড় অভদ্র! যে জুতোর মধ্যে কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে নেই, তাকে প্রণাম করতে হবিস?

ক্ষপংকর—গুজ্ খ্ খ্!

পুষ্তি—আমার স্বামী বলছেন, আপনারা কি ইয়ার্কি মারছেন?

দেবদত্ত—আচ্ছা ঠিক আছে, উপঢৌকনের দরকার নেই। তবে বলছিলাম শ্রীপাদুকার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। রাম ও ভরতের আমল থেকে। মগধ হচ্ছে সভ্যতার আদি লীলাক্ষেত্র—

[সকল রাষ্ট্রদূত একত্রে কোলাহল করিয়া উঠিতেই—]

দেবদত্ত—আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। যাক ওকথা। মানে সম্রাটের উদরপীড়া খানিক বেড়েছে বলেই—। যাক্। এখন শ্রীপাদুকার অনুমতিক্রমে মহানায়ক হিরণ্য ময়ূরাক্ষ ত্রিলোচন-জলনিধি বলবেন, কি জন্য আপনাদের আহ্বান করা হয়েছে।

হিরণ্য—সেকি? আপনিও তো জানেন কিজন্য আহ্বান করা হয়েছে! ঢং ছেড়ে বললেই তো হয়।

দেবদত্ত—হিরু, এটা সম্রাটের আদেশ।

হিরণ্য—দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন?

দেবদত্ত—নিচ্ছি।

হিরণ্য—লিখে দিন সেটা।

দেবদত্ত—কেন? এ আবার কি?

হিরণ্য—সে কি, আপনি রাজকুমারীর গুপ্তপ্রেম পড়েন নি?

দেবদত্ত—রাজ্যও চালাবো, আবার পাটলিপত্রের বটতলার উপন্যাসও পড়বো, সে সময় আমার নেই।

হিরণ্য—রাজ্য চালানো যখন আপনার তেমন আসে না, উপন্যাসগুলো পড়লেই পারতেন।

দেবদত্ত—হিরু গোল কোরো না। [রাষ্ট্রদূতদিগকে] আমাদের একটু সময় দিন —মানে এ ছোকরার মাথায় কিস্যু ঢোকে না। [হাসেন]

বল্লভ—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ওয়েমা—আমরা তো এখন সুরা পান করছেন।

ক্ষপংকব—মু।

হিরণ্য—"রাজকুমারীর গুপ্তপ্রেম" পড়া থাকলে জানতে পারতেন, কি ভাবে লিখিয়ে নেয়নি বলে রাজপুত্র চন্দ্রকেতু ঠকে গেল। দারুণ বই। আমি বলছি আপনি লিখে দিন: "আমি দেবদত্ত……অংগীকার করি……যে হিরণ্যময়ূরাক্ষের হস্তেই কন্যা দিব এবং… …" না সে তো "রাজকুমারীর গুপ্তপ্রেমে।" এখানে হবে……যাক; ওপরে আমি লিখে দেব, আপনি স্বাক্ষর করে দেবেন।

দেবদত্ত—এ সব কি সত্যিই "রাজকুমারীর গুপ্তপ্রেম" বইতে আছে?

হিরণ্য—হ্যাঁ।

দেবদত্ত—বইটা কিনতে হবে। এরকম আরো রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রের নমুনা আছে?

হিরণ্য—হ্যাঁ। চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে আছে, চন্দ্রকেতু কি ভাবে রূপবতী উর্মিলাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে যে……

…সেই যে ছেলেটা…সেটা চন্দ্রকেতুর ঔরসে জন্মায় নি। আসলে কিন্তু জন্মেছিল। বুঝলেন? মানে গল্পটা কি? গল্পটা হচ্ছে—

দেবদত্ত—গল্প আমার দরকার নেই। আমার দরকার দলিল।

বল্লভ—ও বইটা সত্যিই অপূর্ব।

দেবদত্ত—আপনিও পড়েছেন?

বল্লভ—নিশ্চয়ই। তবে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে।

ওয়েমা—আমিও পড়েছিস।

ক্ষপংকর—কি কুইউ।

পুস্তি—আমার স্বামী বলছেন, ওঁর মতে গ্রন্থখানি মাগধী সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

দেবদত্ত—বইটা তাহলে আজই পড়ে ফেলতে হয়। যাক্, এবার হিরণ্য! আর তো বাধা নেই। এবার বলো এঁদের—কেন এই সভা।

[হিরণ্য উঠিয়া দাঁড়াইল]

হিরণ্য—শ্রীশ্রীপাদুকার অনুমতিক্রমে—দূতগণ, যুদ্ধ। যুদ্ধং দেহি।

[সকলে উঠিয়া দাঁড়ান]

বল্লভ—এই পাগলামিটা থেকে থেকে আপনাদের মাথায় কেন ভর করে, সেটা অনুসন্ধান করেছেন?

ওয়েমা—যুদ্ধং কি আমাদের তিনজনকেই দেহিস?

হিরণ্য—এঁ্যা? না, না, আমি কি বলতে চাইছি, আপনারা বুঝতে পারছেন না—[বসেন]

দেবদত্ত—কি করে বুঝবে? তোমাকে আমি এই বলতে বলেছি? বেকুব কাঁহাকা!

হিরণ্য—বেশ, তাহলে নিজে বলুন গে যান!

দেবদত্ত—তুমি একেবারে অপদার্থ হয়ে যাচ্ছ দিনকেদিন। এর পরের বার ঐ মীনকেতুকে মহানায়ক করব।

মীনকেতু—[চামর দোলাইতে দোলাইতে] জয়ধ্বজ-মীনকেতু।

দেবদত্ত—উঠে বেশ করে গুছিয়ে বলো।

হিরণ্য—[উঠিয়া] শ্রীখড়মের অনুমতিক্রমে—দূতগণ, আমাদিগের মূল সমস্যাটা কী? মূল সমস্যার আবশ্যিক উত্তর শুধু এই, যে বর্তমানের অর্থশাস্ত্রিক পরিবস্থা বেশ ঘোরেল, এমন কি শোচনীয়। সংক্ষেপে যদি অবশ্য-কর্মের নির্ঘণ্ট জানতে চান, তবে বলব; ময়ূরলাঞ্ছিত পতাকা তলে আর্যাবর্তের নবজাগরণ! বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস হোক! [বসেন]

দেবদত্ত—হিরণ্য, সত্যই তুমি যেমন লম্পট, তেমনি বেকুব।

হিরণ্য—আমি আজীবন সৈনিক; এসব কূটনীতি আমি কি করে ব্যাখ্যা করব?

দেবদত্ত—দূর! ঠিক আছে আমি বলছি। শ্রীপাদুকার অনুমতিক্রমে! ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, অর্থনৈতিক সংকট ও তৎসংশ্লিষ্ট দাম বিদ্রোহ ও অরাজকতা দমনের একমাত্র স্বীকৃত ও ঐতিহ্যসিদ্ধ উপায় যে যুদ্ধ, এ আপনারা সবাই

জানেন। এই আবিষ্কার বিশ্বসভ্যতায় মগধের এক অবিস্মরণীয় দান।

বল্লভ—আপনি শক রণবিদ পুস্কলের লেখা পড়েছেন? পট করে একটা কথা যে বলে দিলেন—

ওয়েমা—ইহা দুর্ভাগ্যজনক, যে কুশয়ন রাজনীতির প্রতিষ্ঠাতা সাংকুম-এর রচনাবলী আপনি পড়িস নি—

ক্ষপংকর—গবে, গবো।

পুস্তি—আমার স্বামী বলছেন, সাসানা বীর তক্ষ ওসব তত্ত্ব যখন আবিষ্কার করেন, তখন আপনার পূর্বপুরুষ—

দেবদত্ত—উঃ, কি বিপদ! ঠিক আছে, বাবা, আমরা সবাই মিলে এটা আবিষ্কার করেছি, যে দেশকে শান্তিতে রাখার উপায় হচ্ছে—যুদ্ধ। ঠিক আছে? [সকলে মাথা নাড়েন] বাবা একটা কথা কইবার জো নেই! পান থেকে চুণ খসলেই সবাই তেড়ে আসছে। হ্যাঁ—সুতরাং বর্তমানে মগধের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দমনের নিমিত্ত, আমি আমার মহানায়ককে নির্দেশ দিয়েছি অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করতে। তা, সে গাঁড়ল এমনই চিন্তা-শক্তি-রহিত, কে যে শত্রু সেটা না জেনেই ত্রিভুবন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। সেইজন্য শ্রীজুতো আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। দূতগণ, আমার প্রশ্ন স্পষ্ট; আপনাদের মধ্যে কার এখন যুদ্ধ দরকার? আমাদের দরকারটা বললাম, আপনারাও বলুন। তারপর আসুন খানিক যুদ্ধ করা যাক। দু' পক্ষেরই লাভ হবে।

বল্লভ—একটু আগে বল্লেই হোতো। কিন্তু গত সপ্তাহেই পারস্যদেশের সংগে আমাদের চুক্তি হয়ে গেছে, যে আগামী সপ্তাহে আমরা পারস্য দেশ আক্রমণ করবো—বছর দুই যুদ্ধ চলবে।

ওয়েমা—ইহা হতাশ কথা; যে—মাত্র পরশু আমরা অন্য কিছু কাজ হাতে নিয়েছিস।

ক্ষপংকর—তুফ্‌ মগলমগ্‌।

পুস্তি—আমার স্বামী বলতে চান আমরা যে গত বারো বছর ধরে মদ্র রাজ্যের সংগে যুদ্ধ করছি, এটা কি আপনাদের অজানা?

দেবদত্ত—অতি দুঃখের সংগে আমরা লক্ষ্য করছি এই সহযোগিতার অভাব। মগধের ইতিহাস ও সভ্যতা এত প্রাচীন ও গৌরবময়, যে আপনারা কবে মনস্থির করবেন তার জন্য আমরা বসে থাকতে পারি না। দূতগণ, শ্রীপাদুকার বিশেষ ইচ্ছা যে মগধ বিশ্বসভ্যতার পুরোভাগে থাকে।

বল্লভ—আরে মশাই রাস্তায় লোক না খেয়ে মরে আছে দেখতে দেখতে এলাম, আর সভ্যতা দেখাচ্ছে !

দেবদত্ত—[খানিক পরে]—রসায়ন শাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন মগধের নাগার্জুন। আজ থেকে ৭০০ বছর আগে।

ওয়েমা—ইহা তো স্পষ্ট যে সেই রসায়নে এখন আর পেট ভরানো যাচ্ছে না। লোকে মরছেন। দুর্ভিক্ষ লেগেছিস।

ক্ষুপংকর—প ক চ দগল।

পুস্তি—আমার স্বামী বলছেন—

দেবদত্ত—দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এই মগধে।

বল্লভ—দ্যেৎ, এরা কিছু শোনে না! যান ঐ দশমিক পদ্ধতি দিয়ে হিসেব করুন গে কত লোক দুর্ভিক্ষে মরলো।

দেবদত্ত—পুরো ভারতকে সভ্য করেছে মগধ। এখনো বলুন, কার সংগে যুদ্ধটা হবে ?

ওয়েমা—না না ওসব হবে না !

বল্লভ—আমরা ব্যস্ত—বলেছি তো !

ক্ষুপংকর—খুক্।

দেবদত্ত—কেন এমন করছেন দাদা ? একটু সাহায্য করুন না! মাস কয়েক ছোটমতন একটা যুদ্ধ ?

বল্লভ—সিংহলকে ধরুন না মশাই—লংকা—লংকা !

হিরণ্য—স্তব্ধ হন দূত মহাশয়। লংকা ! তার চেয়ে বলুন না সমতটের গ্রামগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। মগধের একটা ইয়ে নেই ?, মর্যাদা বোধ নেই ?

ওয়েমা—একবার আপনারা আয়োনিয়া সাম্রাজ্যবাদের সংগে কথা কয়ে দেখতে পারিস।

দেবদত্ত—না, ওপথ বন্ধ। ও যবনরা হঠাৎ ভীষণ শান্তিপ্রিয় হয়ে গেছে। অনবরত দেশে দেশে বন্ধুত্বের কথা কইছে। কেন কে জানে? তা ছাড়া আমাদের সংগে ওদের বিপুল বাণিজ্য চলছে। ওদের সংগে যুদ্ধ বাধলে আমাদের বণিক ও শ্রেষ্ঠিরা চটে যাবেন।

ক্ষুপংকর—দা পা হা ?

পুস্তি—আমার স্বামী বলছেন—

দেবদত্ত—একটু থামুন দেখি। উঃ! [টিপ্পনী] তা হলে এই দাঁড়াচ্ছে ব্যাপার—কেউ যুদ্ধ করতে রাজী নন? আমাদের এখন-তখন অবস্থা দেখেও কারুর হৃদয় একটু দ্রব হল না! অথচ আকাশযান আবিষ্কাব করেছিল মগধ! সেই রামচন্দ্রের সময়ে।

ক্ষপংকর—দাপাহা দাপাহা।

পুস্তি—আমার স্বামী বলতে চেষ্টা করছেন—হুনদের ধরুন।

ওয়েমা ও বল্লভ—সাধু! সাধু!

দেবদত্ত—হুন!! অসম্ভব!! ওরা যে সত্যিই যুদ্ধ করে!!

বল্লভ—তা মিথ্যা যুদ্ধ আবার কি করে হয়?

দেবদত্ত—না, বলছি—ওদের সঙ্গে তো একত্রে বোসে, আলোচনা করে কিছু করা যাবে না। ওরা ভীষণ মারবে! ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে, বিকট চিৎকার করে, সত্যিই যুদ্ধ শুরু করে দেবে। তখন!!

ওয়েমা—ইহা তো হয়ই; হুনদের খোঁচা মারলেই উল্টে ওরা বেদম ধোলাই দিয়ে থাকেন। কিন্তু মরবেন তো কিছু সৈন্য—আপনাদের বাপের কি?

হিরণ্য—না, না, আমি শুনেছি ওরা কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। তা ছাড়া সে বহুদূর উত্তরে—হিমাদ্রীর ওদিকে। ওখানে যাব কি করে?

বল্লভ—বলবেন ওসব জমি আপনাদের ছিল, হুনরা দখল করে রেখেছে। এইতো একটু আগে বলছিলেন, ঐ জুতোজোড়া বিশ্বের রাজচক্রবর্তী? এবার একটু দেখান।

হিরণ্য—খুব যে খৈ ফুটছে মুখে? রাজ্যটা তো পোহাতে হবে আমাকেই।

ক্ষপংকর—ম কর হুপ্ ম।

হিরণ্য—এত বড কথা! ইনি মা তুললেন!

পুস্তি—না, না, মকর হুপ ম।

হিরণ্য—আবার খিস্তি করছে—মেয়েছেলেটাও।

পুস্তি—অর্থাৎ যদি আপনারা হুনদের সাথে যুদ্ধ না বাধান, তাহলে আমরা—প্রতি বৎসর সাসানা সাম্রাজ্য থেকে আপনারা যে সাত লক্ষ দ্রাখ্মা মুদ্রা সাহায্য পেয়ে থাকেন—তা বন্ধ করে দেবো।

হিরণ্য—ঐ—ম কর হুপ্ মর্ এতবড় অর্থ?

পুস্তি—সাসানা ভাষা জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা।

বল্লভ—আমি আরো বলি—যদি হুনদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধান তাহলে আমরা প্রতি-

বৎসর তিনলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আপনাদের ধার দিয়ে যাব।

ওয়েমা—ইহা সকলেই জানে, যে হুনরা সকলেরই শত্রু হচ্ছিস। ইহাকে ধ্বংস করতে যদি আপনারা যান তবে আমরা সকলে আপনাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবি।

দেবদত্ত—তা হলে তো হিরণ্য এটা খুব উত্তম প্রস্তাব। তবে তাই হোক। হুনদের সঙ্গে যুদ্ধ।

হিরণ্য—না না মোটেই উত্তম প্রস্তাব নয়! ব্যাটা তুমি বৈশ্য, টাকা দেখেই নেচে উঠেছ। আমি যাব না। তাছাড়া ওখানে ভীষণ শীত! মা যেতে দেবে না।

দেবদত্ত—মহানায়ক আমার সঙ্গে একমত। দূতগণ, আপনাদের স্ব স্ব অধিপতিকে জানাবেন, মগধ ঈশ্বরের অভিবাদন। উত্তর সীমান্তে আমাদের যে লক্ষ যোজন জমি হুনরা দখল করে রেখেছে, তা পুনরুদ্ধারকল্পে শ্রীপাদুকা অবিলম্বে—

হিরণ্য—হুনরা ভয়ানক মারে! [মূর্চ্ছা]

দেবদত্ত—[এক পলক নিরুত্তাপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে] শ্রী পাদুকা অবিলম্বে বর্বর হুন দস্যুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য। (গ) অংশ

[নীচে সবরপল্লীর রাজপথের অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়া সংসপ্তক নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। দুর্গনায়ক ও প্রহরী চাবুক চালাইতে চালাইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া আসেন—শঙ্খ, বেঙা, ঘটু, তাড়ি ও অশ্বি। সঙ্গে শম্পা ও স্বাতী।]

ঘটু—একি? একি মারছেন কেন?

অশ্বি—জোর করে সৈনিক করবে?

বেঙা—কথাটা বললে, হুন গুপ্তচর মতন।

অশ্বি—কোনটা?

বেঙা—জোর করে সৈনিক করার ব্যাপারটা। ওটা ভারতের ঐতিহ্যে নেই, জোর করে সৈনিক করা হয় না। সবাই স্বেচ্ছাসেবক। এখানে জোর করে স্বেচ্ছাসেবক করা হয়।

দুর্গনায়ক—[বেঙাকে] এই যে! দমনকুঞ্চ দেবদর্শনঃ। কিরে উল্লুক, এ্যাঁ?

খুব হিসেব শিখিয়েছিলি সেদিন, না? এবার হিসেব করে বেরো দেখি এখান থেকে! চল যুদ্ধে। তোমায় যদি ময়দা ডলার মতন না ডলেছি, তো কি বোলেছি!

শম্পা—তোমাদের বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

শঙ্খ—সেটা বোধ হয় নিয়ম। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও। বেতনটা শুনলে তো? প্রতি সপ্তাহে চার কার্ষাপণ! আর ভাবনা কি?

[মীনকেতু প্রবেশ করে]

দ্রংগ—এই উল্লুকের দল! অভিবাদন জানা। এক্ষুণি শেখালাম যে—এমনি করে। [সলজ্জ হাসির সহিত সকলে সামরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করে। মীনকেতু মুখে রুমাল চাপিয়া দূর হইতে এক দীর্ঘ যষ্টির দ্বারা সকলের পাঁজরে মৃদু খোঁচা মারিতে থাকেন—]

মীনকেতু—সব শুয়োরের বাচ্চার হাড় বেরিয়ে আছে।

ঘটু—হ্যাঁ আর্য, ঠিক বলেছেন। পায়ে জোর পাচ্ছি না। হাঁটু কাঁপছে। অবস্থায় যুদ্ধ করব কি করে বলুন! ছেড়ে দিন চলে যাই।

দ্রংগ—চোপ্!

অশ্বি—আমার আবার একটা বিশ্রী রোগ আছে। ভয়ানক ছোঁয়াচে। আমাকে নিলে বাহিনীর প্রত্যেকের হবে। তখন হুনের দরকার হবে না— এমনিতেই সব মরে থাকবে!

[বেঙার পাঁজরে যষ্টির স্পর্শ মাত্রেই সে ছটপট করিয়া হাসিয়া ওঠে]

মীনকেতু—এ কি!

বেঙা—কাতুকুতু লাগে!

দ্রংগ—চোপ্!

মীনকেতু—কাতুকুতু লাগে মানে? সেটা তো ধনীদের হয়। তোর কেন কাতুকুতু লাগে? খালি গায়ে কাজ করিস না?

বেঙা—[উত্তর দিতে গিয়া নিরস্ত হইয়া, দ্রংগকে দেখাইয়া]—ইনি তো আবার চোপ্ বলবেন—

মীনকেতু—না না, বল! শূদ্রদের কাতুকুতু থাকে, এতো জানতাম না! খুব আকর্ষণীয় ব্যাপার!

বেঙা—প্রকৃতপক্ষে শূদ্রদের কাতুকুতু থাকে না। তবে আমার ব্যাপার অন্য। আমার ঠাকুরদা শিংগুর কথা আপনাকে আগে বলেছি? ও, না

আপনার সঙ্গে তো এর আগে দেখাই হয় নি, তবে অন্য কাকে কাকে বলেছি, মনে হচ্ছে। জাতিতে এই শিংগু ছিলেন আমাদের বলিপুরি গাঁ-এর কুলীন শূদ্র। তার স্ত্রী অর্থাৎ সম্পর্কে যিনি আমার ঠাকুর মা—মানে ঠাকুরমা বলে যাকে ডাকতাম আর কি—তার নাম ছিল রুতা।

মীনকেতু—[ক্রমশঃ হতভম্ব হইয়া আসিতেছে]—ঠাকুরমা বলে ডাকতাম যাকে? পিতামহের পত্নীই তো পিতামহী—আসল পিতামহী?

বেঙা—সেখানেই তো গ্যাড়াকল! এই রুতা ছিলেন ও অঞ্চলের মহাক্ষত্রিয় রাজা দুর্মণক-এর গৃহের দাসী। তা শীঘ্রই যা ঘটবার তাই ঘটলো। রাজা তো— ! লোকবল কতো! রুতাকে তিনি গ্রহণ করলেন। তখন ঠাকুরদা শিংগু বিবাহ করলেন গ্রামের একটি মেয়েকে—যার নাম মিগু। শিংগু আর মিগু সুখে ঘর করতে লাগলেন। দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়।

মীনকেতু—উঃ একি?

দ্রংগ—চাপকাবো?

মীনকেতু—না, না, শুনি। শেষটা শুনতেও ইচ্ছা করে। কাতুকুতুর সঙ্গে এ সবের সম্পর্কটা—

বেঙা—আহা! মাঝে মাঝে কথা কইবেন না। গুলিয়ে যাবে। শিংগুর ঔরসে মিগুর গর্ভে জন্মালেন আমার পিতা টাকুরাম। এমন সময় ফিরে এলেন আমার ঠাকুরমা রুতা। এসে তুমুল ঝগড়া করে আসল ঠাকুরমা মিগুকে তাড়িয়ে আবার বসলেন বাড়ীতে।—কারণ রাজা দুর্মণক তাকে লাথি মেরে বার করে দিয়েছেন। ক্ষত্রিয় তো? কাজ হয়ে গেলে আর পুষবে কেন? এখন কাতুকুতুর ধাতটা ঐ রুতাই আনলেন সঙ্গে করে রাজবাড়ী থেকে। আমার বাবা টাকুরাম পেয়েছিলেন তার কাছ থেকে।

মীনকেতু—কি করে পেলেন? উনি তো মিগুর ছেলে?

বেঙা—ধাতটা পেতে পারে না? আবার মিগুকেও যে পাশের গ্রামের অংগদ ঋষি কৃপা করেন নি, এমনটা জোর করে বলা যায় না। কারণ শোনা যায় একবার খাজনা দিতে না পেরে মিগুর বাবা কন্যাকে অংগদের কাছে বন্ধক রেখে ধার করেছিলেন। আর অংগদ ঋষি! সর্বাংগে তাঁর ব্যাঘ্র চর্ম! কখনো খুলতেন না। তাই সর্বাঙ্গে কাতুকুতু

থাকাই স্বাভাবিক। বাবা বোলতেন জোরে বাতাস বইলেই অংগদ হাসতেন; কারণ কাতুকুতু লাগতো! আবার খুব মোটা ছিলেন, মেদের বড় বড় ভাঁজ ছিল বুকে আর পিঠে, হাসলে ওগুলো থর থর করে কাঁপতো। তাতে আবার হাসি, ফলে আবার থর থর, ফলে আবার কাতুকুতু, ফলে আবার হাসি [একটু থেমে] ইত্যাদি।

মীনকেতু—[কপালের ঘাম মুছিয়া] উঃ!

বেঙা—মনে হয় কত্তা ও মিগু—দু-দিক থেকেই এই কাতুকুতুর ধাত আমাদের বংশে ঢুকেছে। সে এমন অবস্থা—আমার বাবা টাকুরামকে একবার রাজা হর্মণকের পুত্র রাজা দুর্তমা চাবুক মারতে এসে জব্দ হয়ে গেলেন! বাবাটা ছিল খুব বদমাস। খাজনা দেয়নি—

মীনকেতু—বাবা বদমাস! নিজের বাবা সম্পর্কে বলছিস?

বেঙা—আপন বাবা! মায়ের পেটের বাবা! নয়তো কি আপনার বাবা সম্পর্কে বলবো? রাজা তাকে যত চাবুক মারেন সে তত হাসে। তার পিঠে খুব বেশী কাতুকুতু ছিল। শেষে রাজা অপমান বোধ করে ছেড়ে দিলেন।

মীনকেতু—আমি···আমার বড্ড পরিশ্রম হচ্ছে।

বেঙা—কাতুকুতুর পরিমাণ দেখেই জন্মের হদিস পাওয়া যায়। আমাদের গ্রামে আমরা কুলিন শূদ্র বলে পরিগণিত হতাম। কেন? শূদ্রদের মধ্যে আমাদেরই কাতুকুতুর ধাত ছিল সব চেয়ে বেশী। আমাদের পণ্ডিত দমনকৃষ্ণ দেবশর্মণঃ বলতেন—

দ্রংগ—আবার? দেব, ঐ সর্বনাশা পণ্ডিতের নাম যখন কোরেছে, বুঝতে হবে এর কোন গুঢ় অভিসন্ধি আছে। আর শুনবেন না—

মীনকেতু—[ক্লান্ত, সম্মোহিত]—হুঁ—এদের—অভিষ্ণটন করাও—আর এই··· ···এই···বামনা-কৃতি রাক্ষসটাকে করাও স-কবচ দৌড়।

দ্রংগ—পেয়েছি বাগে! কবচ, কুণ্ডল!

[মুহূর্তে বর্মের মধ্যে বেঙা বন্দী হয়ে পড়ে—একবার সগাস্তে বলে]

বেঙা—লাগে, লাগে।

দ্রংগ—লাগে বুঝি? এখনই কি হোলরে দেবশর্মনঃ। শিরস্ত্রান! সবে কলির সন্ধে!

মীনকেতু—[মুখে রুমাল চাপিয়া] বর্ম কি করে পরতে হয়, সবাই দেখলি? একে বলে ঢাল, বল সবাই। [সে ঢাল বেঙার হস্তে দেয়া হল]

সকলে—ঢাল।

বেঙা [সহাস্যে] একটু ভারী।

মীনকেতু—একে বলে তরবারি।

সকলে—তরবারি। [বেঙার হস্তে অর্পিত]

বেঙা—লোহালক্কর বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে না?

মীনকেতু—একে বলে বল্লম।

সকলে—বল্লম। [বেঙাকে প্রদান]

বেঙা—আরো?

মীনকেতু—ভল্ল।

সকলে—ভল্ল।

বেঙা—বিপদে ফেলল!

মীনকেতু—কুঠার।

সকলে—কুঠার।

বেঙা—ও দাদা আর কত?

মীনকেতু—গদা।

সকলে—গদা।

বেঙা—এত অস্ত্র নিলে পরে লড়বো কি করে?

মীনকেতু—এবার একে দৌড় করাও। আমি চলি। বেশীক্ষণ এদের সান্নিধ্যে থাকলে আমার রোগ হবে। [মীনকেতুর প্রস্থান]

দ্রুংগ—এস এবার দেবশর্ম্মণঃ। আমি আদেশ করলেই বল্লম শাবিগ দৌড়তে শুরু করবি। গতি যদি সামান্য শ্লথ হয়ে পড়ে: বা হাত থেকে একটি অস্ত্র পড়ে যায়,—তবে [প্রহরীকে] ত্যুম্ন, তুমি ঐ গদা কেড়ে নিয়ে একে মারবে।

বেঙা—[সহাস্যে] খেয়েছে!

দ্রুংগ—নে নে, চল। [হঠাৎ বিকট স্বরে] অতিবে-এ-এ-গ। বাট্।......

[বেঙা সেই চিৎকারের আকস্মিকতায় পিছু হটিয়াছিল। মুখে সেই আকণ্ঠ হাসি। ত্যুম্নর লাথি খাইয়া ছুটিতে আরম্ভ করে। দেহের বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি হইতে প্রতি পদক্ষেপে ভয়ংকর গর্জ্জন উত্থিত হইতেছে। পিছনে ত্যুম্ন। ছুটিতে ছুটিতে বেঙা বাহির হইয়া যায়। শব্দও ক্ষীণ হইয়াছে। পুনরায় শব্দ বাড়িতে বাড়িতে গর্জ্জনে পরিণত হয়। বেঙার

পুনঃ প্রবেশ—পিছনে দ্যুম্ন]

দ্রংগ—কি দেবশর্মণঃ, কেমন লাগছে ?

বেঙা—বেশ উদ্দিপ্ত লাগছে। দেশপ্রেমিক দৌড় !

দ্রংগ—অতিবে—এ-এ-গ ঝাট।

বেঙা—আবার ?

[বেঙা ছুটিতেছে অন্যেরা দেখিতেছে]

দ্বিতীয় দৃশ্য (ঘ) অংশ

[নীচে যুদ্ধের জোর মহড়া চলিতেছে। হিরণ্য অর্ধশায়িত অবস্থায় বোধ করি "রাজকুমারীর গুপ্তপ্রেম"ই পড়িতেছেন। সামনে লেবুর রসের পাত্র। আর ওদিকে বিকট সব চীৎকারে দ্রংগনায়ক দিগ্বিদিক কাঁপাইতেছেন ও সেই অনুসারে সকল সংসপ্তক পূর্ণ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। তরবারী ও বর্মের ঝঞ্ঝনা—নেপথ্যে দামামা]

দ্রংগ—উদ্যত !—ঝাট !—অবনম !—উদ্যত !—ঝাট !—অবনম !

বেঙা—উঃ তাড়ি, অত জোরে মারিস নি।

দ্রংগ—এই ! কোন শালা কথা বলে !—যদৃচ্ছ—ও-ও-ও আক্রা-আ-আ !

[তুমুল যুদ্ধ বাধে, হিরণ্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। তিনি চিনাবাদাম খাইতেছেন ও পুস্তক পড়িতেছেন। বেঙা বেশীর ভাগ সময়ে যুদ্ধ এড়াইতে থাকে]

বেঙা—তাড়ি ! এই ! —উঃ এতো মহাবিপদে পড়লাম !

তাড়ি—যুদ্ধ কর ক্ষত্রিয়ের মতন।

[ওদিকে দেখা গেল অশ্বি ও দ্যুম্নের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়াছে। সকলে থামিয়া দেখে]

দ্যুম্ন—অতজোরে মারলি যে ? উঃ কালশিরা পড়ে গেছে !

অশ্বি—একটু আগে আমার পিঠে গদার পেল্লায় ঘা মারার সময় মনে ছিল না ?

দ্যুম্ন—সেতো দেখাচ্ছিলাম।

অশ্বি—আমিও কেমন শিখেছি দেখাচ্ছিলাম।

দ্রংগ—এই ! এই শালা [অশ্বিকে] ৪২৪১, তুমি বড্ড বাড় বেড়ে যাচ্ছ। চলো দেখাচ্ছি তোমায় !

[অশ্বিকে লইয়া সে মহানায়কের নিকট গেল। সকলে চতুর্দিকে ভীড়

করে] দেবাধীরাজ, এই ৪২৪১ এক্ষুনি ত্র্যম্বকে শুইয়ে দিয়েছে। এ অনবরত শৃংখলা ভংগ করে। কাল রাত্রে এ শিবিরে ছিল না, সকালে ফিরে আসে।

হিরণ্য—[বইতে চক্ষু নিবদ্ধ, বাদাম মুখে দিয়া]—মেরে ফেলো।

দ্রংগ—তা কি করে হয়, দেব? সংসপ্তক জোগাড় করাই এক কঠিন কাজ।

হিরণ্য শূলে দাও।

দ্রংগ—একে চাবুক মারা দরকার দেব। এদের জিজ্ঞেস করতে পারেন। এ অনবরত শিবির ছেড়ে উধাও হয়।

হিরণ্য সত্যি?

[কেহই উত্তর দেয় না]

কি ব্যাপার কেউ কথা বোলছ না কেন?

বেঙা—আমি জানি, এ অত্যন্ত বদ লোক। অনবরত বাইরে যায়, আসে, বেড়ায়। কাজ করে না একটুও। ঠিক যেন মহানায়ক।

[হিরণ্য পুস্তকে মন দিয়াছিলেন, হঠাৎ বোঝেন—তাঁহাকে কিরূপ যেন অপমান করা হইল। তিনি দাঁড়ান—]

হিরণ্য—তিষ্ঠ! [বেঙার নিকট আসেন] নাম ডাকো!

[সকলে সারি বাঁধিয়া নাম ডাকে]

ঘটু—ঘটু।

হিরণ্য—দেত্তেরি, দ্রংগনায়ক, এরা নাম বলতে এখনও নাম বোঝে।

দ্রংগ—সংখ্যা! সংখ্যা! কিছুতেই মাথায় ঢোকে না সে নাম আর নেই?

ঘটু—২২৯।

অশ্বি ৪২৪১।

শঙ্খ—৬০৮০।

তাড়ি—৭১৮১।

বেঙা ৫।

হিরণ্য—কি?

বেঙা—৫।

হিরণ্য—এইটুকু সংখ্যা? হুঁ! আমি লক্ষ্য করছি, ক্রমশ লক্ষ্য করছি! কেমন যেন বিদ্রোহাত্মক মনোভাব। সংসপ্তকগণ; কিরূপ শিক্ষা তোমরা লাভ

করলে আমি পরীক্ষা করব। উত্তর দিতে না পারলে চাবুক মারা হবে। আচ্ছা—ভল্ল কাকে বলে?

[কেহ বল্লম, কেহ তরবারী, কেহ গদা, কেহ কুঠার তুলিয়া ধরে। পরস্পরের দিকে চাহিয়া সকলে আবার অস্ত্র দ্রুত বদ্লাইতেও প্রয়াস পায়।]

তিষ্ঠ! [সকলে থামে] কি পরিবস্থা! ভল্ল চেনে না, হুণদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মহড়া! আসল যুদ্ধের সঙ্গে এর তিনটি পার্থক্য আছে।

কি কি? তুই—

অশ্বি—প্রথম: ওখানে শত্রু সত্যিই থাকিবে, এখানে নাই।

হিরণ্য—দ্বিতীয়?

শম্ব—এখানে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্বে নির্দ্ধারিত, ওখানে তাহা নহে।

হিরণ্য—তৃতীয়?

[কিঞ্চিৎ নীরবতা]

তৃতীয়?

বেঙা—এখানে মহানায়ক আছেন ওখানে থাকিবেন না।

হিরণ্য—হুঁ! [পুনরায় পাঠে বসে]

দ্রংগ—বল্লম চালনায় প্রস্তুত হও সবে।

[ছুটাছুটি করিয়া সকলে কুশপুত্তলিকা দাঁড় করাইতেছে]

তাড়ি—[ভূমে বসিয়া পড়িল] আমি আর পারছি না।

বেঙা—না পারলে দৌড় করাবো। ওঠ—

[দ্রংগনায়ক চাবুক লইয়া অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে মহানায়ক আহারও আরম্ভ করিয়াছেন]

দ্রংগ—৭১৮১! তুমি বসে আছ যে?

তাড়ি—আমার···আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

দ্রংগ—প্রাতঃকালে একপেট খেলি না!

তাড়ি—খানিকটা যব আর শাক! খাওয়ার জন্যই সৈন্য হওয়া। এইটুকু খেয়ে দিনভর দৌড়-ঝাঁপ আমার আর সইছে না।

দ্রংগ—রাত্রেই তো আবার খাবি। ওঠ্ বাবা ৭১৮১, ওখানে যম বসে আছে; শূলে দেবে—

তাড়ি—[প্রায় কাঁদিয়া ফেলে] এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম! সামান্ত একটা যুদ্ধের জন্য এত ধকল কারুর সহ্য হয়? তাও খালি পেটে!

দ্রংগ—অত খাই-খাই করে না বাপ ৭১৮১, তুই ওঠ্ নইলে আমার চাকরী যাবে।

বেঙা—তাছাড়া হুণের গুপ্তচর ছাড়া ক্ষিদে পায় না কারুর, পেতে পারে না।

[দ্রংগনায়কের কটমট্ দৃষ্টির সম্মুখে সে থামিয়া যায়।
তাড়িও অবশেষে অতি কষ্টে-সৃষ্টে উঠিয়াছে।]

দ্রংগ—[হিরণ্যর সামনে গিয়া] দেব সকলেই প্রস্তুত!

হিরণ্য—এ্যাঃ?

দ্রংগ—বল্লম অভ্যাস দেব।

হিরণ্য—কি জ্বালায় পড়লাম! এক যুদ্ধ আরম্ভ করে তো ভারি বিপদ হল! দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ থেকে বেরুতেই পাচ্ছি না! [গ্রন্থ রাখিয়া] জানলে দ্রংগনায়ক, এ পরিচ্ছেদে চন্দ্রকেতু নিদ্রিত রূপকুমারীর দেহ লাবণ্য লক্ষ্য করিতে করিতে···যাক্ সে কথা। হ্যাঁ, কই—কি?

[অগ্রসর হন]

একি কুশপুত্তলিকা কেন?

দ্রংগ—জীবন্ত মনুষ্য আজকাল আর পাওয়া যায় না দেব।

হিরণ্য—যায় না? কি আশ্চর্য্য! আমরা যখন শিক্ষালাভ করেছিলাম, কখনও এসব পুতুল-টুতুলে অস্ত্র চালাই নি। নিষাদ, অনার্য্য বা চণ্ডাল কাউকে না কাউকে ঠিক পাওয়া যেত। টাকা ফেললেই হোতো।

দ্রংগ—আজকাল আর কেউ এগিয়ে আসছে না, দেব।

হিরণ্য—দেশের কি পরিবস্থা। এইটুকু দেশপ্রেম নাই কারুর মধ্যে—যে স্বেচ্ছায় ওখানটায় দাঁড়াবে। হ্যাঁ, শোন সকলে। একে বলে বল্লম। বল্লমের দুটি অংশ, ডাণ্ডা আর ফলক। ইহার বহুবিধ উপকারিতা। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা বিদ্ধ করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই যে···লাঠির মত ব্যবহার করা যায়। তৃতীয়তঃ···কি বলে···আহত হইলে ইহাতে ভর দিয়া··· যাক, ওসব কথা থাক। ৫, এদিকে এস। চালাও বল্লম।

বেঙা—[পুত্তলিকা দেখাইয়া] এঁকে মারতে হবে?

দ্রংগ—হাঁ, মনে কর এ হুণ। এর পেটে মারতে হবে। উদ্যত···ঝট্! একি মারলি না যে? মার!

বেঙা—না।

হিরণ্য—[পেষাদার হুংকার-সহ] কি ?

বেঙা—মারতে ইচ্ছে করে না।

হিরণ্য—ইচ্ছে ? ইচ্ছে করে না !

দ্রংগ—সৈনিকের ইচ্ছা নামক বৃত্তি থাকতে পারে না, জানো না ৫ ?

বেঙা—মানে, এই কুশপুত্তলিকা অবিকল আমার বাপ-টাকুরামের মত দেখতে। দেখুন আপনি। সেই রকম হাসি হাসি মুখ, পেট্টা গোল, মাথায় চুল নেই। আমার বাপকে সবাই টাকুরাম বোলতো। কেন ? কারণ তার টাক্ ছিল।

দ্রংগ—তুমি মারবে কি না ?

বেঙা—ইচ্ছে করে না আর কি ! আপন বাপ। একটাই তো বাপ।

হিরণ্য—উঃ ! এতো মহা জালা হোল। [তাড়িকে] তুই মার !

তাড়ি—দেবাদিদেব, প্রচণ্ড ক্ষুধায় আমি কাতর।—তার ওপর রোদও আজ অত্যন্ত চড়া—

ঘটু—আমারও ক্ষিদে পেয়েছে।

অশ্বি—আমার তো মনে হচ্ছে, বল্লমটাকেই চিবিয়ে খাই আখের মতন। তা'হলে বল্লমের চতুর্থ উপকারিতা পরিস্কার হয়।

দ্রংগ—মুখ সামলে ৪২৪১ !

হিরণ্য—এইটুকু জীবনীশক্তি নেই তোমাদের ? দেশপ্রেম নেই ? যাক্ ও কথা ! চন্দ্রকেতু !…ই-য়ে কি বলে… দ্রংগনায়ক, এই পেটুকদের দৌড় করাও। ক্ষিদেটা আর একটু চন্-চন্ করে উঠুক। আর ঐ ৫-কে দশ-ঘা চাবুক। উঃ ! কি ক্লান্তই না হয়ে পড়েছি। এতক্ষণ একনাগাড়ে রোদে দাঁড়িয়ে থাকা আমার জীবনে আর ঘটে নি।

[আসিয়া বসেন, পানাহার আরম্ভ করেন। ওদিকে তাঁহার আদেশ-পালনের ব্যবস্থা হইতেছে]

দ্রংগ—৫, বর্ম খোলো, পিঠ অনাবৃত কর। চাবুক মারা হবে।

বেঙা—এর উপরে হয় না ?

দ্রংগ—ফাজলামি কোরো না ৫ ; খোলো !

দ্যুম্ন—সকলে দৌড়ের জন্য প্রস্তুত হও। [তাড়ি গুটি গুটি চলিয়াছে হিরণ্যের নিকট—দ্যুম্ন তাহাকে ধরে।]

এই ৭১৮১ কোথায় যাচ্ছিস ?

তাড়ি—[হিরণ্যকে]—ধর্মরাজ, দেখুন না আমায় কি করছে !

হিরণ্য—এই, এই, ছেড়ে দে ! ছেড়ে দে !

[তাড়ি মহানায়কের আশ্রয় লাভ করিয়া পরম কৃতজ্ঞতায় ধুলিতে উপবেশন করে।]

তাড়ি—[হিরণ্যের আহার দেখিতে দেখিতে]—ধর্মরাজ, আমার মা-বাপ, ঐ হাড়টা আপনার খাওয়া হয়ে গেলে, ফেলে না দিয়ে যদি আমায় দেন—

হিরণ্য—এটা আমার কুকুরকে দেবো।

তাড়ি—আমি কুকুরের সব কাজ করতে পারি। কুকুর কি পারে, যা আমি পারি না? আমাকে ধর্মরাজ মা-বাপ যদি দয়া করে রাখেন...কুকুরের পরিবর্তে—[হাড় চর্বন দেখিয়া]—ইস্ ! ঘেউ ! ঘেউ···

[হিরণ্য হাড় নাচাইতেছেন—তাড়ি কুকুরের ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া ডাকিয়া তাহা ধরিতে প্রয়াস পাইতেছে। হিরণ্যের উপন্যাস পাঠে কিন্তু বিরতি নাই। ওদিকে অন্যান্যরা দৌড়াইতেছে। বেগা চাবুক খাইয়া মহা-চিৎকার করে। তাহাতে হিরণ্য একবার বলেন]

হিরণ্য—আস্তে ! আস্তে !

তৃতীয় দৃশ্য (ক) অংশ

[যুদ্ধের নির্ঘোষ, অশ্বের হ্রেষা প্রভৃতি ধ্বনি শোনা যায়। তাহার পর দামামা বাজাইতে বাজাইতে দৌবারিকের প্রবেশ !]

দৌবারিক—অহ-হ, পাটলিপুত্র-বাসী ! শুন ! পুরবাসী শুন ! সুসংবাদ ! মহামান্য পাদুকার আদেশক্রমে পাটলিপুত্রের সকল নগরককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উত্তর সীমান্ত হইতে বিরাট যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ আসিয়া পৌছাইয়াছে। মহানায়ক হিরণ্যময়ূরাক্ষ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পঞ্চ-সহস্র হুণ দস্যুকে নিহত করিয়া পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন। হুণ বর্বরগণ মুংচা, খুংফু, গোম্ফা, মণ্ডং প্রভৃতি গ্রাম অধিকার করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তুক আমারদিগের সেনাবাহিনীর এইরূপ পশ্চাদপসরণ সম্পূর্ণতঃ পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী ! বিরাট যুদ্ধ-জয় ঘটিয়াছে। নহিলে এ পশ্চাদপসরণ কীরূপে সম্ভব ! উত্তর

সীমান্তে বিপুল জয় !

[আমাদের সম্মুখে দৃশ্যমান হয় মগুং গ্রামের উপকণ্ঠে মাগধী বাহিনীর প্রাকার। প্রচণ্ড শীতে কাঁপিতেছে সংসপ্তকরা। তাড়ির বুকে রক্তাক্ত পট্টি। ঘটুর মস্তকে, শঙ্খের একটি পায়ে, অশ্বির এক হাতে, দ্যুম্নের এক চোখে, দ্রংগনায়কের সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন। একমাত্র বেঙা মোটামুটি অক্ষত।]

দ্রংগ—মেরে তক্তা করে দিয়ে গেছে! এমনট' দেখিনি—ঘোড়ায় চড়ে শাঁ-শাঁ করে এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে চলে গেল। তারপরই দেখি পেছনেও হুণ! এভাবে কি করে যুদ্ধ হয় ?

বেঙা—আসলে ওরা ক্ষত্রিয় নয় যে! হুন তো! তাই ধর্ম জানে না; বীরধর্ম একেবারে মাথাতেই ঢোকে না। সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়া ভদ্রলোক কি করে লড়ে বলুন ? আমরা বসে আছি এদিক মুখ করে;—এসো এক-এক করে—এসে মরো, তা না ! পেছন দিক থেকে আচমকা বিকট চিৎকার। তাতেই আমরা একটু দমে গেলাম ! ক্ষাত্রধর্মে এসব নেই। ক্ষাত্রধর্ম কি বলে ? ক্ষাত্রধর্ম বলে ঃ—তুমি হুন, শাস্ত্র মতে তোমার মরা উচিত, নইলে ধর্মের জয় হয় কি করে ? মহাভারত লেখাই বা যায় কি করে ? আমার জেঠা ঝপ্পু ছিলেন সৈনিক ! তিনি বলতেন অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। কেননা অশ্বমেধ যজ্ঞ-টজ্ঞ ওরা বোঝে না। সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের অশ্ব আসছে—তুমি অনার্য তোমার কাজ কি ? তুমি বশ্যতা স্বীকার করে নেবে চুপচাপ। নইলে শাস্ত্র কি বলবে ? তা—শালাদের কি চেতনা আছে ? ধরুন সমতটের একটি গ্রাম ;—অশ্ব তাদের রাজ্যে ঢুকতেই সবশালা একসঙ্গে বাঁশের ডাণ্ডা নিয়ে আমার জেঠাকে আর অন্যান্যদের পিটাতে লাগলো। একি যুদ্ধ ? ঢাল তলোয়ার কই ? বর্ম কই ? খালি গায়ে—বুঝেছেন—খালি গায়ে পিটছে ! ধর্মশাস্ত্রে এসব নেই। সুতরাং অধর্মের জয় হয় হয়। এই সময়ে সম্রাট পশ্চাদপসরণ করে জয়লাভ করলেন।—শাস্ত্র কোন ক্রমে রক্ষা পেল।

দ্রংগ—তোমার কথাগুলোন অত্যন্ত বৌদ্ধ, হে। শূলে চড়বার সাধ হয়েছে নাকি তোমার ?

ঘটু—যাক, যাক ! আপনি বসুন। ঐ শরীর নিয়ে আর শূল-টুল দিতে যাবেন না— ভয় হয় খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে না যায়।

দ্রংগ—ঐ হে যেন মনে রাখে—আমরা এ অঞ্চলকে মুক্ত করতে এসেছি। শ্রীজুতো

বলে দিয়েছেন এসব অনাদিকাল থেকে মগধের পবিত্র ভূমি—বুঝলে ?

শঙ্খ—পবিত্র হতে পারে, কিন্তু বড় ঠাণ্ডা।

অশ্বি—হ্যাঁ, পবিত্র মরুভূমি।

তাড়ি—কত যোজন পালিয়েছি ?......এই... ইয়ে পশ্চাদপসরণ করেছি ?

ঘটু—হিসেব করাও যাচ্ছে না।

দ্রংগ—এসকল কি কথা ? এই সেদিন মহানায়ক বলে গেলেন যে আমরা— আসলে জিতেছি। সে সুসংবাদের পরও যে তোমরা এখন—

ঘটু—দেত্তেরি সুসংবাদ !

দ্রংগ—এ কি ? সাবধান, ২২৯ !

বেঙা—দেশপ্রেম যদি থাকে ঘটু, এসব সুসংবাদ হাসি মুখে সহ্য করা উচিত।

দ্রংগ—৫ তুমি বড্ড বাড় বেড়েছ ! তোমাকে দৌড় করাব—ওঠো—

[অগ্রসর হইতে গিয়া দ্রংগনায়ক টলিয়া পড়িয়া যায়। সকলে ধরিয়া শোয়াইয়া দেয়]

না না কিছু হয়নি, কিছু হয়নি আমার ;—আমায় উঠিয়ে দাও।

শঙ্খ—শুয়ে থাকুন চুপ করে।

ঘটু—একটু আগুন জ্বালা যায় না ? শীতেই তো জমে যাচ্ছে।

অশ্বি—ঐ প্রাকারের কাঠ খুলে এনে আগুন জ্বালা যায়।—

দ্রংগ—সাবধান। ৪২৪১, প্রাকারের ক্ষতি করলে শূলদণ্ড হয়...উঃ, [নীরবতা] মাথাটা একটু ঘুরে গেছে হঠাৎ !

তাড়ি—না খেয়ে। গত তিন দিনে কি খেয়েছি বলতো ?

দ্রংগ—এই ৭১৮১। এই সব পরাজয়বাদের শাস্তি পঁচিশ ঘা চাবুক তা জানো ?

ঘটু—চুপ করুন দিকি, আপনার এখন কাছা খোলা অবস্থা !

তাড়ি—বেঙা, দমনকৃষ্ণ শর্মনঃ কি বলে ? খাবার জোগাড় হয় না ?

বেঙা—চারিদিকে যে মরুভূমি ! ঐ মণ্ডং গ্রাম ফাঁকা, জনমনিষ্যি নেই। কাকে দমনকৃষ্ণের পদ্ধতি বোঝাব বল ! আসলে মরুভূমি মুক্ত করতে আসাই আমাদের অনুচিত হয়েছিল। দেখি এঁর চিকিৎসা করতে পারি কিনা। কেমন লাগছে ?

দ্রংগ—এ্যাঁ ? কিছু না, কিছু হয় নি। তবে পেটে কেমন একটা চাপ লাগছে... হঠাৎ। [বেঙা দেখে নিজের ঢালটি সে ভুল করিয়া দ্রংগনায়কের পেটের উপর রাখিয়াছিল। জীভ কাটিয়া চট করিয়া সরাইয়া লয়—]

নাঃ আর নেই। আর কোন কষ্ট নেই। তুলে বসিয়ে দাও।

তাড়ি—শয়তানের দল! একটা নায়ক বা মহানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েক যোজনের মধ্যে দেখিনি।

দ্রংগ—সাবধান! এতবড় জয়ের পরও যারা এমন···আমি এখানে বসে বসে সব দেখেছি, ৭১৮১! ডাণ্ডা নিয়ে পিটবো! আমাদের অজেয় সংসপ্তক বাহিনীর শৃঙ্খলায়—সামান্যতম বিচ্যুতি আমি সহ্য করবো না। মাত্র গত সপ্তাহে শ্রীপাদুকা আমাদের এই দ্রংগকে আর্যবীর পদক দিয়েছেন, আর এখুনি এই?

বেঙা—পদকের সঙ্গে নিশ্চয়ই এক একটা জামা পাঠাবেন শ্রীপাদুকা, নইলে সে পদক ঝোলাবো কোথায়? [নিজের শতছিদ্র পোষাক দেখায়] আর ঝোলাতে তো হবেই! নইলে সম্রাটের অপমান হয়, বেঙা সেটা মরে গেলেও করতে পারবে না!

দ্রংগ—এই ৫ এর কাছে শেখো তোমরা, কারণ··· ··· ও! তুমি পরিহাস করছ! লজ্জা করে না তোমাদের? কতগুলো হুণ—বর্বর—তাদের কাছে আর্যরা হারতে পারে কখনো? এটা তোমরা বিশ্বাস করো?

ঘটু—চোখের উপর দেখলাম—মাথায় গদার ঘা খেলাম, আবার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে? মারতে মারতে তাড়িয়ে এনেছে!

দ্রংগ—[চিৎকার করিয়া] ওরা আরশুলা খায়! কি করে জিততে পারে? [বাধা কাটাইয়া উঠিয়া দাঁড়ান] আমাদের মহানায়করা মাগধী; সুতরাং বিশ্বজয়ী। মগধ ভারতকে সভ্য করেছিল! [নীরবতা; অবশেষে ভগ্নকণ্ঠে] হারলে বাঁচবো কি নিয়ে?

বেঙা—আপনার কোন চিন্তা নেই, দেব। আমার যুদ্ধের অভিজ্ঞতাটা শুনুন—ঐ সুংচার যুদ্ধক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করছি—হঠাৎ দেখি একসঙ্গে পনেরোটি হুণ—আমাদের দেখা মাত্র ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ঘিরে ফেললো। পাহাড়ের গায়ে পিঠ দিয়ে লড়ে যাচ্ছি সমানে। চারিদিক থেকে সমানে পড়ছে তলোয়ার আর বল্লম। আমরা পালাইনি, পিছু হটিনি—লড়ে গেলাম সমানে! শেষ কালে পনেরোজন হুণ বীরপুরুষ ঘোড়া ফিরিয়ে পলায়ন করলো!

দ্রংগ—সাধু! সাধু! শুনলে তোমরা? পনেরোজনকে পরাস্ত করে এসেছে মোটে···কতজন ছিলে তোমরা?

বেঙা—শ চারেক।

দ্রংগ—মোটে শ চারেক মগধীবীর। এই বীরত্বগাথা থেকে [সকলের হাস্য ! তাড়ি বলে, "এই হাসাস্ নে, ঠোঁট ফেটেছে"] যাঃ শালা ! এসব হচ্ছে বিদ্রোহের সূচনা। কিন্তু আমি মরিনি। পংগুও হইনি ! যতক্ষণ আমি আর এই দ্যুম্ন দাঁড়িয়ে আছি—ততক্ষণ ময়ুর-লাঞ্ছিত পতাকা উড্ডিন।

শঙ্খ—ঘরে এতদিনে আমার সন্তানের জন্ম হয়েছে, বুঝলে ঘটু? তার জন্যে আমায় বাঁচতে হবে। শম্পার জন্য আমায় বাঁচতে হবে। আসবার সময় শম্পা বোলে দিয়েছে—"বেঁচে ফিরতে হবে, মনে থাকে যেন!" তাই ফিরবো। দ্রংগনায়ক ! ওই কাঠ আমাদের চাই। আগুন জ্বালাবো।

দ্রংগ—[তরবারী ধারণ করেন] ৬০৮০ ! অসম্ভব ! তার আগে আমায় মারতে হবে।

শঙ্খ—কার জন্যে এই বীরত্ব আপনার ? তারা তো কোথায় পেছনে বসে সুরা পান করছে ! খাদ্য পাঠায় নি, পরিচ্ছদ দেয়নি, ওদের জন্য শীতে জমবোঁ কেন ? পথ ছাড়ুন !

দ্রংগ—সাবধান, ৬০৮০ ! আর এগিও না ! যতক্ষণ আমি আর দ্যুম্ন দাঁড়িয়ে আছি—ততক্ষণ [দ্যুম্নকে স্পর্শ করিতেই সে পড়িয়া যায়]

ঘটু—জমে মরে গেছে !

শঙ্খ—কোথায় তোরা, শয়তানের দল ? সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত যে বাহিনীকে গড়েছিলেন অজেয় করে, দেখে যা তা'র অবস্থা ! দেখে যা, কেমন করে মগধের গৌরবরবির অস্তগমন হচ্ছে ! কে করল মগধের এই অপমান ? আমরা সৈনিক হিসাবে কারোর চেয়ে কম বীর ? আমরাই তো গড়ে তুলেছিলাম মগধের সাম্রাজ্য ! তবে কে আজ সেই সাম্রাজ্যকে ধূলি লুণ্ঠিত করলো ?

তৃতীয় দৃশ্য (খ) অংশ

[যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বেশ কিছুটা দূরে, আশিক গ্রামে মহানায়কের মণ্ডপ। বিপুল খাদ্য-সম্ভার, সুরার পাত্র, লুণ্ঠিত ধনরত্ন ও একটি বৃহদাকার সিন্দুক। হিরণ্য একাই জাগিয়া আছে। মীনকেতু, কাশীমদ ও শর্বিলক সুরার পাত্র হস্তে অর্ধশায়িত অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ঢুলিতেছে।]

হিরণ্য—লজ্জাকর। শুয়ে নাক ডাকছে দেখ! কোন দুর্ভাবনাই নেই। পরাজয়ের গ্লানি পর্যন্ত নেই। [হাস্যকরতঃ] নিজেদের আবার সৈনিক বলে পরিচয় দেয়। হাঃ হাঃ! নিদ্রার আরাধনা করতেই যেন যুদ্ধে এসেছে।

কাশীমদ—[হাই তুলিয়া] "নিদ্রাদেবির আরাধনা" বললে কথাটা অলঙ্কার সম্মত হ'ত [ঢুলিয়া পড়েন]

হিরণ্য—আমি নিদ্রার আরাধনাই বলে থাকি।

শর্বিলক—আশ্চর্য! আমি "নিদ্রার তপস্যা" বলে থাকি [ঢুলিয়া পড়েন]

হিরণ্য—এটা ব্যাকরণ বিচারের সময় নয়। [একটি বস্তু সশব্দে মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া] এক উল্লুকও জাগে না! যা টেনেছে, জাগবে কি করে? [নিজেরও হাই উঠে] উঃ! কি ঘুমই না পেয়েছে। [শুয়ে পড়েন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাশীমদ উঠেন]

কাশীমদ—শর্বিলক! ওঠো হে, আর কত ঘুমোবে।

শর্বিলক—[উঠিয়া] শীতের ভোরে এই পশুলোমের কম্বলের তলায় যা আরাম!

কাশীমদ—মীনকেতু! উঠুন।

মীনকেতু—[উঠিয়া] জয়ধ্বজ-মীনকেতু।

কাশীমদ—মহানায়ক। উঠুন! [ঠেলা মারেন] [প্রবল আতঙ্কে হিরণ্য অ্যাঁ, অ্যাঁ করিয়া উঠিয়া বসেন]

হিরণ্য—ও, আপনারা! যাঃ, ঘুমই হোলো না।

কাশীমদ—কেন?

হিরণ্য—মা কপালে হাত বুলিয়ে না দিলে আমার ঘুম আসে না।

মীনকেতু—আমার ম-কারান্ত কিছু বোলতে ইচ্ছে হচ্ছে!

কাশীমদ—ছেড়ে দিন, মীনকেতু, ছেড়ে দিন!

মীনকেতু—অনবরত মায়ের কথা বোলে, কানে পোকা বার করে দিলে মশায়।

হিরণ্য—আহা! আর গতকাল সারা সকালে সরযূ নামে দ্বাদশ বর্ষিয়া প্রেমিকার বিরহে কে ফোঁপাচ্ছিল? তখন আমি তো কিছু বলিনি।

মীনকেতু—মহানায়ক হয়েছেন বলে এইসব কুৎসা প্রকাশ্যে রটনা করবেন?

হিরণ্য—আরে যান যান মশাই! আপনার মত যার যৌনবিকৃতি, তার সঙ্গে এক মণ্ডপে থাকাই অনুচিত—কামসূত্রে লেখা আছে।

শর্বিলক—নায়কবৃন্দ, এমন করবেন না। বর্ত্তমানে যখন যুদ্ধক্ষেত্র একদম শান্ত,

তখন আমাদের কর্মহীনতাকে এভাবে বিষাক্ত করবেন না !

মীনকেতু—যুদ্ধক্ষেত্র একেবারে শান্ত মানে ? আপনি ইংগিত করছেন, যে আমি যুদ্ধ করছি না—তাই তো ?

শর্বিলক—শুনুন মীনকেতু—জয়ধ্বজ-মীনকেতু, প্রতি কথায় কেন যে ছ্যাঁত করে উঠছেন বুঝতে পারছি না। আমি বলছি—যুদ্ধ তো হচ্ছেই না—

হিরণ্য—হুনরা নিজে থেকে আবার পিছিয়ে গেছে। আমাদের ভয়েই পিছিয়েছে এতো বোঝাই যায়। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত।

মীনকেতু—আমাদের উচিত ধাওয়া করে গিয়ে পরাজয়ের শোধ নেয়া।

হিরণ্য—পরাজয় ? পরাজয় কাকে বলে ? আমরা পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চাদপসরণ করেছি !

কাশীমদ—মীনকেতু আপনি একটু বুদ্ধি খরচ করুন। আপনি কি চান, এই শীতের মধ্যে আমরা রথে করে চলতে শুরু করি ? [মণ্ডপের বাতায়নের আচ্ছাদন তুলিয়া] ওই দেখুন বরফ পড়ছে !

হিরণ্য—ওরে বাবা ! [সকলে কম্বল মুড়ি দিয়া বসেন] আজকের কাজকর্ম শয্যা থেকেই হবে। হ্যাঁ।শুনুন, মীনকেতু—

মীনকেতু—আপনি যদি ফের আমার নামটা ভুল বলেন, তবে তিন দিন আপনার সঙ্গে কথা কইব না।

হিরণ্য—আজকের কাজকর্ম কি আছে ? [ভূর্জপত্র দেখিয়া] সামরিক পরিস্থিতি। হ্যাঁ। সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গোটা কয়েক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই যে সব নানা সামগ্রী নানা গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে, ও ভাগ হবে কি করে ?

কাশীমদ—ওর তো বাঁধা নিয়ম আছে। মহানায়ক সমান সমান চার ভাগ করবেন—ব্যস্।

হিরণ্য—উঃ কি কঠিন কাজ। যাক পরে করে দেবো। সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আরেকটি কথা : মহাক্ষত্রপ, সৈন্যদের পুরো খাদ্য আপনি লিচ্ছবির শ্রেষ্ঠি সম্পদ গুপ্তের কাছে বেচে দিলেন কেন ?

মীনকেতু—সেটাই বাঁধা নিয়ম। পৃথিবীর যেখানে যত যুদ্ধ হয়েছে, সবেতেই মহাক্ষত্রপ সৈন্যদের খাদ্য অন্যত্র বেচে দেন। তাতে সৈনিকেরা ক্ষুধার্ত ও হিংস্র হয়ে উঠে আরো ভাল যুদ্ধ করে। ভূর্জপত্রে লেখা আছে, দেখুন !

কাশীমদ—তার পুরো টাকা মহাক্ষত্রপ একা মারবেন ? এটাও নিয়ম ?

মীনকেতু—সেটাই নিয়ম ! যেমন—আপনি হাতিগুলি বেচে দিলেন রাজা সারণ-দেবের কাছে ; দিয়ে পুরো টাকা একা মেরে দিয়ে গজারোহী সৈনিকদের পদাতিক করে দেশপ্রেমিক যুদ্ধে পাঠালেন ?

হিরণ্য—ভূর্জপত্রগুলি আমি সঙ্গে আনিনি, তাই নিয়ম দেখতে পারছি না। কিন্তু ধর্ম বলেও তো একটা কথ' আছে। একা একা টাকা মারার নীতিটা আর্যধর্মবিরোধী ! আমি শালা কি এখানে বসে ভ্যারাণ্ডা বাজাব ?

মীনকেতু—পুরো সৈন্য বাহিনীর গরম পোষাক কে বেচে দিলে সামন্ত রাজ সব্যসাচির কাছে ? তখন তো একলা ছেড়ে দোকলার কথা মনে হয়নি আপনার ?

হিরণ্য—[ভূর্জপত্র দেখিয়া] ব্যস্, আজ আর সামরিক সিদ্ধান্ত নেবার কিছু নেই।

শর্বিলক—সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহটিদ্রোহ করবে না তো ? খাদ্য নেই, জামা নেই—সব বেচে দিচ্ছেন !!

হিরণ্য—না, তা কেন করবে ? আজ মেয়েমানুষ এসে পৌছুবে তো ! প্রতি দ্রংগে একজন করে বেশ্যা !

শর্বিলক—আর এর টাকাটা কে মারছে ?

কাশীমদ—ওটা মহামন্ত্রী দেবদত্তর নিজের ব্যবসা। সোজা রাজধানী থেকে মেয়ে চালান দেন।

[সকলে শুয়ে পড়েন]

বিকু, মাধ্বী দিয়ে যা !

[বিকুর মদ্য বিতরণ। নীরবতা]

শর্বিলক—আগুনটা জ্বেলে দে ! যা শীত ! মণ্ডপটা একটু গরম হোক।

[নীরবতা। বিকু আগুন জ্বালিয়ে দেয়]

মীনকেতু—দূর ! কোন কাজ না থাকলে ভাল লাগে ?

কাশীমদ—[সহসা] আচ্ছা একটা খেলা টেলা খেললে হয় না ?

শর্বিলক—ঘর গরম হয়েছে। আসুন খেলা যাক।

হিরণ্য—কি খেলা আগে শুনি, তারপর উঠবো।

শর্বিলক—আমি জানি একটা খেলা, ছোটবেলায় সব ভাই বোনেরা মিলে খেলতাম, বাবা শিখিয়েছিলেন। খেলাটার নাম হচ্ছে, "ইন্দ্রিয়পীড়ন"

কাশীমদ—চমৎকার।

হিরণ্য—নাম শুনে আগ্রহ জাগছে!

শর্বিলক—অতি উৎকৃষ্ট খেলা! আসুন সবাই—যে যার জায়গায় দাঁড়ান।

কাশীমদ—কোথায় দাঁড়াব? কি করতে হবে?

শর্বিলক—এই সিন্দুকটার চার পাশে দাঁড়ান।

হিরণ্য—ঘুরে ঘুরে নাচতে হবে বুঝি? হাত ধরাধরি করে? আসুন জয়ধ্বজ মীনকেতু!

মীনকেতু—আমার পুরো নামটা হচ্ছে ·····ও, ঠিক আছে ঠিক আছে।

কাশীমদ—কি করে খেলে এটা?

শর্বিলক—একটু অপেক্ষা করুন। আমি ভেবে ঠিক করে নিচ্ছি। ম্-ম্-ম্ প্রথমে একজনকে প্রহরী সাজতে হবে।

হিরণ্য—আমি—আমি—আমি প্রহরী!

শর্বিলক—আমার আপত্তি নাই। আচ্ছা প্রহরীকে করতে হবে কি—১১০০ কড়ি নিয়ে প্রতি খেলোয়াড়কে ২৩৩টি করে কড়ি দিতে হবে। এক একটি করে দেবেন। এবং ছয়বার এদিক থেকে ওদিকে দেবেন। তারপর ছয়বার আবার ওদিক থেকে এদিকে—না প্রতি সাতবার অন্তর—কি মুসকিল—

হিরণ্য—[ভীত] আর কেউ প্রহরী হতে চান?

কাশীমদ—মাথা খারাপ? নিজে ঝাঁপিয়ে গিয়ে নিয়েছেন –

শর্বিলক—একটু ভাবতে দিন। [নিজ মনে] চারটি কালো কড়ির পর যদি একটি সাদা কড়ি আসে··· তাহলে প্রহরী করবে কি, যে খেলোয়াড় সে কড়ি পেলো তার ঠিক আগের খেলোয়াড় যদি অন্তত: দুটি···না তিনটি কালো কড়ি পেয়ে থাকে···তবে তাকে ১৭টি নতুন কড়ি দেবে। হ্যাঁ, এবার ক্রমশঃ মনে পড়ছে। প্রহরী ছাড়া একজনকে হতে হবে চোর। কে চোর হবেন?

হিরণ্য—আমি! আমি!

শর্বিলক—না, না, আপনি তো প্রহরী! মীনকেতু?

মীনকেতু—না, চোর আমি হব না।

শর্বিলক—কাশীমদ হবেন?

কাশীমদ—না, এ যা জটিল খেলা দেখছি, কোনো দায়িত্ব নিতে পারবো না।

শর্বিলক—বেশ তাহলে আমিই চোর। প্রথমে প্রত্যেকে চোরকে পাঁচ দিনার

করে দিন।

হিরণ্য—একি ? প্রহরী পাবে না ?

শর্বিলক—না। এ খেলার সেটা নিয়ম নয় !

হিরণ্য—পুরো পাঁচ দিনার ? বাব্বা ! [তিনজনেই শর্বিলককে পাঁচ দিনার করে দেন]

কাশীমদ—তারপর ? তারপর ? এ তো বেশ জমাটি খেলা !

শর্বিলক—আমায় তাড়া দেবেন না ! গজাধিপতি, বড় জটিল খেলা।

হিরণ্য—এ খেলার নাম "ইন্দ্রিয়পীড়ন" কেন হ'ল ?

শর্বিলক—তা আমি কি করে বলবো, মহানায়ক ? প্রথমে চোর নাক টিপে ধরে তিনবার পরিক্রমা করে খেলা থেকে সরে যায় ! [তথাকরণ] কিন্তু এসব যে শেখাচ্ছি আমাদের ১১০০ কড়ি আছে ?

কাশীমদ—মহানায়ক, ১১০০ কড়ি আছে ?

হিরণ্য—কি করে থাকবে বলুন ? তাছাড়া মা আমাকে কড়ি, পাশা প্রভৃতি খেলতে বারণ করে দিয়েছেন।

মীনকেতু—এসব মেয়েলি খেলা আমিও দুচোখে দেখতে পারি না !

শর্বিলক—তা হলে আর খেলে কি হবে ? এদিকে সব নিয়মগুলোও আমার মনে নেই।

হিরণ্য—যাক বাঁচা গেল।

[সকলের শয্যায় প্রত্যাবর্তন]

শর্বিলক—আর একটা খেলা আছে, তার নাম "ঋষি দমন" !

হিরণ্য—নামটা কিন্তু "ইন্দ্রিয় পীড়নের" মতন জোরালো নয়।

শর্বিলক—এটাও কতক কতক ভুলে গেছি। তবে খুব আনন্দদায়ক খেলা ছিল, মনে আছে।

[নিরবতা। বিকুর প্রবেশ]

বিকু—রাজকুল পুরোহিত ঋষি মাতংগাচার্য্য আজ এসে পৌছোবেন, প্রভু।

হিরণ্য—[অর্ধঘুমন্ত] বলে দিস দেখা হবে না।

[বিকুর প্রস্থান]

মীনকেতু—[অর্ধঘুমন্ত] পরিদর্শনে আসছেন ! ঐ ব্রাহ্মণটা এমন ভাব দেখায়—

যেন ক্ষত্রিয় !

হিরণ্য—[অর্ধ-ঘুমন্ত] আপনাদের কারুর কাছে রঙীন কাগজের ছোট ছোট নানা রঙের পতাকা আছে ?

মীনকেতু—[অর্ধ-ঘুমন্ত] কি যে বলেন ? ছোট ছোট নানা রঙের পতাকা যুদ্ধক্ষেত্রে আনবো কেন ?

হিরণ্য—[তন্দ্রাচ্ছন্নভাবেই] না ভাবছিলাম আনতেও তো পারেন। মণ্ডপ সাজাবো।

তৃতীয় দৃশ্য। (গ) অংশ

[মণ্ডুং গ্রামের বাহিরে। প্রাকারে আর কাষ্ঠ নাই। নাতি বৃহৎ এক আগুনের চতুষ্পার্শে সংশপ্তকরা। অদূরে দ্রংগনায়ক মুমূর্ষু।]

ঘটু—কিছুতেই দ্রংগনায়ক এ আগুন পোহাবেন না। বলেন, সামরিক শৃঙ্খলা ভেঙে কাঠ এনে আগুন জ্বালা হয়েছে। —তাই এটা নরকের আগুন ! আর এই ধেড়ে ইঁদুরের মাংস উনি স্পর্শ করবেন না। কারণ উনি আর্য্য !

দ্রংগ—যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি—ততক্ষণ অজেয় আর্য্য দুর্দ্ধর্ষতার বজ্রধ্বজ শক্তি ..... [কাশিতে লাগিলেন]

বেঙা—এটা হল সংস্কৃত ভাষার একটা অসুবিধা। অসুস্থ, মুমূর্ষু ও দুর্ব্বলরা এভাষা বোলতে পারে না। যার দাঁত নড়-বড়ে, সে ও নয়। ভাষাটাই যুদ্ধং দেহি। দ্রংগনায়ক, আপনি প্রাকৃত বলুন, নইলে মরে যাবেন।

ঘটু—এই পুরো দেশপ্রেমিক-যুদ্ধের মধ্যেই কি একটা......একটা সয়তানি আছে। দেশপ্রেম খুব ভালকথা। আমরা ফসল ফলাই, দেশ কত সুন্দর আমরা সবচেয়ে ভাল জানি। কিন্তু এটা কি বুঝতে পারছে না ! রাগ হচ্ছে—জ্বালা ধরছে—পবিত্র ভাব একেবারেই জাগছে না !

বেঙা—পবিত্র দেশপ্রেমিক ভাবের জন্য দরকার হয় খাবার আর গরম জামা। এত শীতে, খালি পেটে—দেশপ্রেম একটু মারখেয়ে যায়।

অশ্বি—[হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া] আমি বলি, চলো আশিক গ্রামে, মহানায়কের মণ্ডপে—গিয়ে খাদ্য কেড়ে আনি।—

তাড়ি—সর্ব্বনাশা কথা এসব ! আর্য্য ওরা। ক্ষত্রিয়। ওদের......ওদের চোখে আগুন থাকে ! ভস্ম করে ফেলবে !

ঘটু—আমিও তাই ভাবতাম। তারপর দেখলাম হুনদের ভয়ে পালাচ্ছে। সংগে

সংগে ওরা ধরা পড়ে গেল। এই যুদ্ধ করতে এসে ওরা ভুল করলো—ক্ষত্রিয় মহত্বের যে মুখোশটা ছিল, সেটা খসে পড়ে গেছে। স্পষ্ট—চোখের সামনে দেখেছি ওরা কাপুরুষ, প্রাণভয়ে ভীত! আর ওসব ধাপ্পায় আমি ভুলি না।

তাড়ি—সর্ব্বনাশ হবে! অনন্ত নরক! ব্রহ্মহত্যার পাপ!

শঙ্খ—তার চেয়ে চলো—ওদের কাছে প্রার্থনা জানাই। ওরা ক্ষত্রিয়! চাইলে সুবিচার পাবো না?

বেঙা—তার আগে বুঝতে হয়, সুবিচার কি? যদি বলো, হে রাজা খেতে দাও—দয়া করে খেতে দেয়া তোমার উচিত—তাতে রাজার আপত্তি হয় না। সে পেট ভরে খেতে দিয়ে—শূলে চড়িয়ে দেয়। তখন তুমি ভরা পেটে মরার শান্তি পাবে। কিন্তু যদি বলো—হে রাজা, তুমি যা দেখাচ্ছ মাইরি, ইচ্ছে করে এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিই।—তাহলে প্রভেদ ঘোচে না। তবে প্রভেদটা বোধ হয় উল্টোয়। তবে সেটা বহু ঝামেলার ব্যাপার। পারবে কি না ভেবে দেখ। সেরকম প্রতিজ্ঞা শুধু খাই-খাই করে হয় না।

শঙ্খ—এ বৌদ্ধ—আমার দৃঢ় ধারণা, এ বৌদ্ধ।

অশ্বি—মারামারি চলবে না—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের গায়ে হাত দেয়া চলবে না। ও সব বৌদ্ধ প্রচার সহ্য করা হবে না।

দুংগ—যতক্ষণ…যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি …..ততক্ষণ মগধ অজেয়।

বেঙা—কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনি আর বেশীক্ষণ বেঁচে নেই।

দুংগ—চারিদিকে বিদ্রোহ …. শুন গুপ্তচর ..কেন বিদ্রোহ? দাসের দল, একটু পরে বেশ্যা এনে দেয়া হবে। বলছি তো! বেশ্যা আসছে—আবার কি চাই?

বেঙা—আর কিছু এরা চায় না। শুনলেন তো। আপনি মিছে উত্তেজিত হবেন না আর্য্য, মারা পড়বেন।

দুংগ—যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুই আর্য্যের কাম্য! ঐ যে—দেখতে পাচ্ছি, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে উদ্যত। আদিত্যগণ জয়ধ্বনি করছেন, স্বর্গে উলুধ্বনি হচ্ছে, পিতৃপুরুষ আশীর্বাদ করছে।

[বেঙা আকাশের নির্দ্দিষ্ট কোণটি পর্যবেক্ষণ করিয়া কিছুই দেখিতে পায় না]

ঘটু—বেশ্যার শকট এসেছে রে! এই ৪২৪১।

অশ্বি—এখনো সংখ্যা বলছিস কোন আক্কেলে রে হতভাগা?

ঘটু—অভ্যাস হয়ে গেছে। আমাদের দ্রংগের একটি মেয়ে প্রাপ্য। নিয়ে আয় গিয়ে।

তাড়ি—আয়, আমরা খাই। ইঁদুর আর পাওয়া যাচ্ছে না। সহস্র সহস্র সৈন্য যদি একটি মাত্র মাঠে ইঁদুর খোঁজে—তাহলে পাবই বা কোথায়? মোটে একটা ইঁদুরে পাঁচটা লোকের পেট ভরে?

ঘটু—দ্রংগনায়ক যে খাচ্ছেন না, একদিক থেকে ভালই। ইঁদুরের মাংসও খানিকটা বাঁচছে, ওর জাতও থাকছে।

[অশ্বির পুনঃ প্রবেশ—অবগুণ্ঠিতা এক নারীসহ। নারীর দুই হাত পিছনে রজ্জুবদ্ধ, নারী ফুঁসিতেছে]

অশ্বি—খাসা জিনিষ পেয়েছি রে—!

ঘটু—ওর হাত বাঁধা কেন?

অশ্বি—নূতন জিনিষ। ঐ সব লোলচর্ম শিবিরবধূ নয়রে—একেবারে আনকোরা।

নারী—আমায় ছেড়ে দে। শয়তানের দল!

[তড়িতাহতের ন্যায় শঙ্খ লাফাইয়া ওঠে—এবং ঘটুও]

শঙ্খ—[গর্জন করিয়া] অশ্বি!

[শঙ্খ ও ঘটু ছুটিয়া আসিয়া অশ্বিকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে দেখা যায় সে নারী—শম্পা।]

ঘটু—এ—এ শঙ্খর বউ।

শম্পা—ওরা আমাদের ঘরদোর ভেঙে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে গো।

[শম্পা তখন স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে]

শঙ্খ—আমরা······আমরা পড়ে আছি এই ঊষর পাহাড়ে, দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিচ্ছি;—আর ওরা আমাদের ঘর থেকে বধূদের কেড়ে এনে আমাদের পশুতে পরিণত করতে চাইছে!

বেঙা—পশুতে অথবা সংখ্যায়!

তাড়ি—ব্যবসা করছে—আমাদের বউদের সতীত্ব নিয়ে।

বেঙা—সংখ্যার বউএর আবার সতীত্ব কি? এখানে ও মেয়েটি হোল—শ্রীমতি ৬০৮০।

অশ্বি—আমাদের আর কার কার বউকে ধরে এনেছে—দেখি এস !

ঘটু—হুনরা শত্রু নয়—শত্রু ঐ পাতুকা, মন্ত্রী, নায়ক আর শ্রেষ্ঠিরা !

[বাইরে পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি, ও নারীর আর্তনাদ]

শঙ্খ—শোন সবাই ! কি করছ ! এরা আমাদের ঘরের মেয়ে। কার সর্বনাশ করছ ? চেয়ে দেখ ওরা আমাদের বধূদের নিয়ে ব্যবসা করছে !

[বেঙা ও দ্রংগনায়ক ব্যতীত সকলের প্রস্থান। বাহিরে নীরবতা নামিয়া আসে, বেঙা সবিস্ময়ে দেখে—দ্রংগনায়ক ইঁদুরের মাংস আহার করিতে থাকে গোগ্রাসে]

বেঙা—আর্য, এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। ইঁদুরের মাংস খেতে খারাপ নয়।

দ্রংগ—[চমকিত, তাহার পর পুনরায় আহার করিতে করিতে] এ, তোর পায়ে পড়ি ভাই, কাউকে বলিস্ নে যেন।

তৃতীয় দৃশ্য (ঘ) অংশ

[মহানায়কের মণ্ডপে তখনও সকলে পশুলোমের কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেছে—বিকুর প্রবেশ]

বিকু—আর্য, অতিথিবর্গ শিবিরের দ্বারদেশে উপস্থিত। —রাজ-কুলপুরোহিত, শক রাজদূত, কুশান রাজদূত—সকলে উপস্থিত।

হিরণ্য—[নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে] বলে দে দেখা হবে না।

বিকু—বলতে গেলে আমার মুণ্ডুচ্ছেদ করে যদি ?

হিরণ্য—ইয়ার্কি নাকি, এখন বাজে কটা ?

বিকু—বেলা দ্বিপ্রহর, দেব।

হিরণ্য—তবে ? এত সকালে এলেই হোলো ? দেখা-ফেকা হবে না।

[এই সময়ে সশব্দে কাড়া-নাকাড়া, বিষাণ-শিঙা সব বাজিয়া উঠে, অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া সকলে উঠিয়া পড়েন]

কাশীমদ—ও কি ? ও কি ?

শর্বিলক—কি ও ?

মীনকেতু—শত্রু !

বিকু—না না দেব, অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।

হিরণ্য—কোন সাহসে? আমার অনুমতি ব্যতীত ঐ সব রণনির্ঘোষের আদেশ দেয় কোন্ শালা? যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিভংগ করে কে? হুনরা যদি শুনতে পেয়ে চমকে গিয়ে আক্রমণ করে বসে?

[এমনি সময় অতিথিবর্গ প্রবেশ করেন—ঋষি মাতংগাচায, শকদূত বল্লভ ও কুশান দূত ওয়েমা]

ঋষি—এই যে! তোরা সব এখানে? গরু-খোঁজা করে বার করতে হয় মহানায়ককে, এমন যুদ্ধ করছিস! তবে জানতাম, কোথাও না কোথাও পাবই।

হিরণ্য—[শুইয়া]—কি চাই?

ঋষি—ওকি? আমরা অতিথি—

মীনকেতু—এইটুকু মণ্ডপে এতলোক ধরে না।

ঋষি—তা' যুদ্ধক্ষেত্রের শত যোজনের মধ্যে তোমাদের দেখা পেলাম না বলেই এখানে আসতে হলো। আরে বাবা, আমরা শ্রীপাদুকার আদেশে পরিদর্শনে এসেছি—

হিরণ্য—শ্রী পাদুকা আপনাদের পাঠিয়েছে, আমাদের শোবার ঘর পরিদর্শন করতে?

বল্লভ—ভারতীয় আতিথেয়তার কি নিদর্শন!

ওয়েমা—ইহা অতি অভদ্র, যে সকলে কম্বলমুড়ি দিয়া আমাদের সম্বর্দ্ধনা করছিস।

হিরণ্য—ভোরবেলায় তুই তোকারি আমার অসহ্য।

কাশীমদ—বরং ইহাই অভদ্র যে অতিথিরা আমাদের শোবার ঘরে এসে সেঁধিয়েছেন।

[অতিথিত্রয় উপবেশন করেন]

ঋষি—পরিদর্শন করে দেখলাম, সৈন্যরা সম্পূর্ণ বিধিবিরুদ্ধভাবে মাঠের ইঁদুর ধরে খাচ্ছে। এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করেছেন?

মীনকেতু—ইঁদুর ধরে খাবে না তো কি কুক্কুটের ঝোল রেঁধে ওদের খাওয়াতে হবে?

ঋষি—সে কথা নয়। বলছিলাম ঐ ইঁদুর কার সম্পত্তি? ধরে ধরে যে খেয়ে ফেলছে, দাম দিচ্ছে? খেলেই হোল!

[নায়কগণ নিরুত্তর]

বল্লভ—আমাদের দেশে বন্য জন্তু মাত্রেই রাজার সম্পত্তি।

ওয়েমা—ইহা আমাদের দেশেও।

ঋষি—সুতরাং প্রতি ইঁদুরের জন্য দুই কার্ষাপণ মূল্য নির্ধারিত হল। এই নিন শাসনপত্র। টাকাটা সোজা পাটলিপুত্রে আমার নামে পাঠাবেন।

[কোন জবাব নাই]

কি ব্যাপার? ঘুমিয়েই পড়ল নাকি? শুনছেন মহানায়ক? মহামান্য মহামন্ত্রী শ্রীপাদুকার আদেশক্রমে আপনার জন্য একটি উপহার প্রেরণ করেছেন।

[ধড়মড় করিয়া হিরণ্য উঠিয়া পরেন, অন্যেরাও আচ্ছাদন সরাইয়া তাকায়]

হিরণ্য—তা সেটা বলবেন তো! কি—। পাঠিয়েছে কি? মাধ্বী সুরা?

ঋষি—বালা, সিঁদুর, কাঁচুলি, ঘাগরা।

হিরণ্য—ঐ দেবদত্তটা পাঠিয়েছে বুঝি? [হাসি]—তা এসব আমি কি করে পোরব? যা শীত কাঁচুলি পরলে দেহের ঊর্ধাংগ তো প্রায় ফাঁকাই থাকে—জমে যাব যে! [সকলে উচ্চহাস্য] ও! আমায় অপমান করেছে?

ওয়েমা—যে রূপ যুদ্ধ আপনি করেছেন, তাতে ইহাই সবচেয়ে ভাল মানাবেন।

হিরণ্য—[ক্রোধে জ্বলিয়া] আর আপনারা যে একপাল কুশান আর শক সৈন্য পাঠালেন—মশাই এ রকম বাবু সৈন্য আমি তো আর দেখিনি! খায়দায় —ঘুমোয় আর যুদ্ধের দামামা বাজলেই ঘোড়ায় চড়ে পালায়!

ওয়েমা—উহারা অতিথিসেনা হচ্ছিস। তাছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ উহারা তেমন পছন্দ করে না।

ঋষি—হিরণ্য, আড্ডা মারার সময় আমার নেই, পাটলিপুত্র থেকে যে আদেশপত্র এনেছি—সেটা পাঠ করে দিয়েই চলে যাব।

হিরণ্য—কি আশ্চর্য্য! আমরা রণক্লান্ত;—বিশ্রাম করছি!

ঋষি—মহানায়ক! রণ যে তোমরা কত কোরেছ, সবাই জানে;—ক্লান্তি তাই দেখিও না, সম্রাটের পত্র শুনতে এই অনিচ্ছা রাজদ্রোহিতা!

হিরণ্য—ওরে বাবা।

ঋষি—সবাই ওঠ। দাঁড়াও ওখানে! [সকলে নানা অস্ফুট মন্তব্য করিতে করিতে ওঠে]

বল্লভ—আমাদের দেশে সম্রাটের আজ্ঞাপত্র পড়ার সময় সকলে উবু হয়ে মাটিতে নাক ঠেকিয়ে শুনতে হয়।

ওয়েমা—আমাদিগের সাম্রাজ্যে ইহাই নিয়ম যে—

হিরণ্য—উঃ! ভোর-রাত্রে ছত্রিশ জাতের লোক শিবিরে ঢুকেছে! [হঠাৎ এদিকে

ওদিকে চাহিয়া] আরেকটা ছিল না ? বুড়োটা কোথায় গেল ? ঐ যে —শুধু দু তিনটে করে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে—?

ওয়েমা—[সহাস্যে]—না, না, তিনি আসিস নি। এই শীত তার পক্ষে অসহ্য হতেন।

ঋষি—[হুঙ্কার করিয়া] সকলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও। যথাযোগ্য সম্মান দেখাও সম্রাটের আজ্ঞার প্রতি !

কাশীমদ—ওঃ, কী গুখোরি করেই না ঢুকেছিলাম সেনাবাহিনীতে ! যার খুশি এসে ধমকাচ্ছে !

ঋষি—সম্রাটের জয় হোক।

সকলে—সম্রাটের জয় হোক।

ঋষি—[শাসনপত্র খুলিয়া]—ত্রিভুবন বিজয়ী ক্ষত্রকুলতিলক বিশ্বরাজচক্রবর্তী, মগধের সম্রাটের আজ্ঞা—উত্তর সীমান্তে হূনবিজয়ী মহানায়ক হিরণ্য-ময়ূরাক্ষ ও তাঁহার পারিষদবর্গের উদ্দেশ্যে : গত পৌষ পূর্ণিমায় পাটলি-পুত্রের প্রত্যন্ত পল্লীর বিক্রমাদিত্য প্রান্তরে অনুষ্ঠিত রথের দৌড় প্রতিযোগিতার ফলাফল :—প্রথম রথ—সারথি কপিলবর্মণ, অশ্বের নাম বায়ুমদ—বাজী—প্রতি দিনারে দশ দিনার। দ্বিতীয়—সারথী সুধন্য, অশ্ব—বেগবতী, বাজী—প্রতি দিনারে তিন দিনার। তৃতীয়—সারথী জামদগ্নি,—অশ্বের নাম কল্পনা—বাজী—প্রতি দিনারে আড়াই দিনার।

কাশীমদ—যাক, জামদগ্নির ওপর ঠুকেছিলাম দশ দিনার, পঁচিশটি দিনার পেয়ে গেলাম। আজকালকার দিনে কম কথা নয় !

শর্বিলক—আর ক্ষৌনিশ ? সারথী ক্ষৌনিশ ?

ঋষি—[তালিকা দেখিয়া]—কুড়িজন প্রতিযোগির মধ্যে উনবিংশতিতম।

শর্বিলক—ওঃ কপালটাই মন্দ। ওর ঘোড়ার নাম উর্মিলা। আগেও দেখেছি ; প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলেই সেই বুদ্ধিভ্রষ্ট কুলটা ঘোড়া মাঠের মাঝে বসে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে দেখে—অন্যেরা কেমন দৌড়াচ্ছে।

হিরণ্য—তা সম্রাটের আজ্ঞাটা কি ?

ঋষি—[পড়েন] আগামী মাঘীপূর্ণিমার প্রতিযোগিতার বাজী ধরিবার শেষ তারিখ ২রা মাঘ। যুদ্ধক্ষেত্রস্থ নায়কগণ বাজীর টাকা ঋষি মাতংগাচার্য মারফৎ প্রেরণ করিতে পারেন। ইতি—ইত্যাদি—সম্রাটের জয় হোক !

সকলে—সম্রাটের জয় হোক।

[বাহিরে সজোরে ঢাক, নাকাড়া, বিষান বাজিতে আরম্ভ করে]

হিরণ্য—আবার কে এল ? যখন-তখন ঐসব অতিথি আসা বন্ধ করতে হবে।

[বিকুর প্রবেশ]

বিবু—সংসপ্তকরা আসছে ! সংসপ্তকরা বিদ্রোহ করেছে ! "মার মার" বলতে বলতে আসছে !

[মণ্ডপের মধ্যে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। মীনকেতু ও ঋষি ব্যতীত সকলেই আত্মগোপনের প্রয়াস পান। শর্বিলক ও কাশীমদ প্রথমেই উধাও হইয়া যান। ওয়েমা ও বল্লভ পালংকের তলায় ঢুকিয়াছিলেন। মীনকেতু ও ঋষি টানিয়া বাহির করেন।]

বল্লভ—মরে যাব, ঠিক মরে যাব !

ওয়েমা—স্বদেশ থেকে এত দূরে—ইহা দুঃভাগ্যজনক !

মীনকেতু—[সরোষে] চোপ ! [নীরবতা] কাপুরুষ, চলুন শক ও কুশান শিবির থেকে সৈন্য নিয়ে এসে প্রত্যাক্রমণ করবো—চলুন।

বল্লভ—শেষ পর্যন্ত মরবোই।

ওয়েমা—ইহা ক্রন্দনময়।

ঋষি—মীনকেতু, আমি এখানে চালিয়ে যাব ঠিক—আপনি সসৈন্যে—

মীনকেতু—আমার নাম জয়ধ্বজ মীনকেতু।

ঋষি—হ্যাঁ, জয়ধ্বজ মীনকেতু। আপনি কুশান ও শক-সেনা নিয়ে শিবির ঘিরে ফেলুন।

বিবু—[বাতায়ন পথে] ক্রমে সব নায়কদের মণ্ডপ ঘিরে ফেলছে !

[মীনকেতু, বল্লভ, ওয়েমার প্রস্থান]

ঋষি—হিরণ্য ! হিরণ্য কোথায় গেল ?

হিরণ্য—[শয্যার কম্বল হইতে মুখ বাহির করিয়া] এই যে আমি।

ঋষি—ওখানে কি করছ, নির্বোধ ! তোমাকেই তো খুঁজছে। ওঠো, ওঠো।

হিরণ্য—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল [উঠিয়া পড়েন] কোথায় লুকোবো ?

[ঋষি একটা জায়গা খুঁজিতেছে]

আমি হয়ত মূর্চ্ছা যেতে পারি !

ঋষি—[ধমকাইয়া] না, তোমার মূর্চ্ছা যাওয়া চলবে না ! খবরদার ! এ শ্যালক মণ্ডপে একটা লুকোবার জায়গা পর্যন্ত রাখো নি ! [সিন্দুক খুলিয়া] এই যে—এর মধ্যে [দৌড়াইয়া আসিয়া হিরণ্য পিছাইয়া যায়]

হিরণ্য—এর ভেতরে? একটু কষ্ট হবে!

ঋষি—কিন্তু, মুণ্ডু কাটা গেলে আরও বেশী কষ্ট হবে।

হিরণ্য—ও হ্যাঁ। বিকু, ভেতরে একটা বালিশ দে।

ঋষি—তুমি কি একেবারে ভোঁট? ঢোকো!

হিরণ্য—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢুকবো তো বটেই। নইলে কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো? [সিন্দুকের মধ্যে দাঁড়াইয়া] কিছু খাবার নিয়ে ঢুকলে হয় না? কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে!

ঋষি—উঃ! এ শ্যালকের জীবন-রক্ষা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হিরণ্য—না না, আমি তো ঢুকছিই। ইয়ে—কামসূত্র বইটা দিন তো—ঐ যে ওখানে আছে।

ঋষি—বোস। [হিরণ্য বসিয়া পড়েন, ঋষি ডালা বন্ধ করিয়া আবার খানিক পরে খুলিয়া বলেন] সজোরে ডালায় কিল মারলে খুলবে।

[ঋষি ডালা বন্ধ করিয়া সারা মণ্ডপ ছুটাছুটি করিয়া ব্যবস্থাদি করেন]

বিকু এখানে আমার ব্যাঘ্র চর্ম পাত—ধ্যানে বোসবো। কমণ্ডলু! ত্রিশূলটা! আর হ্যাঁ, সিন্ধুকটার উপর একটা আচ্ছাদন—

[নিজেই শয্যা হইতে একটা কম্বল তুলিয়া সিন্দুক ঢাকিয়া আসেন। ততক্ষণে হিরণ্য তালা খুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। ঋষি অত লক্ষ্য না করিয়া তাহার মাথার উপর কম্বল বিছাইয়া দেখেন সিন্দুক এত উঁচু কেন? কম্বল অপসারণ ও হিরণ্যের সহাস্য মুখের আত্মপ্রকাশ।]

হিরণ্য—[সহাস্যে] আমি! আমি!

ঋষি—[কিয়ৎকাল তাকাইয়া] কি চাই?

হিরণ্য—ভাবছিলাম বিকুকে নিয়ে ঢুকবো? গা-হাত পা যদি টিপে দিতে হয়। কতক্ষণ এখানে থাকতে হবে তার তো ঠিক নেই!

ঋষি—[হতাশ হইয়া বিকুকে] এ আর কিছু করার নেই! বুঝলি? এমন নীচে নেমেছে যে বিপদটা উপলব্ধি করার ক্ষমতাও নেই!

হিরণ্য—না না, আমি ঢুকছি!

ঋষি—[হতাশা] আবার তো বেরিয়ে আসবে? আমি জানি, এবং এর পরে বেরোবো—যখন ঐ শূদ্রের দল এখানে অস্ত্র হাতে করে ঘুরছে সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে। আমি জানি।

হিরণ্য—না না, আপনি দেখবেন! আর বেরোবো না! মানে আপনি ডালায়

কিল না মারলে বেরোবোই না ! [ইজের খুলিয়া পড়ে] ঐ যাঃ—মা তো নেই—বেঁধে দেবে কে ?

ঋষি—ধরে বোসে থাক। ডালায় কিল মারলে তবে বেরোবে ! ঢোকো।

[ঋষি সিন্দুক ঢাকিয়া দেন]

বিকু, তুই পালা !

[বিকুর পলায়ন। ঋষি ধ্যানে বসিতে না বসিতে ঘটু, শঙ্খ, বেঙা, অশ্বি, দ্রংগনায়কের সশস্ত্র প্রবেশ। ঋষি গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন !]

ঘটু—এই যে ঋষিটা বসে আছে !

দ্রংগ—নায়কশালা গেল কোথায় ? বেজন্মা মহানায়কটা গেল কোথায় ?

ঋষি—[ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া] কে আমার ধ্যান ভংগ করলে ?

ঘটু—একটি থাপ্পড় ঝাড়লে ধ্যান আপ্‌সে ভংগ হবে ! মহানায়ক কোথায় ?

ঋষি—[প্রচণ্ড ভড়কাইয়া, বিষম খাইয়া, সামলাইয়া লন] রে শূদ্র ! ব্রহ্মশাপের ভয় নেই ?

[ইহাতে ঘটু ভড়কাইয়া যায়]

বেঙা—ওর মুণ্ডু কাটিয়া ফেলাই এক্ষেত্রে বিদ্রোহের বিধি। তাহলে আর শাপ দিতে পারে না। আমার মেসো—বিদ্রোহীবীর গগ্‌গুরাম বলতেন—কবন্ধরা কথা কইতে পারে না !

অশ্বি—ঘটু, মার।

ঘটু—তুই মার না।

অশ্বি—মারবোইতো ! মারবোতো কি ? [তরবারি উত্তোলন]

ঋষি—ব্রহ্মহত্যা ? মনে রেখো। তোমার অধস্তন সাত পুরুষ নরকস্থ হবে।

[অশ্বি ঘাবড়াইয়া যায়]

অশ্বি—একি ? এভাবে···না না···। এভাবে ভয় দেখাবার কোন মানে হয় ? আমি কি আপনার গায়ে হাত দিয়েছি ?

দ্রংগ—কোথায়···কি হয়েছে···দেখি ! এই মুনি ! মহানায়ক কোথায় ?

ঋষি—পলায়িত।

দ্রংগ—সত্যি কথা বলছেন তো ?

ঋষি—[গর্জন করিয়া] দূর হও ; ব্রাহ্মণের বাক্যে অবিশ্বাস ?

দ্রংগ—চোপ্‌।

ঋষি—ওঁ নিহন্মি সর্বং যদামধ্যবস্তাবদ হতাশ্চ সর্বেহসুরদানবা ময়া—

দ্রংগ—না জানি কি কাণ্ড বাধায় ! সংস্কৃত বলছে !

ঋষি—রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংঘাঃ হতা ময়া যাতুধানশ্চ সর্বে ।

[বলিতে বলিতে উপবীত বাহির করিয়া ছিঁড়িতে উদ্যত]

দ্রংগ—আ হাঁ হাঁ হাঁ ! ওকি ! ওকি !

শঙ্খ—মারামারী নয় ; মারামারী চলবে না !

বেঙা—তবে কি চলবে ?

তাড়ি—[আহার রত] দুটো চড় চাপড় মেরে ছেড়ে দাও ।

শঙ্খ—ঠাকুর ! মহানায়ক কোথায় বলে দিন না ! দাদা, কেন অমন করছেন ?

ঋষি—শূদ্র ! তোমাদের এত বড় স্পর্দ্ধা, তোমরা আমার কথায় অবিশ্বাস করো ? উপবীত হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ বলছে—মহানায়ক পলায়তি, অথচ বারবার একই প্রশ্ন ? দেবগণ সাক্ষী—আদিত্যগণ সাক্ষী—! মহানায়ক পলায়িত ! উত্তেজনা হচ্ছে [দ্রংগকে] এই উল্লুক, তুইতো শূদ্র ন'স ?

দ্রংগ—আমি ক্ষত্রিয় ।

ঋষি—তবে এই সকল দাসদের সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক ?

দ্রংগ—[ঘাবড়াইয়াছেন, তবে মুখভাব গম্ভীর বজায় রাখিয়া] আরে, যা যা ! খাওয়ার বেলায় তো রাজা ক্ষত্রিয় আর আমার মিল দেখি না !

ঋষি—[বিপুল চিৎকারে সকলে তটস্থ] তোদের সবকটাকে লাথাতে লাথাতে—লাথাতে লাথাতে—লাথাতে লাথাতে—

দ্রংগ—একি ? একি ?

ঋষি—বুক চিরে রক্ত পান করে ছিবড়ে ক'রে ফেলে দেব !

[প্রবল উত্তেজনায় তিনি সিন্দুকের ডালায় কিল মারেন । পরমুহূর্তে মনে পরে সর্বনাশ হয়েছে । তাহাই হয় । ডালা খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান সহাস্যবদন মহানায়ক]

হিরণ্য—উঃ ! শালারা গেছে ? কি গরম না ভেতরটা । তখনই আপনাকে বললাম একটা বালিশ নিয়ে যাই ।

[বলিতে বলিতে তিনি সিন্দুক ছাড়িয়া একেবারে সংসপ্তকদিগের মাঝখানে গিয়া দাঁড়ান]

হ্যাঁ, তারপর ? কিরকমটা কী হোল ? শূদ্রদের কি লাথি মেরে তাড়ালেন ? না ধাপ্পাবাজীর লীলা দ্বারা······

[চারিদিকে সশস্ত্র পীঠমর্দ দেখিয়া ক্রমশঃ তিনি থামেন, কেমন

যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন] খেয়েছে ! [কিঞ্চিৎ হাসিয়া] একটু আগে বেরিয়ে পরেছি !

[পুনরায় তিনি সিন্দুকে বসিয়া ডালা বন্ধ করিতে আরম্ভ করেন। শূদ্রদের সম্বিৎ ফিরিয়া আসে। সকলে মিলিয়া—"ঐ তো," "ধরো শূয়ারটাকে !" প্রভৃতি ধ্বনি দিয়া তাহাকে সিন্দুক হইতে বাহির করে]

ঘটু—আবার ভেতরে ঢুকছে !

[দ্রংগনায়ক বারম্বার মহানায়কের পশ্চাতে লাথি কষেন]

হিরণ্য—আমি মূর্চ্ছা যেতে পারি।

শঙ্খ—কি সাধু ? কি ! সব সাক্ষী রেখে বললেন না—মহানায়ক পলাতক ?

ঋষি—ও যে এর মধ্যে ঢুকেছে এটা আমি জানতাম না !

বেঙা—শঙ্খ এইবার মার্। ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলেছে। সুতরাং সে আর ব্রাহ্মণ নয় ! ব্রহ্মশাপ আর লাগবে না। মার্।

শঙ্খ—না, ওসব চলবে না ! শেষকালে আমার অধস্তন সাতপুরুষ নরকে গিয়ে বসে থাক ! ওর মধ্যে আমি নেই।

তাড়ি—কড়াক্কর চলবে না—মোলায়েম···মোলায়েম করে দিও।

অশ্বি—এই যে মহানায়ক। কেমন লাগছে ? তোমার মেরুদণ্ডমূলে একটি লাথি কষি ?

হিরণ্য—ভির্মী যাবো। আপনারা হয়তো জানেন না—আমার মূর্চ্ছা রোগ আছে।

[সকলের হাস্য]

ঘটু—বিদ্রোহ তো হোল। এবার কি করা যায় ?

বেঙা—সবকটাকে মেরে ফেল। আমার মেশো গগ্গুরাম বলতেন: নায়কদের কবন্ধে পরিণত করে তবে অন্য কথা।

তাড়ি—বেঙা তুমি ভারি বোদ্ধ ! জানলে ?

শঙ্খ—না, ওসব রক্তপাত চলবে না।

দ্রংগ—কিন্তু করা যায় কি ? একটা কিছু তো করতে হবে।

ঘটু—দাঁড়া দাঁড়া ভাবতে দে, আগে তো কখনও বিদ্রোহ করিনি; জানব কি করে ? ঠেকে শিখতে হয় !

[সকলে চিন্তাগ্রস্ত, হিরণ্য সাহস ফিরিয়া পাইতেছেন। ঋষি তাহাকে একান্তে কহেন]

ঋষি—[একান্তে] হয়ে এল এদের !

বেঙা—ঘটু, হয়ে এল এদের ! গগ্‌গুরাম বলে গেছেন, বিদ্রোহ শুরু করলে—আর থামা চলে না। থামলেই শেষ।

তাড়ি—এ সব বৌদ্ধ কথাবার্তা—জানলে বেঙা !—এসব আমাদের দরকার নেই !

অশ্বি—কি আশ্চর্য। কারুর মাথা থেকে কিছুই বেরোচ্ছে না ?

ঋষি—আলোচনায় বোসো।

সকলে—যথার্থ।

শঙ্খ—এই তো একটা পথ পাওয়া গেছে !···আলোচনা করে· কার সঙ্গে আলোচনা ?

ঋষি—আমাদের সঙ্গে, তোমরা বল তোমাদের কি অভাব অভিযোগ ? আমরা সেটা অবিলম্বে সম্রাটকে জানিয়ে প্রতিকার করব।

[নীরবতা]

দ্রংগ—আপনার মতন একটা মিথ্যুক বামুনের কথায় বিশ্বাস কি ?

ঋষি—ঠিক আছে আলোচনায় বোসো না। আমাদের কি ? অন্য পথ ধরো ? তবে মহানায়ক নিজে আছেন।

হিরণ্য—মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হচ্ছে আমি আসলে নেই—

ঋষি—সোজা সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতাম তোমাদের অভিযোগগুলি। খেতে পেতে, বেতন বাড়তো। যাক্, ওসব কথায় আমার কি কাজ ?

তাড়ি—এই মুহূর্তে আলোচনায় বসা হোক।

সকলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আলোচনা ! ওঁরা যখন বোলছেন·· ?

ঘটু—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, দুজনেই যখন বোলছেন—

শঙ্খ—আলোচনা হোক।

বেঙা—এই ডুবলি ! আলোচনা করে পারবি ? ওরা সংস্কৃত বলবেন। বুঝবি ?

দ্রংগ—৫, তুমি বড্ড বৌদ্ধ ! ৩০৮০, তুমি আলোচনা কর।

হিরণ্য—খেতে খেতে আলোচনা হোক। বিকু, অতিথিদের খাদ্য ও সুরা দে !

[সকলের চক্ষু জ্বলিয়া ওঠে। উপবেশন ও আহার]

শঙ্খ—দেখুন দাদা, এরা আমাদের বউদের ধরে এনে ব্যবসা করছে !

ঋষি—এর প্রতিকার হবেই। এটা একটা হিসেবের ভুলে ঘটে গেছে। বলা হয়েছিল—শর্বরী পল্লির নারীদের নিয়ে এস। তা এমন নির্বোধ পাটলিপুত্রের অধিপাল যে সবর পল্লির নারীদের নিয়ে এসেছে! ওর শূলদণ্ড হবেই!

[সকলে আনন্দিত]

বেঙা—তাড়ি, অত খাস্‌নি রে, কথাও শোন মাঝে মাঝে।

ঘটু—এই হিরুদা, এটাকে কি বলে গো?

হিরণ্য—[আরষ্ট হাসির সহিত] মৃগমাংস—মিষ্ট মদিরায় সিদ্ধ—

ঘটু—এসব রোজ খাও তোমরা? [হিরণ্যকে আদরের ঠেলা মারে]

ঋষি—এইভাবে সভ্য আচরণ দ্বারা—সব বিরোধের মীমাংসা করা যায়।

শঙ্খ—দ্বিতীয় অভিযোগ—আমাদের খাদ্য নিয়ে বেচে দিচ্ছে কারা সব?

ঋষি—ও বিষয়ে, অবিলম্বে একটা তদন্ত মণ্ডলী গঠন করিবার নিমিত্ত পাটলিপুত্রের প্রধান পুস্তপালের তৃতীয় সহকার অধিপালের দ্বিতীয় সহকারী নগর-পালের নিকট একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করা আবশ্যক।

তাড়ি—[মুখভর্তি খাদ্য] তা হলে তো চুকেই গেল।

শঙ্খ—আর জামা? আমাদের জামা নেই।

ঋষি—ও বিষয়ে অবিলম্বে একটি তদন্ত মণ্ডলী গঠন করিবার নিমিত্ত পাটলিপুত্রের মহামাত্যের তৃতীয় সহকারী অমাত্যের চতুর্থ সহকারী সমীক্ষকের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করা আবশ্যক।

শঙ্খ—এমন ব্যাপার! তা হলে তো হয়েই গেল!

অশ্বি—এই মদের নাম কি?

হিরণ্য—নিশিথচুম্বন। ওটা তৈরী হয় বিদেশে। তবে আমার মাও বানান।

অশ্বি—বাঃ। মাইরি—তোমরা না, কি আরামে যে থাক!

[এই সময় ভীষণ রণহুঙ্কার ছাড়িয়া সশস্ত্র মীনকেতু, ওয়েমা, বল্লভ, কাশীমদ ও শর্বিলকের প্রবেশ]

মীনকেতু—এই শুয়োরের বাচ্চা! ওঠ্ এখান থেকে! ওঠ্।

শঙ্খ—এ কি! আমাদের তো আলোচনা হচ্ছে?

হিরণ্য—মারো শালাদের! আমাদের আসনে বসে খাচ্ছে, আমাদের গায়ে হাত দিয়ে দাদা বলে ডেকেছে! আলোচনা হচ্ছে?

ঘটু—অস্ত্র !

মীনকেতু—চোপ্ ! অস্ত্র ? কুষান আর শকসেনা সব শূদ্রকে নিরস্ত্র করে মেরেছে !

অশ্বি—বিদেশী সেনা দিয়ে আমাদের মারছেন ! আপনাদের দেশপ্রেম নেই ?

ঋষি—আরে যা যা ! দেশী বিদেশী কি আবার ! দুটিতো দেশ ; তোরা আর আমরা !

ঘটু—অস্ত্র !

বেঙা—আর অস্ত্র নিয়ে কি হবে ? শুধু অস্ত্র থাকলেই হয় না তো। কেন, কাকে, কি জন্য, কিভাবে—এসব বুঝতে হয়।

হিরণ্য—সব শূদ্রকে শূলে দাও ! এক্ষুনি !

কাশীমদ—তার পূর্বে প্রত্যেকের মাথায় একটি করে সুপুরী রেখে লৌহ মুগুরের সাহায্যে ঠং ঠং করে ভাঙবে !

দ্রংগ—আমি……আমি ক্ষত্রিয়—

শর্বিলক—আরে যা যা, তুই তো গরীব ক্ষত্রিয়—মানে শূদ্র !

ওয়েমা—ইহাদের এখুনি শূলে দেয়া আবশ্যক হচ্ছিস। আমার কুশান সেনা অধীর হচ্ছেন !

ঋষি—দাঁড়াও। আমার অন্য প্রস্তাব আছে। আমি এদের কিনতে চাই। এরা কার সম্পত্তি !

হিরণ্য—মহানায়কের ! অর্থাৎ আমার।

ঋষি—কত দাম চাও !

হিরণ্য—কত দাম ? তা মনে করুন—দশ দিনার করে হলে—

ঋষি—দশ দিনার ! এই রকম শুকনো সব দাসের জন্য দশ ! একটু বিবেচনা কর !

হিরণ্য—আট দিনারের কমে হয় না। মা রাগ করবেন।

[দরদস্তুর চলিতে থাকে]

চতুর্থ দৃশ্য

দৌবারিক—উত্তর সীমান্তে বিপুল জয় ! শ্রীশ্রীপাদুকার অনুমতিক্রমে—গত মাসে উত্তর সীমান্তে হুন-বাহিনীকে পুনরায় পরাজিত করিয়াছেন মহানায়ক হিরণ্যময়ূরাক্ষ ! রাতের অন্ধকারে কাপুরুষ হুনগণ মহানায়কের শিবির আক্রমণ করে ! কিন্তু অমিত বিক্রমে সে আক্রমণ প্রতিহত করিয়া

মগধী-বাহিনী ৮৭৬৮ জন হূন-দস্যুকে নিহত ও দ্বিসহস্রাধিককে বন্দী করে। আসুন, যুদ্ধবন্দী দেখুন। হূন-যুদ্ধবন্দী! দর্শনী—এক কার্ষাপণ মাত্র! হূন যুদ্ধবন্দী দেখুন! দর্শনী এক কার্ষাপণ।

[দেখা গেল পাটলিপুত্রের রাজপথে এক খাঁচার মধ্যে,—বেঙা, তাড়ি, শঙ্খ, ঘটু, অশ্বি, দ্রংগনায়ক বিবল-বসনে উপবিষ্ট। দৌবারিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দামামা বাজায় ও ঘোষণা করে।]

বেঙা—যেই খেতে বসলি, অমনি বুঝলাম হয়ে গেছে।

শঙ্খ—ভুল হয়ে গেছে…হোক…পরের বার আর হবে না। আমাদের পরে আসবে যারা…তারা ভুল করবে কেন?

[শম্পা আসিয়া দাঁড়ায়, কোলে শিশু। খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়া সকলে আদর করে শিশুকে—চুক চুক শব্দ করিয়া—নাচিয়া হাসিয়া তাহাকে আদর করে]

[শঙ্খ শিশুটিকে দেখাইয়া বলে] ভবিষ্যৎ! যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই বৌদ্ধ শ্রমণ বজ্রসেন—সে ভবিষ্যৎ ঐ যে! গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন অন্নার্দ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথাইতঃ। সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে অন্ন বিভাগ করাই ধর্ম। সেটা বাস্তবে নেই। কিন্তু তাই বলে সেটা স্বপ্ন মাত্রও নয়—সেটাই ভবিষ্যৎ,—সেটাই মানব-জাতির অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ।

[দৌবারিক তখনও চীৎকার করিতেছে, "এক কার্ষাপণ—মাত্র এক কার্ষাপণ।" কিন্তু তাহার কণ্ঠ ছাপাইয়া—শঙ্খের কণ্ঠস্বর ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে মানবজাতির "অনিবার্য ভবিষ্যৎ-বার্তা।"]

—ঃ যবনিকা ঃ—

সুধাংশু দাশগুপ্ত

১৯২৮ সালে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। পিতা ভাল অভিনয় করতেন—বাড়ীতে অভিনয়ের পরিবেশ ছিল। ছাত্রাবস্থায় সৌখীন অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন ও ক্রমে মার্কসবাদী দর্শনে দীক্ষিত হয়ে গণনাট্য আন্দোলনে যুক্ত হন। কবিতা লেখা দিয়ে সাহিত্য-জীবনের স্থরু। বাংলাদেশের প্রথম ভাষা আন্দোলনে কারাবরণ করেন। পেশায়, এককালে ভারত সরকারের পদস্থ চাকুরে—বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

প্রথম নাটক প্রত্নতত্ত্ব ভিত্তিক 'সোমপুরা থেকে শোনপুর'। দূরুহ বৈজ্ঞানিক বিষয়কে নাটকের বিষয়বস্তু করে তোলা এই প্রথম। পরবর্তী নাটক নক্সাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা 'আমি এ চাইনি'—'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রশ্নের নাটকে প্রবেশ এই প্রথম। অন্যান্য নাটক 'সত্যমপ্রিয়ম', ব্যতিক্রম নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনাধীন। এ ছাড়া বার্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌-এর 'গুড ওম্যান অফ্‌ সেঁজুয়া' অবলম্বনে রচিত 'বহুবল্লভা' সুধাংশুবাবুর অন্যতম সাহিত্যকীর্ত্তি। রবীন্দ্রনাথের তুটি বলিষ্ঠ দর্শন ভিত্তিক ছোটগল্প 'জ্যাঠামশায়' ও 'হৈমন্তী'র নাট্যরূপ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন 'অভিনয়' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

খুব কম লেখেন অথচ গভীর সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে লেখেন এরকম কম সংখ্যক নাট্যকারের মধ্যে সুধাংশুবাবু অন্যতম। প্রতিটি নাটক উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচণ্ড রকমের স্পষ্টবাদী। কিন্তু 'শেষ মুহূর্ত' নাটকটি অন্যধর্মের—কতকটা 'সাংকেতিক' নাটকের পর্য্যায়ে পড়ে। এ ধরণের নাটকে উত্তরণ সুধাংশুবাবুর এই প্রথম।

॥ শেষ মুহূর্ত ॥

সুধাংশু দাশগুপ্ত

[এ নাটকের প্রথম অভিনয় 'ব্যতিক্রম' প্রযোজিত ও অরুণ দাশচৌধুরী পরিচালিত—মুক্তাঙ্গন ৫ই ডিসেম্বর]

[এ নাটকের দুটি মুহূর্ত রচনায় নাট্যকার জ্যঁ আনুই'র "দি কুইন্ এ্যাণ্ড দি রিবেল" ও হ্যারল্ড রবিন্স-এর "দি ইনহেরিটারের" দুটি দৃশ্যের প্রভাব স্বীকার করছেন]

চরিত্র

১।	মিঃ দাশ	॥	তরুণ সাংবাদিক
২।	মাধব	॥	তরুণ অধ্যাপক — এখন বেকার
	পুলিশের বড়সাহেব	॥	মাধববেশী অভিনেতা
	সুভাষ গুণ্ডা	॥	ঐ
৩।	অনন্ত	॥	ব্যাঙ্ক অফিসার
৪।	সেন মশায়	॥	প্রৌঢ় সমাজহিতৈষী
৫।	নবু	॥	ক্রুদ্ধ তরুণ — সেনমশায়ের ছেলে
	ন্যাপার চেলা	॥	নবুবেশী অভিনেতা
৬।	প্রদীপ	॥	ক্রুদ্ধ তরুণ
৭।	সুদীপ	॥	ঐ
৮।	অলোক	॥	ঐ
৯।	সনাতন	॥	যুবক
	পুলিশ অফিসার	॥	সনাতনবেশী অভিনেতা
১০।	সুশান্ত	॥	যুবনেতা
	রামু	॥	সুশান্তবেশী অভিনেতা — চন্দ্রবাবুর ছেলে
১১।	চন্দ্রবাবু	॥	অশীতিপর বৃদ্ধ দার্শনিক
১২।	কল্পনা	॥	তরুনী — অনন্তর কন্যা
	কয়েকজন যুবক	॥	প্রদীপ, সুদীপ, অলোক ও সনাতনবেশী অভিনেতা
	ছায়ামূর্তি	॥	প্রয়োজন হলে বাদ দেওয়া চলবে

॥ একটি দৃশ্যপট। বিরতিহীন। চরিত্রান্তরে প্রবেশে কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন নেই ॥

[মঞ্চের পেছনে দুদিকে দুটো দরজা। এ দুটো দুটি ফ্ল্যাটের প্রবেশ পথ। অন্তরালে এমনি আরও তিনটে ফ্ল্যাট আছে। পাশে একটা ঝুল বারান্দার ইঙ্গিত আছে—যার রেলিং নেই। মঞ্চটা যেন কয়েকটা ফ্ল্যাটজোড়া কমন ড্রইং রুম। সামান্য কিছু আসবাব। পাশের উইংস দিয়ে প্রবেশ করেন মাধব রায়—একতলার বাসিন্দা যুবক। সঙ্গে মিঃ দাশ—খবরের কাগজের রিপোর্টার। তার হাতে ক্যামেরা ও একটি ব্যাটারী সেট টেপরেকর্ডার।]

মাধব—আসুন মিঃ দাশ। এইটাই হচ্ছে এই অভিশপ্ত বাড়ীর দোতলা—এর উপরেই ছাদ।

দাশ—এই দুটো ছাড়া ওদিকে আরো তিনটে ফ্ল্যাট আছে—না? নিচে পনেরোটা। উপরে পাঁচটা।

মাধব—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওপরেরগুলো তিন কামরার ফ্ল্যাট। ভাড়াটা বেশী। নিচে এক এক কামরার পনেরোটি—ভাড়া মাত্র পঞ্চাশ টাকা। প্রত্যেকের সঙ্গে একটি ছোট রান্নাঘর আছে। তবে বাথরুম পায়খানা মাত্র পাঁচটি—তিনকামরার বাসিন্দা মিলিয়ে একটি ক'রে এজমালী বাথরুম পায়খানা। ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডারটা এই সেণ্টার টেবিলটায় রাখুন না। খুব দামী রেকর্ডার মনে হচ্ছে।

দাশ—দামী কিনা জানি না। তবে খুব সূক্ষ্ম কাজ করে—রিসেপশনটা একেবারে

পারফেক্ট। আমি দু একবার ব্যবহার করে দেখেছি—দিস সেট নেভার টেল্স্ লাই। কোণের দিকে ছোট একটা ছাদও আছে দেখছি।

মাধব—ঠিক ছাদ নয়। ঝুলবারান্দা করবার ইচ্ছা ছিল বলে মনে হয় বাড়ীওয়ালার। শেষ পর্য্যন্ত না ছাদ না বারান্দা হয়ে পড়ে আছে।

দাশ—কোন আওয়াজ পাচ্ছেন? [কি যেন শুনতে চেষ্টা করেন]

মাধব—কই না?

দাশ—সে কি? মনে হচ্ছে না কিসের যেন একটা আওয়াজ—একটা শব্দ—একটানা—হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি শুনতে পাচ্ছেন না মিঃ রায়? [টেপ-রেকর্ডার নিয়ে তৈরী হতে যান]

মাধব—বিশ্বাস করুন আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। একতলার দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে আজ তিনবছর আছি। আমি বা একতলার অন্য কোন বাসিন্দাই এ বাড়ীতে কোন শব্দের অসঙ্গতি এ যাবৎ বুঝতে বা শুনতে পাইনি। অথচ—

দাশ—আপনি বলতে চান শব্দের অসঙ্গতি শুধু দোতলার বাসিন্দারাই টের পান! আশ্চর্য্য! আমি কি দোতলায় উঠে এসেই এই দোতলার বাসিন্দাদের মত অনুভূতি বিপর্য্যয়ে পড়লাম—ইট্ ইস্ সো ক্রনিক—আপনি শুনতে

মাধব—না। মিঃ দাশ। আপনি খবরের কাগ লোক—আমি ভেবেছিলাম অনুভূতি বিপর্য্যয় ব্যাধি আপনার নেই। রাগটা যদি ছোঁয়াচে হ'ত —তা হলে দোতলায় উঠবার সঙ্গে স বিপর্য্যয় আমারো হ'ত। একটু কফি খাবেন?

দাশ—তা মন্দ নয়। কটা বাজে। [নিজের ঘড়ি দেখে]

মাধব—[ঘড়ি দেখে] এমন কিছু রাত হয়নি।

দাশ—এখনো সময় হয়নি কি বলেন?

[একটি ফ্ল্যাটের দরজা খুলে একটি তরুণী প্রবেশ করে। রাত জেগে জেগে সমস্ত মুখখানায় যেন ক্লিষ্টতার ছাপ—বয়স বোঝা যায় না।]

মাধব—কল্পনা। এক কাপ কফির ব্যবস্থা করতে পার—এর জন্যে!

কল্পনা—আপনি খাবেন না?

মাধব—আমার জন্যে থাক। এক কাপ হলেই চলবে। তোমার বাবাকে বল—

প্রেসের লোক এসে গেছেন।

কল্পনা—বাবা এখুনি এলেন বলে। [কল্পনা চলে যায়]

মাধব—উপরের পাঁচটা ফ্ল্যাটের ছুটো খালি। এই দৌরাত্ম্য শুরু হবার পরই খালি হয়েছে। ঐ মেয়েটির বাবা অনন্তবাবু—অনন্ত বসু—লোকাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। বহুদিন এই ফ্ল্যাটটায় আছেন। ঐ পাশের ফ্ল্যাটটায় থাকেন সুকুমার সেন। স্ত্রী কিছুদিন আগে মারা গেছেন—একটি ছেলে নিয়ে সংসার। এককালে জেলটেল খেটেছেন—এখন এটা ওটা নিয়ে থাকেন।

দাশ—আর ঐ কোণের ফ্ল্যাটটায়? ন্যাড়া ছাদটার ধারে?

মাধব—ওটাতে ধরতে পারেন কেউই থাকে না। থাকেন অবশ্যই কেউ—চন্দ্রবাবু—বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের দর্শনের অধ্যাপক। এখন মাথাটা যেন কিরকম হয়ে গেছে। একটি মাত্র ছেলে—নাম রামু—খুব এ্যামবিসাস ছেলে। এখন যেন একেবারে বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। প্রায়ই বাইরে বাইরে কাটায়।

[ছুটো ফ্ল্যাটের দরজা প্রায় একই সঙ্গে খুলে যায়। একটা দিয়ে প্রবেশ করেন অনন্তবাবু—পিছনে কফির কাপ হাতে কল্পনা। আর একটা দিয়ে ঢোকেন সেনমশায়—দুজনেই প্রৌঢ়।]

অনন্ত—আর পারছি না মাধববাবু। এই তিনমাসের ধকল আর সহ্য করতে পারছি না।

মাধব—ইনিই প্রেস থেকে এসেছেন। মিঃ দাশ। ইনি অনন্তবাবু। ইনি সেনমশায়।

[নমস্কার বিনিময় হয়। মিঃ দাশ কফির কাপে চুমুক দেন।]

দাশ—[কল্পনাকে] আপনার সঙ্গে পরিচয় তো এই কফি মারফৎই হয়ে গেল।

কল্পনা—[নমস্কার করে] আমি কল্পনা বসু।

দাশ—আপনারা তিনমাস এই যন্ত্রণা ভোগ করছেন—আর আমরা খবর পেলাম মাত্র কাল। তাও পেতাম না যদি মাধববাবু প্রেস অফিসে গিয়ে ধর্না না দিতেন। ক'টা বাজে? [ঘড়ি দেখে]

মাধব—[ঘড়ি দেখে] এখনো সময় আছে।

অনন্ত—উফ্, হোয়াট ড্রেড্ফুল সাউণ্ড।

দাশ—আচ্ছা ঐ আওয়াজটা কি যখন তখন আসে ? না একটা বিশেষ সময়েই শুধু আসে।

সেন—তার কোন ঠিক নেই। তবে অন্ধকার না হলে আওয়াজটা হয় না। দিনের বেলায় কোন প্রবলেম নাই। যত সমস্যা ঐ রাত্রিবেলা। আমাদের দেইখ্যা বুঝতে পারছেন না। রাতে শান্তিতে কেউ ঘুমাই না। সারাদিনে যে যার ধান্দায় থাকি। উদ্বেগে আর অশান্তিতে আমরা কেউই আর সুস্থ নাই।

দাশ—আশ্চর্য্য !

অনন্ত—আশ্চর্য্য তো বটেই। আমরা কেউই কি ভেবেছিলাম যে এমনি একটা সাংঘাতিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব।

সেন—সন্ধ্যার পর মানুষ একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করবে ভাবে। গৃহ তো সেইজন্যেই মশায়। আমাগো হল উল্টো—যতক্ষণ বাইরে থাকি, লোকজনের মধ্যে থাকি—বেশ থাকি—বেশ ভুইল্যা থাকি। ঘরের কথা মনে হলেই যেন জর আসে। আর ঘরে প্রবেশ করলেই তো গেল—মনে হয় যেন যমালয়ে আসছি।

[খালি কাপ নিয়ে কল্পনা ভিতরে চাল যায়]

দাশ—আর তো কোন উৎপাত নেই ? শুধু একটা ভয়—ঐ যেটাকে আপনারা বলেন এক বিশ্রী শব্দের ভয়।

সেন—শব্দ কি মশয়—বলেন শব্দের পাহাড়—একটা ভলকানো না কি কয়, তার মত। হাত থেকে জিনিষ পড়ে—শব্দ হয়। জুতা পইর‍্যা হাটি—শব্দ হয়। ঘর বাড়ী ভাইঙ্গা পড়ে—শব্দ হয়—বেশ বড় রকমের শব্দ। বজ্রপাত হয়—একটা সাংঘাতিক শব্দ হয়। এ সব শব্দ—এগুলারে বুঝি। কিন্তু এইটা—এটা কি মশায়, কি অনন্তবাবু, এটা কি শব্দ ? এ একটা সাংঘাতিক, ভয়ানক—কি কমু—এটা একটা যে কি তা বলে বোঝান যায় না।

অনন্ত—অথচ ব্যাপারটা কি জানেন—খুব একটা যে ভয়াবহ শব্দ তাও নয়। একটা, একটা, কি বলব—

সেন—একটা যেন অশরীরী ঝড়।

অনন্ত—এই অশরীরী ঝড়কে আপনি কি বলবেন মাধববাবু ? আপনি তো ফোনেটিক্স্-এর ছাত্র ছিলেন।

দাশ—আচ্ছা !

মাধব—আঁজ্ঞে ধ্বনীতত্বে অশরীরী ঝড় সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি ।

দাশ—তবু এই ঝড়ের একটা শব্দ তো আপনারা শুনতে পান—একটা সাউণ্ড—যেটা এই টেপরেকর্ডারে ধরা পড়তে পারে ।

সেন—নিশ্চয়ই । আমাগো কানে যখন ধরা পড়ে তখন আপনার ঐ যন্ত্রে—যদি ওটা খারাপ না থাকে—নিশ্চয়ই ধরা পড়বে ।

[অদৃশ্য সেই বারান্দার দিক থেকে একটি ছেলের চীৎকার শোনা যায় । ঠিক যেন আর্তনাদের মত—"আমি চাইনি, আমি চাইনি—ও ওখানে কেন, ও ওখানে কেন ?"]

সেন—কে, কে—তুই ওখানে কি করছিস [ছুটে অন্তরালে যায় । ছেলেটি সেই আগের মত আর্তনাদ করে চলেছে, আর বলছে "সুশান্ত তুই সরে যা—সরে যা সুশান্ত ।" সেনমশায়ের গলা শোনা যায় "নবু চুপ কর—সরে আয় ওখান থেকে ।" নবুকে নিয়ে প্রবেশ করে । নবু তখনও ভয়ে কাঁপছে—সে একটু খুঁড়িয়ে চলে] আয়, সরে আয় নবু । তোকে না ঐ ঝুল বারান্দায় যেতে বারন করেছি । তবে কেন গিয়েছিলি আবার ?

নবু—আমি যেতে চাইনি বাবা । আমি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দাঁড়াতেই কে যেন আমায় টেনে নিয়ে গেল ঐ ঝুলবারান্দাটার কাছে । আর ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল সুশান্ত নিচের ঐ বাগানটার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে । [চীৎকার করে] আঁ—বাবা । ও যেন কি বলতে চায়—ওর গলার কাছটাতে একটা বড় গর্ত—আঁ—

সেন—ঠিক আছে । তোকে কতবার বলেছি ওই খোলা জায়গাটায় যাবি না তবু গিয়েছিলি ? এখন চলতো—হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিবি ।

নবু—ঐ বারান্দাটায় একটা রেলিং দেবার ব্যবস্থা কর বাবা । ওটা বিশ্রী রকমের ন্যাড়া ।

সেন—ঠিক আছে । এখন যাতো—হুশিয়ার মাকে বল—খেতে দেবে ।

[নবুকে দরজার দিকে এগিয়ে দেয়—নবু ভিতরে যায়]

দাশ—সত্যিই তো । ঐ অতবড় বারান্দাটায় রেলিং না থাকাটা খুব অন্যায় । আপনারা বাড়ীওয়ালাকে বলতে পারেন না ?

অনন্ত—তিনি থাকেন বেনারসে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ভাড়া বাড়াবার অজুহাতে উকিল মারফৎ ইজেক্টমেণ্টের মামলা করেছেন। আমরা রেণ্ট-কন্‌ট্রোলে ভাড়া জমা দিয়ে যাচ্ছি।

সেন—আমি দিচ্ছি না।

মাধব—সে' কি আমরা তো সবাই দিচ্ছি।

সেন—আপনারা বোকা। বাড়ী ছাড়তেই যদি হয় তবে ভাড়া দিমু ক্যান। এটাও গেল ওটাও গেল।

অনন্ত—সুতরাং বাড়ীওয়ালার সঙ্গে যে সহজ সম্পর্ক থাকলে প্রায়ই উৎপাত করা যায়, আমাদের সঙ্গে বাড়ীওয়ালার সে সম্পর্ক নেই।

সেন—এ বাড়ীতে অনেক অসুবিধা মশাই। তবু আছি কেন জানেন? কম ভাড়া—তা ছাড়া সহরতলীতে এমন জায়গা পাওয়াও ভাগ্যের কথা।

অনন্ত—আমার কথা আলাদা বুঝলেন। ব্যাঙ্কটা কাছেই—যাতায়াতের সুবিধা আছে। মেয়েটার স্কুলও এখানে—মাষ্টারী করে। সবদিক ভেবে এখনও এ বাড়ীটা ছাড়বার কথা ভাবতে পাচ্ছি না মশাই। তাছাড়া প্রমোশনটা হলে তো কথাই নেই—বড় বাড়ীতে তখন চলে যেতেই হবে।

দাশ—কতদিন এ বাড়ীতে আছেন আপনি?

অনন্ত—সাত বছর।

সেন—আমি মশাই দমদমে জমি কিনে রেখেছি—একটা বাড়ী করেই চলে যাব।

অনন্ত—সে তো এই সাত বছর ধরেই শুনছি। একটা বড় কন্‌ট্রাক্ট পেলেই বাড়ীটা করে ফেলব! কল্পনার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, বুঝলেন মাধববাবু—সর্বক্ষণ ঐ সেনমশাইর কথা তুলে বলতেন—"সেনমশাইকে ত্যাখ, কেমন জমি করে রেখেছেন—কখন টুক করে বাড়ী করে চলে যাবেন দেখবে।" আপনিও টুক করলেন না—তিনিও দেখে যেতে পারলেন না।

সেন—কি করে দেখবেন—বড় কন্‌ট্রাক্ট পেয়েছি? কিন্তু যেদিন পামু—দেখবেন। এই সব আজেবাজে বাড়ীতে থাকে কোন শালায়। [সবাই হাসে—অনন্ত একটু জোরেই] আপনারা মশাই পশ্চিমবাংলার লোক—আপনার স্ত্রী তো এই দেশী মাইয়া ছিলেন না—তাই তিনি বুঝতেন। আপনার দেশ কোথায় দাশমশাই—পূর্ববঙ্গ?

দাশ—না। শান্তিপুর।

অনন্ত—কোন পাড়া ?

সেন—খাইছে—এইবার আপনার ভূগোলের পরীক্ষা দেওয়া লাগে।

মাবব—এবার এসব রাখুন—আসল সময় যে কোন মুহূর্তে এসে যেতে পারে।

[কে যেন উপরে আসছে। তার পদশব্দ শোনা যায়। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনে—যেন ভয়াবহ একটা কিছুর প্রত্যাশা করছে। মাধবই একমাত্র ব্যতিক্রম—সে অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পাচ্ছে না। মাথাটা উইংসের মাঝখান থেকে বের করে কে যেন প্রশ্ন করে "আসতে পারি"। সবাই যেন আশ্বস্ত হয়।]

মাধব—আসুন। আসুন [প্রবেশ করেন সনাতন দত্ত—যুবক] ইনি একতলার বাসিন্দা সনাতন দত্ত।

সনাতন—আমাদের এই দেবালয়ে আজ সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এসেছেন—খবরটা শুনে আর থাকতে পারলাম না।

মাধব—এ বাড়ীটার নাম দেবালয়।

সনাতন—সিনেমার শো'টা স্টার্ট করে দিয়েই তাই চলে এলাম—

মাধব—ইনি সিনেমা হলের বুকিং ক্লার্ক।

সনাতন—ব্যাপারটা কি জানেন মশায়—সুচিত্রা আর উত্তম—

মাধব—ওর ছেলে আর মেয়ে।

সনাতন—ওরা জেগে থাকলে গৃহ পরিত্যাগ করি কার সাধ্য। ওরা ঘুমালো আর আমিও বেরুলাম। আর দেরী কত ?

সেন—এই হইয়া আইলো আর কি।

মাধব—সবাইকে ডাকুন। অনন্তবাবু—আপনি ঘরেই থাকুন আজ। সেনমশায় ?

সেন—আমি কিন্তু আজ ঘুমের ওষুধ খেয়েছি—আজ বুধবার।

মাধব—এইরে—আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না।

সেন—বুঝলেন দাশমশায়। আমি সোম বুধ শুক্র ঘুমের ওষুধ খাই। পারলে রোজই খাইতাম। কিন্তু ডাক্তার বললে রোজ ঘুমের ওষুধ খেলে নাকি সিস্টেম খারাপ হয়ে যাবে। তাই তিনদিন খাই। উৎপাত থাক আর না থাক—সিস্টেমটা ত' খারাপ করতে পারি না। কি বলেন ?

সনাতন—[দাশকে] এই যন্তরটা মশাই দারুণ এনেছেন। আপনাকে আমি বহুবার বলেছি মাধববাবু—দোতলার লোকে যাই বলুক ঐ যন্তরটা

আসুন, দেখবেন সত্যি কথা বেরিয়ে পড়বে।

দাশ—আচ্ছা, সনাতনবাবু! আপনারা একতলার লোক কোনদিন কোন সময়েই কি ঐ শব্দ বা ঐ ধরণের কিছু শুনতে পান?

সনাতন—না।

দাশ—আমি এই দোতলায় এসে দাঁড়ান মাত্রই আমার যেন মনে হল একটা শব্দ। বিশ্বাস করুন—একটা শব্দ যেন তীরবেগে ছুটে আসছিল। অথচ আপনারা বলছেন—

সনাতন—না মশাই। আমরা অনেকবার চেষ্টা করেও শুনতে পাইনি। আশ্চর্য্য ব্যাপার কি জানেন—আমরা যখন দোতলায় আসি, এদের মধ্যে রাত জেগে বসে থাকি তখন শুনতে পাই। আবার যখন আলাদাভাবে আসি, এমনি এলাম—তখন শুনতে পাই না।

দাশ—ষ্ট্রেঞ্জ।

মাধব—আমরা পাড়ার মাস্তানদেরও একবার খবর দিয়ে এনেছিলাম—

সনাতন—জানেন তো এ পাড়ার মাস্তানরা ভারত বিখ্যাত? [দাশ হেসে ওঠে] হাসবেন না। লক্ষ্ণৌ থেকে এক সি. আর. পির অফিসারকে এ পাড়ার থানায় বদলী করে আনবার অর্ডার হয়েছিল। লোকটা ভয়ে চাকরীই ছেড়ে দিল।

দাশ—সত্যি!

সনাতন—সত্যি বলছি। লোকটা নাকি সংবাদপত্র আর রেডিও মারফৎ আমাদের এই জায়গাটার সঙ্গে পরিচিত—মাসে অন্ততঃ তেয়াত্তরবার নাকি এ অঞ্চলের উল্লেখ থাকে। [সবাই হেসে ওঠে] সংখ্যাটা অবশ্য আমার অনুমান।

মাধব—পাড়ার মাস্তানরা বুঝলেন, একদিন দল বেঁধে সবাই এসেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনতে পেল, কেউ কেউ আবার কিছুই শুনতে পেল না।

দাশ—বলেন কি?

সেন—আমার ধারণা ছিল আমাগো পূর্ব্ববাংলার ছেলেরা বোধহয় এই দেশী ছেলেদের থেকে সাহসী। অথচ কি আশ্চর্য্য—আমাগো দমদমের বিধান কলোনীর ব্যাবাক পোলাগো আইনা রাতের পর রাত রেখে দেখেছি—ওরা সবাই শুনতে পায়।

দাশ—আচ্ছা আপনারা প্রথম কবে এই সাংঘাতিক শব্দটা শুনতে পেলেন? মানে, দোতলার সবাই একই দিনে, একই সঙ্গে?

অনন্ত—না ঠিক তা নয়। মানে একই দিনে প্রথমে সবাই শুনতে পাইনি। ঐ যারা ছেড়ে যাওয়া ফ্ল্যাটগুলোতে ছিলেন—ওরাই প্রথমে শুনতে পান। একজন ছিলেন বিজিনেসম্যান। ওর এক ছেলে ওরই নামে ইনকাম ট্যাক্সে বেনামী চিঠি দেয়।

দাশ—কেন?

অনন্ত—ছেলেটি একটু একরোখা—নিজেরও ছোটখাটো একটা ব্যবসা ছিল।

সেন—আসল ব্যাপারটা কি জানেন মশায়। ছেলে বাপের কাছে কিছু টাকা চেয়েছিল—কিন্তু বাপ বললে, দিতে পারি কিন্তু তোমার ব্যবসার শেয়ার দিতে হবে।

দাশ—সেকি! বাপ ছেলেকে বললে?

সেন—আর বলেন কেন মশায়। বাপ-ব্যাটার ঝগড়া চরমে উঠলো। বাপটা বোকা—সে ছেলেকে বললে—বেরো বাড়ী থেকে। ছেলেটা ধুরন্ধর—সোজা ইনকামট্যাক্স অফিসে যেয়ে নাম ভাড়িয়ে মোক্ষম ওষুধ লাগালো।

দাশ—তা সত্যি—আজকাল কাউকে জব্দ করতে গেলে এর থেকে বড় দাওয়াই আর নেই।

সেন—এই নিয়া গালাগালিইতো বেড়ইছে মশায়। খুব রেগে গেলে একজন আর একজনরে গালি দেয়—তোর ঘরে ইনকামট্যাক্স ঢুকুক শালা।

[সবাই হাসে]

দাশ—তারপর কি হল মিঃ বাসু।

অনন্ত—ঐ চিঠির পরেই ওর ফ্ল্যাটটা সার্চ হল একদিন—এগারো লাখ টাকা—এই তাড়া তাড়া নোট নিয়ে গেল মশাই লোকগুলো—ঐ ভদ্রলোক সেইদিন রাত্রেই শুনতে পান সেই অশরীরী শব্দ প্রথমে। তারপর আবার ক'দিন পরে—তারপর রোজ।

সেন—আমরা মশাই শুনে বিশ্বাস করিনি প্রথমে!

অনন্ত—কিন্তু যেদিন আরেকটা ফ্ল্যাটের গোস্বামীবাবু বল্লেন তিনিও শুনেছেন সেদিন যেন কি রকম খটকা লাগল।

[নেপথ্যে চন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। উদাত্ত আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি বলছেন "It is, I allow, a frightful spectacle to

see the prime of a vast nation propelled out of their territory with the rapid sweep of a hearde of Tartars ......His power is no doubt mighty—But liberty ..... is far mightier" পরেই কি যেন একটা পরে যায়। চীৎকার শোনা যায় "কে আছো দরজা খোলো, তৈরী হও।" সবাই যেন সচকিত হয়, ভয় পায়।]

মাধব—আপনারা থাকুন আমি দেখ্‌ছি। সনাতনবাবু—

[ছুটে মাধব ও সনাতনের প্রস্থান]

অনন্ত—চন্দ্রবাবু। ঐ রকম হয়ে গেছেন—নিজেকে মনে করেন আক্রান্ত। আর মাঝে মাঝে চীৎকার করেন—"কে আছো দরজা খোলো"।

দাশ—কিসের দরজা ?

সেন—বাই বাই। দরজা টরজা কিছু না।

অনন্ত—টার্টাররা আক্রমণ করেছে—ওর না'কি সব সময়ই এইরকম মনে হয়। আর খালি বলেন ঐ কথা।

[নেপথ্যে আবার চন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা যায় "দরজা খোলো—তৈরী হও জাগো। কে আছো—দরজা খোলো তৈরী হও।"]

দাশ—আশ্চর্য্য !

সেন—আমরাও তাই কই—আশ্চর্য্য। ঐ গোস্বামীবাবুও কইতেন, আশ্চর্য্য !

দাশ—আপনাদের গোস্বামীবাবু কবে শুনলেন ঐ শব্দ? [তিনি যেন কি নোট করে চলেন]

অনন্ত—তা ধরুন ঐ ইনকামট্যাক্স রেড হবার মাসখানেক পর। ভদ্রলোক সেল-ট্যাক্সের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার ছিলেন। অফিস থেকে ফিরে সেদিন যেন কি রকম কাঁপছিলেন। আমার সঙ্গে রোজই প্রায় গল্প হত সন্ধ্যাবেলা—একসঙ্গে চা'টা খেতুম। দেখা হলে সেদিন জিজ্ঞেস ক'রলাম—কি মশাই শরীর খারাপ করছে না'কি? বল্লেন—না, কি রকম যেন নার্ভাস ফিল করছি। ভদ্রলোকের একটু এদিক ওদিক ছিল—

সেন—এদিক ওদিক সবারই থাকে মশায়—কাজের কথা ক'ন।

অনন্ত—ধমকাবেন না। আপনি কি বলতে চান—সবারই থাকে মানে?

সেন—আহা চটেন ক্যান। আপনার ঐ দোষ—সব কথাতেই ধরে নেন

আপনারে কই—আর চইট্যা ওঠেন।

অনন্ত—না চটবেনা। সেদিন খবরের কাগজে কোথায় এক কোন ব্যাঙ্ক ফ্রডের ব্যাপারে ধরপাকড়ের খবর বেড়িয়েছিল। আপনি কিবকম ট্যারা ট্যারা করে বললেন—ম্যানেজারদের শাট্ থাকলে এমনিই হয়। আপনি কি বলতে চান—আমি ঐ ট্যারা কথা বুঝি না?

সেন—তা কেন—আমি তো আর কথাটা ফার্সিতে বলিনি।

দাশ—যাকগে এসব কথা। কাজের কথা বলুন। তারপর কি হল?

অনন্ত—না আমি আর বলব না। অন্য কেউ বলুক।

দাশ—[হেসে] আচ্ছা, মিঃ সেন আপনিই বলুন।

সেন—[ঈষৎ হেসে] ভদ্রলোকতো অনন্তবাবুকে দেখে খুব নার্ভাস ফিল করতে লাগলেন।

অনন্ত—নো। রং রিপোর্টিং হচ্ছে। আমাকে দেখে নার্ভাস ফিল করছিলেন এ কথা আমি বলিনি। আমাকে দেখে তিনি বললেন যে অফিস থেকে ফিরে ভয়ানক নার্ভাস ফিল করছেন। আমি বল্লাম, ডাক্তার ডাকব। উনি বল্লেন, না থাক। আমার যেন কি রকম মনে হল। ওকে বিশ্রাম করতে বলে চলে এলাম। পরে শুনলাম—উনি ঐ দিন রাত্রেই শুনতে পান সেই শব্দ। আর সেইদিনই ওর অফিসে নাকি ওকে নিয়ে এক এনকোয়ারী সুরু হয়েছে।

দাশ—সেনমশায়। আপনি কবে শুনতে পান।

সেন—আমার আগে উনি—আমি শ্রাদ্ধকালে।

অনন্ত—আমার প্রমোশনের কথা হচ্ছিল। ম্যানেজার থেকে ইন্‌স্‌পেকটর অফ্ ব্রাঞ্চেস্। বহুদিন বহু সাধনার পর সেই চান্স আমার এসেছিল। হেড অফিস থেকে বড় সাহেব ফোন করে ডেকে পাঠালেন। যাব যাব করছি হঠাৎ পুলিশ রেড্ ক'রল আমার ব্রাঞ্চ। এ্যাডভান্সের চার্জে যে ছেলেটি ছিল তাকে ধরে নিয়ে গেল। বিশ্বাস করুন—এতে আমার কোন ভয় পাবার কথা নয়। কিন্তু আমি যেন কি রকম হয়ে গেলাম। রাত্রে ঘুমুতে পার্ত্তাম না—কি যে একটা উদ্বেগ সর্বক্ষণ তা বোঝাতে পার্ব্বনা।…… এমনি এক রাত্রে আমি শুনলাম সেই শব্দ, তারপর বার বার, তারপর রোজ, তারপর সন্ধ্যের পর অন্ধকার হয়ে এলে, সর্বক্ষণ।

দাশ—সাংঘাতিক। আপনারা পুলিশে খবর দিলেন না কেন?

সেন—দিয়েছিলাম। পুলিশের বড়কর্ত্তা সেবার এসে কি দেখলেন অনন্তবাবু—তিনি তো আবার আপনার আত্মীয়!

অনন্ত—সেদিন ছিল এক অমাবস্যার রাত। আমার ভায়রা, পুলিশের বড়কর্ত্তা সাদা পোষাকে সন্ধ্যা থেকে ওৎ পেতে বসেছিলেন এখানে। চারিপাশে সাদাপোষাকে রিভলবার নিয়ে আরও কয়েকজন অফিসার [একে একে প্রবেশ করে মাধব ও সনাতন ও পুলিশ অফিসারের মত পজিশন নেয় —হাতে রিভলবার। মাধব যেন বড়কর্ত্তা। দাশ এক কোনায় টেপরেকর্ডারে মনোনিবেশ করে] এল সেই মুহূর্ত্ত। হঠাৎ কল্পনা দরজা খুলে চীৎকার করে উঠলো।

[কল্পনা দরজা খুলে চীৎকার করে ওঠে। কে যেন তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে দোতলার খোলা ছাদের দিকে।]

কল্পনা—আমি যাবনা, আমি যাবনা—বাঁচাও, আমায় বাঁচাও—[অদৃশ্য সেই মূর্ত্তিটা যেন থেমে গেল। কল্পনাও থেমে গেল] তুমি আমায় ভয় দিতে এসেছ? তোমায় আমি চিনিনা—না আমি চিনিনা। বিশ্বাস করুন এমনি করে ও আমায় প্রায়ই ভয় দেখায়। যখন কেউ বাড়ীতে থাকে না। পাশের ফ্ল্যাটের সবাই হয়ত ঘুমিয়ে আছে। হয়ত বাবা অফিস থেকে তখনও ফেরেনি। তখন ও আসে—আমায় ঘর থেকে টেনে বার করে [আবার চীৎকার করে] ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমায় —বাঁচাও বাঁচাও। [পুলিশ অফিসাররা সন্ত্রস্ত হয়। ওরা তো কিছু দেখতে পাচ্ছেনা। অথচ কিছু একটা ঘটছে এটা বুঝতে পাচ্ছে] বিশ্বাস করুন—ওকে আমি কোনদিন দেখিনি। একদিন আমি ছাদে উঠেছিলাম। তখন উঠতাম, এমনি। খোলা ছাদ, চাঁদের আলো ভীষণ ভাল লাগত'। পাশের গলির বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছটা যেখানে ছাদ ছুঁয়েছে সেখানটায় দাঁড়ালে মনে হত যেন আকাশটা আমার নাগালের মধ্যে এসে গেছে—আমি যেন আকাশটাকে ছুঁতে পাই। [অন্য দরজায় নবু এসে দাঁড়িয়েছে] কে যেন ডাকলো। আমি প্রথমটায় শুনতে পাইনি। আবার কে যেন ডাকলো [নেপথ্যে কে যেন সত্যিই ডাকলো "কল্পনা, কল্পনা" বলে] আমি ছুটে কার্নিশের কাছে গেলাম। উঃ মাগো—সুশান্ত দাঁড়িয়ে আছে—তার গলায় একটা কালো গর্ত্ত। ঐ নবুই সুশান্তকে খুন করেছিল—নবু—

নবু—[চীৎকার করে ওঠে]—না মিথ্যে কথা। আপনারা বিশ্বাস করুন। কল্পনার ধারনা ভুল।

কল্পনা—ভুল? তুমি আমায় বলনি সুশান্ত চিঠি দিয়ে তোমায় শাসিয়েছিল—দলের মধ্যে থেকে কোন নোংরামী ক'রলে সে সহ্য করবে না?

নবু—কিন্তু সে-ই তো নোংরামী করছিল। আমরা যেখানে দিনের পর দিন পালিয়ে বেড়াচ্ছি—খাওয়া নেই, নাওয়া নেই--বাবা, মা, ভাইবোন কারুর সঙ্গে গোপনেও দেখা করতে পারিনা—দলের নির্দ্দেশই ছিল কারুর সঙ্গে দেখা করবে না—সেখানে সুশান্ত দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসত'না?

কল্পনা—এতে নোংরামী কোথায়?

নবু—সে তুমি বুঝবে না। [একটু থেমে] কিন্তু আমি যেদিন একবারের জন্যে আমার মা'কে দেখতে গিয়েছিলাম—কি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল মা তখন! শুধু একবার আমায় দেখতে চেয়েছিল মা। আমি অনেক কষ্টে চোরের মত ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছটা বেয়ে ছাদ দিয়ে মা'কে দেখতে এসেছিলাম। আমার সঙ্গে মা কথাও বলতে পারেনি সেদিন। বাবা বললে—নবু, যদি এক মিনিট আগেও আসতে পারতিস। কল্পনা! অথচ এক মিনিট আগে না আসবার জন্যে আমি সেদিন যা হারালাম, কোন বিশ্বাস, কোন পরম আকাঙ্ক্ষা তা থেকে বড় ছিল না আমার কাছে কোনদিন।...পরদিন সুশান্তের নির্দ্দেশে আমার পায়ে গুলি করা হল।

কল্পনা—সেইজন্যে পুলিশের কাছে তাকে তুমি ধরিয়ে দিয়েছিলে—একটা বিশ্বাসকে সেদিন তুমি হত্যা করেছিলে।

নবু—মিথ্যে কথা।

কল্পনা—সুশান্তকে পুলিশ গুলি করে মারে।

নবু—তার জন্যে আমি দায়ী নই কল্পনা।

কল্পনা—একটা লোক প্রতিবাদ করেনি—বোবার মত সবাই সেদিন সেই হত্যা সহ্য করেছিল। আর আমার মধ্যে একটা যন্ত্রণা তীব্র হতে হতে বিভীষিকা হয়ে উঠল'। মনে হতে লাগল' এ পৃথিবীর সবটাই যন্ত্রণা। যা দেখছি যা ঘটছে সবটাই যন্ত্রনা। রাতে বাইরে যখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলে তখন মনে হয় যেন চারিদিকে যন্ত্রনার আগুন জ্বলে গেছে। যখন সকাল হয়—বিষণ্ণ আকাশে যখন একটু একটু করে আলো ফোটে

—মনে হয় যেন এ নিরর্থক। নবু—আমার এই বিশ্বাসভঙ্গের জন্যে তুমিই দায়ী। ঐ লোকটা—যে আমাকে রাতের অন্ধকারে ধরতে আসে—আমায় রাতের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে চায়—ওতো তোমারই জন্যে আসে। নবু তুমি আমায়ও হত্যা করতে চাও—আমি জানি। [আবার কে যেন কল্পনাকে টেনে আনতে চায়] না আমি যাবনা, আমি যাব না, বাঁচাও, বাঁচাও—

[কল্পনা ছুটে ভিতরে যায়। মাধব রিভলবার থেকে পর পর দুটো গুলি ছোঁড়ে। সবাই স্থির হয়]

সনাতন—কিছু বুঝতে পারলেন স্যর।

মাধব—কিছু একটা ঘটছিল এটা বুঝতে পার্চ্ছিলাম। আচ্ছা ঠিক এই অবস্থায় আপনারা কেউ ছাদে উঠে দেখেছেন?

সেন—খেপেছেন? তবে হ্যাঁ—আমাদের বিধান কলোনীর ন্যাপা—যে মশায় রায়টের সময় চৌদ্দটা নাইড়া মারছিল—তার এক চেলা খালি হাতে ছাদে উঠতে গিয়েছিল একদিন।

মাধব—ন্যাপা—মানে নেপাল দত্ত—সে তো সাংঘাতিক লোক মশায়—শুনেছি এক গণ্ডা মেয়েমানুষ রেখেছিল সে।

সেন—তবেই বুঝুন। কতখানি বুকের পাটা থাকলে একগণ্ডা মেয়েমানুষ রাখা যায়।

সনাতন—ওর নামে তো স্যর আমাদের কাছেই এগারোটা কেস আছে।

সেন—তবেই বুঝুন। কতখানি বুকের পাটা থাকলে এগারোটা কেস্ বুকে নিয়ে ঘোরা যায়। এখন সেই ন্যাপার চেলা যেই ছাদের সিঁড়িতে পা দিয়েছে —[ঢাকের আওয়াজ শোনা যায়—যেন একটা ভয়াবহ কিছুর সঙ্কেত। নবু ন্যাপার চেলা হয়ে এক পা এক পা করে পিছু হঠতে থাকে]

নবু—[ভয়ানক ভয় পেয়েছে] সেনকাকা!

সেন—উঁ!

নবু—সেনকাকা, মনে হচ্ছে গতিক সুবিধার নয়।

সেন—যাও—যাও না—ভয় কি। পিছন পিছন আমরা সবাই যাব।

নবু—মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা যুদ্ধ লেগেছে সেনকাকা। নিরস্ত্র অবস্থায় এ মহাযুদ্ধে যাওয়া ঠিক নয়।

সেন—তোমরা অস্ত্রটস্ত্র কিছুই সঙ্গে আনোনি?

[ঢাকের শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়]

নবু—[বীর বিক্রমে] আমরা কি জানি এখানে সত্যি সত্যি এমন বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হয়। এর পরের দিন যখন আসব অস্ত্র-টস্ত্র নিয়ে আসব। এখন রাত ক'টা ?

সেন—প্রায় ভোর হয়ে এল।

নবু—ট্রাম পাওয়া যাবে ?

সেন—যাবে। তোমরা এখন যাবে নাকি ? এখনও তো অন্ধকার আছে। তোমরা তো খেপিয়ে দিয়ে গেলে—এখন আমাদের যদি কিছু করে ?

নবু—না না কিছু করবে না। ওরা শুধু ভয় দেয়—এরপর যেদিন আসব—বুঝলেন সেনকাকা—সেদিন আপনার ঐ শব্দের সন্ত্রাস চিরকালের মত বন্ধ করে দিয়ে যাব। চলি এ্যাঁ। [প্রস্থান]

সেন—আসলে বলতে দ্বিধা নাই—ন্যাপারা ভয় পেয়েছিল।

মাধব—ছাদটা একবার দেখে আসি চলুন।

[রিভলবার নিয়ে সনাতন রেডী হয়। আবার ঢাকের শব্দ শোনা যায়]

সনাতন—বলছিলাম কি স্যর !

মাধব—কি বলছিলে ?

সনাতন—আরও দু একদিন ওয়াচ করে—দিনের বেলায় গোটা বাড়ীটা ভাল করে সার্চ্চ করে দেখলে ভাল হত না স্যর। বাড়ীটার পজিসন কি, এর কোন ষ্ট্রাকচারাল ডিফিকাল্‌টি আছে কিনা—বা এর কোন জায়গায় কোন জিওফিজিক্যাল ডিস্‌ট্রেস্‌ আছে কি'না—এসব একটু ভেরিফিকেশন হওয়া দরকার। দুম্‌ করে [শব্দটা থেমে যায়] দুম্‌ করে ছাদে উঠবার ডিসিসনটা না নিলেও চলে স্যর। তাই বলছিলাম !

মাধব—আপনাদের গোটা বাড়ীটায় কে কে আছেন বলুন তো ? এইগুলো আগে ভাল করে ইনভেসটিগেট করা দরকার। অফিসার ! নোট করুন।

[সনাতন নোট করতে তৈরী হয়]

আপনি বলুন সেন মশায়। একতলায় কটা ফ্ল্যাট ?

সেন—[প্রায় মুখস্থ বলার ভঙ্গীতে] পনেরোটা—একটা ক'রে ঘর—নটার ভাড়া পঞ্চাশ করে, বাকীগুলোর ভাড়া পচ্‌পান্ন—

মাধব—কত ?

সেন—পচ্‌পান্ন ।

সনাতন—পঞ্চান্ন—ফিফ্‌টিফাইভ্‌ ।

মাধব—অত তাড়াতাড়ি বলবেন না—ধীরে ধীরে বলুন ।

সেন—আসলে এতবার এত লোকে ইনভেস্‌—ইনভেস্‌—ইনভেসমেণ্ট—ঐ কি যেন আপনাদের কথাটা—

সনাতন—ইনভেষ্টিগেশন !

সেন—ঐ, ঐটা এতবার এতলোকে করেছে যে বলতে বলতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেছে !

মাধব—একতলায় কে কে আছে ?

সেন—একটা ফ্ল্যাটে থাকে গোঁরাচাদবাবু। নিজে সরকারী দপ্তরের পিওন, স্ত্রী প্রাইমারী স্কুলের টিচার ।

মাধব—বয়স কত ?

[সনাতন নোট করে যাচ্ছে]

সেন—১৯৪৭ সালে ধরুন ছিল ২৭—আমাগো দেশে বাড়ী—এখন তাহলে ৫২। স্ত্রী হল আমাগো পাশের গ্রামের নলিনাক্ষ মোক্তারের মেয়ে—জন্ম ছাব্বিশ সালের ঝড়ে—এখন বয়স ধরুন ৪৫।৪৬ ।

মাধব—স্বভাব চরিত্র ?

সেন—ভাল। আর একটা ঘরের বাসিন্দা ননীবাবু—প্রেসের কম্পোজিটর। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে বৌবাজার স্ট্রিটে যে গুলি চলেছিল—

মাধব—বুঝেছি—রিবেল—এ্যারেষ্ট হিম ।

সেন—কিন্তু সে' তো ঐ গুলিতে মারা গেল ।

মাধব—স্যরি—ডোণ্ট এ্যারেষ্ট হিম।

সেন—তার দুই ছেলে নন্দ আর আনন্দ ।

মাধব—কি করে ?

সেন—একজন কাটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে—আর একজন রাজনীতি করে।

মাধব—[যেন কিছু পেয়েছে] লেফ্‌টিষ্ট ?

সেন—না, দক্ষিণপন্থী—আমাগো দলে।

মাধব—বেঁচে গেল।

সেন—আর একজন আমাদের সনাতনবাবু। সিনেমাহলের বুকিং ক্লার্ক—

শুনেছি উপরিও আছে—আমাদের দোতলার লোকেদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব।

মাধব—ছেলেমেয়ে আছে ?

সেন—আজ্ঞে একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

মাধব—[উৎসাহিত হয়] বয়স কত ?

সেন—দু'জনেরই চার। [মাধব হতাশ হয়] যমজ। আর একজন মাধব রায়। কলেজের অধ্যাপক—এখন বেকার—টিউশনি করেন। পুলিশের চাকরীর জন্যে সিলেক্ট হয়েছেন বলে শুনেছি।

মাধব—গুড্। আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় নিশ্চয়ই কোন' ষড়যন্ত্র আছে। বাড়ীওলা থাকে বেনারসে, বাড়ীটাও ভাল—ভাড়া কম—ভাড়াটেরাও পুরানো। এদের মুখে শুনেছি, খুব একটা অভিযোগও কারুর নেই। ব্যাপারটা ভাল করে তলিয়ে দেখুন—নিশ্চয়ই কিছু বেড়িয়ে পড়বে।

সনাতন—ইয়েস স্যর।

মাধব—কাল জিওলজিকাল সার্ভেতে খোঁজ করবেন। ওখানে ডঃ ধর আছেন—তার কাছে গিয়ে আমার নাম করে এ বাড়ীর ব্যাপারটা টেক্ আপ করতে বলবেন। অন্য কাউকে বলবেন না—সব শালা অসৎ। সরকারী অফিসের কাউকে বিশ্বাস করবেন না—বিশেষ ক'রে উপরওয়ালাদের।

সনাতন—ইয়েস স্যর।

মাধব—ঐ উপরওয়ালাদের আগাপাস্তোলা চোর। এইরে—আমিও তো সরকারী উপরওয়ালা।

সনাতন—ডঃ ধরকে কি বলব স্যর।

মাধব—তাকে নিয়ে এসে সিসমিক সার্ভে করান—সয়েল টেষ্ট করান। যদি কোন এ্যাবনরমালিটি থাকে—সেটাও কাজে লাগবে। এবার বলুন—আপনি কি করেন ?

সেন—কি করিনা ?

মাধব—আমি জিজ্ঞেস করছি কি করেন ?

সেন—আমিও তো বলছি কি করিনা ? মালটিফেরিয়াস সার্ভিস ব্যুরো—সব রকমের কাজই করি। পারমিটের দালালি থেকে বিয়ের তদ্বির সবই করে থাকি।

মাধব—এককালে জেলটেলও খেটেছেন শুনেছি—ইস ইট্ পলিটিক্যাল ?

সেন—তবে কি ক্রিমিনাল ? দি অসহযোগ মুভমেণ্ট—ওয়ান টাইম। সাইমন

বয়কট—এগেন। কুইট ইণ্ডিয়া—এগেন—

[প্রতিবারই মাধব ও সনাতন কেঁপে কেঁপে ওঠে]

মাধব—তা আপনার মত এমন লোক এই বিশ্রী বাড়ীতে থাকেন কেন?

অনন্ত—বেশীদিন থাকবেন না। দমদমে জমি কেনা আছে—টুক করে বাড়ী করেই চলে যাবেন।

সেন—বাজে কথা বলবেন না। আপনাগো মত ঘটি—

মাধব—চুপ করুন। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনার মত ভি. আই. পি. এখানে থাকেন কেন?

সেন—জনসেবা।

মাধব—মানে? কথাটা কোথায় শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। মানে কি কথাটার —এ্যাঁ?

অনন্ত—উনি এখানকার ষোলটা স্কুলের সেক্রেটারী—একশো চৌষট্টিটি পুজো কমিটির চীফ প্যাট্রন—দুশো বারোটা সমাজ হিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী চেয়ারম্যান। ইচ্ছে আছে—

সেন—ইচ্ছা আছে একবার এম. এল. এ. হই। কিন্তু একখানা টিকিট কায়দা করতে পারছিনা।

মাধব—সে কি মশায়। আমরা পুলিশের লোক, বলতে নেই—একখানা এম.এল.এর টিকিট আপনার মত লোক যোগাড় করতে পারছেন না?

সেন—প্রায় যোগাড় করে ফেলেছি বুঝলেন। এক বড় নেতার স্ত্রীর নামে একখানা রাস্তা বানাইছি। তার মা'র নামে একখানা স্কুল বানাইছি। এগারো বছর বাদে লোকটাকে বাগে আনাইছি—এবার কইছেন—একখানা টিকিট নির্ঘাৎ পামু। যদি অবশ্য এর মধ্যে অঘটন কিছু না ঘটে—যে রকম বছর বছর রাজত্ব পাল্টাচ্ছে, সব সময় ভয়ে ভয়ে আছি মশায়—সবদিক সামলানো যে কি ভয়ানক ব্যাপার তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

মাধব—ঐ ঝুলবারান্দাটার পাশের ফ্ল্যাটটায় কে থাকেন?

অনন্ত—চন্দ্রবাবু। রিটায়ার্ড ফিলজফির অধ্যাপক—বৃদ্ধ।

সেন—নিরীহ নির্বিরোধ মানুষ। দিনরাত পড়াশুনা নিয়ে থাকেন।

মাধব—ছেলেপুলে নেই?

অনন্ত—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। মেয়েটি কালিফোর্নিয়ায় থাকে। ছেলেটির নাম রামু—একটু যেন কি রকম।

মাধব—কি রকম মানে ?

অনন্ত—পড়াশুনা করেছিলো খুব—এ ব্রিলিয়াণ্ট বয়। কিন্তু কিছু করতে পারছিল না। হঠাৎ রাজনীতি নিয়ে খেপলো—ধরো, মারো, খতম করো।

সেন—বাপের সঙ্গে তো প্রায়ই এই নিয়া ঝগড়া হইতো। শেষে বাপটা একেবারে একদিন চুপ হয়ে গেল—আর ছেলেটা হইল বাউণ্ডুলে—এই আছে, এই নেই।

মাধব—হুঁ—দপ্ করে জলে ওঠে, আবার দপ্ করে নিভে যায়। মারাত্মক কিছু নয় তা হলে। বাপটাকে ডেকে দেখবো ?

অনন্ত—কোন লাভ নেই। উনি একেবারে অন্য জাতের মানুষ—ইনডিফারেণ্ট। এই যে আমরা এই যন্ত্রনায় অহরহ জ্বলেপুড়ে মরছি—চন্দ্রবাবুর এ সবে কোন হুঁশ নেই।

[নেপথ্যে শোনা যায় "কে আছো ! দরজা খোল। তৈরী হও ! জাগো।" বলতে বলতে প্রবেশ করেন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ চন্দ্রবাবু। চোখে পুরু লেন্সের চশমা—তাতেও ভাল দেখতে পান না। হাতে একটা নেভা মোমবাতি—এটা সর্বদা ওঁর হাতে দেখা যাবে। ওকে দেখে সবাই যেন ভয় পায়]

চন্দ্র—ওয়াটারলুর যুদ্ধটা কবে হবে বলতে পার ? ওটা হলে আপাততঃ সব মিলে যাচ্ছে। স্পেনিশ এ্যাটাকটা কিছু নয়—বুঝলে ! ওটা একটা পরীক্ষা। ইট্ ওয়াজ এ নেসেসিটি—যেমন মহাভারতের যুদ্ধ—তেমনি। একটু আগুন দিতে পার—আগুন !

অনন্ত—চন্দ্রবাবু। এই এঁরা তদন্তে এসেছেন।

চন্দ্র—[ব্যাপারটা যেন বুঝতে চেষ্টা করেন] দরজাটা খুলে রাখো। কখন কি হয় বলা যায় না—তৈরী থাকতে দোষ কি।

অনন্ত—ঐ শব্দের ব্যাপারে তদন্তে এসেছেন এঁরা।

মাধব—আচ্ছা—আপনি কোন শব্দ শুনতে পান না ?

[চন্দ্রবাবু যেন কি রকম শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তারপর চশমাটা খুলে মোছেন। মাধব এই নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়ায় কি রকম যেন ঘাবড়ে যায়]

মাধব—বলছি—আপনি কোন শব্দের ইয়ে শুনতে পান ? মানে এরা ইসে, যা শুনতে পান ?

চন্দ্র—হ্যাঁ, হ্যাঁ। শব্দতো একটা রিয়ালিটি। একে অস্বীকার করা মস্ত বড় একটা ফ্রড্।

মাধব—আপনি কবে শুনতে পান এই শব্দ?

চন্দ্র—[অনেক চিন্তার পর] অষ্ট্রিয়ার পতন ১৮০৫ সালে। প্রুসিয়ার পতন ১৮০৬। ১৮৪৭ সালে ক্র্যাব রবিন্সন চিঠি লিখলো ওয়ার্ডসওয়ার্থকে —১৮৪৭—একটা ঝড়ো হাওয়ার সংকেত।

মাধব—আপনি কবে শুনতে পান ঐ শব্দ?

চন্দ্র—একশো বছর পর—১৯৪৭ সাল। যেদিন একটা পতাকা উঠলো, আর একটা নামলো। তারপর ঐ রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে শিশির মণ্ডল নামে একটি ছেলের রক্ত ঝরলো—সেইদিন। সেইদিন থেকে শুনতে পাচ্ছি—একে অস্বীকার করা ফ্রড্, জোচ্চুরি। মেনে নাও—যদি জাগতে চাও রাত ভোর—মেনে নাও। যদি তৈরী থাকতে চাও—মেনে নাও। মেনে নাও। একটু আগুন দিতে পার, আগুন, আগুন। [বলতে বলতে প্রস্থান]

মাধব—পাগল নাকি!

অনন্ত—বললাম না হি ইজ নাথিং। আমরা যখন ভয়ে ছটফট্ করি—উনি বলেন মেনে নাও। আমরা যখন বলি অসহ্য—উনি বলেন সহ্য বলে বস্তুটা রিলেটিভ। আমরা যখন ভয়ে চীৎকার করে উঠি—উনি তখন মুচকি হাসেন। ভদ্রলোককে কেন জানিনা আমাদের ভীষণ ভয় করে—আমাদের যন্ত্রণায় উনি যেন মূর্ত্তিমান এক ব্যঙ্গ।

সেন—আমাদের এই সর্বক্ষণের উদ্বেগ যেন কিছু না।

মাধব—ঠিক। এই লোকগুলোই সবচেয়ে মারাত্মক। যারা নিরুদ্বেগে রাতভোর জেগে থাকবার কথা বলে, তৈরী থাকতে বলে—তারা মশাই সত্যই ভয়ঙ্কর। এই লোকগুলোই হচ্ছে মূর্ত্তিমান অনিয়ম। আসলে এরাই ভাঙ্গতে শেখায়। যারা তৈরী নেই—তারা তো মশাই কিছুই না। তৈরী হও—জাগো—ডেন্‌জারাস্!

[বারান্দার দিক থেকে নবু আবার চীৎকার করে ওঠে "ও, ও ওখানে কেন? সুশান্ত তুই বিশ্বাস কর—আমি চাই নি।" সবাই সচকিত হয়। সেনমশায় ছুটে গিয়ে ছেলেকে ধরে নিয়ে আসেন]

সেন—তুই আবার ওখানে গিয়েছিলি? আমি যত চাই, তুই ওখানে যাবিনা—

তুই তত ঐ খোলা জায়গাটায় যাবি ? আয়, এখানে আয়।

নবু—বিশ্বাস করুন—আমি কিছুই জানি না। ব্যাপারটা এমনিই ঘটে গেল—এমনিই। আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে এল পুলিশ। এই এরা [মাধব ও সনাতনকে দেখিয়ে] ঐ দক্ষিণদিকের পোড়ো বাড়ীটার মধ্যে সবাইকে আটকে রাখলে। [আলো কমে আসে—এক কোনায় দাঁড়িয়ে নবু। তখন আরো তিনটে ছেলেকে দেখা যাচ্ছে। আর সবাই ঝাপসা অন্ধকারে] তোমরা কারা জানিনা। তোমাদের মুখ চিনি—নাম জানিনা। হয়ত' যে নাম বলবে তা আমার শোনা। হয়ত' সে নামে কাউকে জানি—হয়ত, জানিনা। তবু বলবে কি—কি তোমাদের নাম ?

একজন—প্রদীপ।

আর একজন—সুদীপ।

আরও একজন—অলোক।

নবু—তোমরা কেউ সুশান্তকে চেন ?

সুদীপ—না। কিন্তু সে আমাদের নেতা—তার নাম চিনি।

নবু—তোমাদের নামও আমি চিনি—কিন্তু তোমাদের চিনি না।

প্রদীপ—তুমি ?

নবু—আমি নবেন্দু।

প্রদীপ—কি আশ্চর্য্য ! তোমার লেখা চিঠি ছেপে আমাদের মধ্যে বিলানো হয়েছে। তোমার নাম চিনি, কিন্তু তোমায় চিনি না।

নবু—আমাদের নেতারও নাম আমরা চিনি—কিন্তু নেতাকে চিনি না।

অলোক—তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন ?

নবু—আমার শাস্তি হয়েছে। নেতার নির্দ্দেশে আমার পায়ে গুলি করা হয়েছে।

অলোক—কেন ?

নবু—কেন ? আমি আমার মৃত্যুপথযাত্রী মা-এর মুখ দেখতে চেয়েছিলাম। বল—এটা কি অপরাধ ?

প্রদীপ—জানিনা। আমি এক নিঃস্ব বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের চোখের জলে ভুলে যেতে বসেছিলাম এক মহান কর্তব্য। বল—এ দুর্ব্বলতা কি অপরাধ ?

সুদীপ—জানিনা। আমি এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার চোখের জল দেখে তার

সিমন্তীনির দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে কেঁপে উঠেছিলাম। বল—এটা কি অপরাধ?

অলোক—জানিনা। আমি আমার বাবাকে খুন করেছি। বাবার চোখ দুটোকে এখনও আমার মনে পড়ে—এত অবিশ্বাস কোনদিন কোন চোখে আমি দেখিনি। আমাদের চোখে যে অবিশ্বাস—বিশ্ব সংসারের সব মহৎ প্রচেষ্টায় যে পুঞ্জীভূত অবিশ্বাস ছিল আমাদের চোখে—আমার বাবা যখন রক্তাক্ত অবস্থায় শেষবারের মত আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন তখন সে চোখে তার থেকেও বেশী অবিশ্বাস আমি দেখেছিলাম। অবিশ্বাসে সাদা হয়ে আসছিল সে চোখ। সে চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, আমি বোধ হয় অন্ধ হয়ে যাব—আমি বোধহয় বোবা হয়ে যাব চিরকালের মত।

[পুলিশের বড় সাহেব হিসেবে যে প্রবেশ করে—সে মাধব। সবাই উঠে দাঁড়ায়। মাধব একটু ভয় পায়]

মাধব—[হাতে রিভলবারটা ধরা] তোমাদের মধ্যে কে যে সুশান্ত জানিনা। আজ রাতের মধ্যে যদি স্বীকার না কর তা হলে কাল ভোরবেলা সবক'জনকে গুলি করে রাস্তায় ফেলে দেব। আমরা এখন চলে যাচ্ছি। ঐ বাঁ দিকের দরজার শেষে সিপাইরা আছে—যদি পালাবার চেষ্টা কর—একজনও জ্যান্ত ফিরবে না।

[পুলিশ অফিসার হিসাবে যে প্রবেশ করে—সে সনাতন —সঙ্গে একটি যুবক। বোঝা যায় তাকে প্রচুর প্রহার করা হয়েছে]

সনাতন—এই আর একজন স্যর। আমাদের লিকুইডেশন স্কোয়াড ধরে এনেছে। রিপোর্ট বলছে—এই-ই সুশান্ত চ্যাটার্জী।

মাধব—[যুবকের পেটে ঘুসি মেরে] কি নাম তোর?

যুবক—হরিপদ জোয়ারদার।

মাধব—মিথ্যা কথা। আমাদের কতজনকে খুন করেছিস?

যুবক—একজনও নয়।

মাধব—[আবার ঘুসি মারে] রাসকেল—আজ তোকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলব। অফিসার!

সনাতন—বলুন স্যর?

মাধব—সুশান্ত চ্যাটার্জীর নামে অভিযোগটা পড়ুন তো ?

সনাতন—[কিছু একটা পড়িতে পড়িতে] পশ্চিমবাংলায় দুজন কনস্টেবল সহ এগারোজন পুলিশ অফিসার, তামিলনাডুতে একজন, উড়িষ্যায় দুজন, হায়দ্রাবাদে ছ'জন। সবশুদ্ধ উনিশজনকে খুনের অপরাধে তাকে খোঁজা হচ্ছে।

মাধব—তবে যে বলছিলি একজনও না।

যুবক—আমি মিথ্যা বলিনি। যদি খুন ক'রে থাকতাম তা হলে জোর দিয়ে সে কথা বলতাম।

মাধব—অঁ, সিভালরি। নিরীহ সরকারী কর্মচারীদের খুন করার মধ্যে বাহাদুরি কি আছে—অঁ্যা।

যুবক—যুদ্ধক্ষেত্রে নিরীহ, বল, এসব বিচার করে কামান দাগা হয়না—আলাদা আলাদা ভাবে সব সৈনিকই নিরীহ।

মাধব—পেছন থেকে ছুরি মারিস্ কেন—সামনে আসতে পারিস্ না ? অন্ধকারে কেন—আলোয় এস—মুখোমুখি লড়াই কর—দেখি লড়াই-এর হিম্মত কত ?

যুবক—সামনে লড়াই হয় সমানে সমানে। যথেষ্ট অস্ত্র থাকলে সামনে বড়রাস্তায় দিবালোকেই যুদ্ধ করতাম।

মাধব—[আবার মারে] রবাবি কত—শালা বেজন্মার পুত্তুর।

প্রদীপ—[হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে] ভদ্রভাবে কথা বল।

মাধব—হুঁ—তবে যে এতক্ষন বলছিলে—তোমরা কেউ কিছুই জাননা। এমনকি ভাজা মাছটা উল্টে খেতেও পারনা—পুলিশ মিছিমিছি ধ'রে এনেছে। শালা—তবে এত উত্তেজিত হয়ে পড়লি কেন ? [প্রদীপের চুল ধ'রে ঘুসি মারে]

প্রদীপ—চোখের সামনে এমনি নির্য্যাতন দেখলে যে কোন সুস্থ লোকই উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

মাধব—যখন নিরীহ লোকগুলোর মাথাকেটে রাস্তায় রাস্তায় তাই হাতে নৃত্য করে বেড়াতি, তখন তো উত্তেজিত হস্‌নি। মায়ের সামনে ছেলেকে খুন ক'রে তারই রক্ত মায়ের গায়ে ছিটিয়ে দিতি, তখন তো রক্ত গরম হয়নি। যখন একটা ছোট শিশুর সামনে তার বাবার মাথাটা কেটে ফেলে দিতিস্, তখন তো উত্তেজিত হস্‌নি ?

প্রদীপ—ডান, বাম, মধ্য—সবাই এই পদ্ধতিতেই কাজ করে এসেছে এতদিন—এ অপরাধ শুধু আমাদেরই নয়।

মাধব—কিন্তু তোরাই তো পথ দেখিয়েছিস্ শালা।

প্রদীপ—না আমরা নই—আমাদের পথ দেখিয়েছে অন্যরা। আমাদের প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত করেছে তারাই। একবার বলেছে শত্রু এ। আর একবার বলেছে এ নয়—ও, ও-ই তোমাদের শত্রু। শেষকালে দিশাহারা হয়ে আমরা সামনে যাকে পেয়েছি তাকেই শত্রু বলে মেরেছি। অপরাধ যদি কারুর থাকে, তা হচ্ছে তাদের। তাদের মাথায় দাঁড়িয়ে তোমরা কখনো একে, কখনো ওকে অপরাধী বলে তাড়া কর। অথচ আসল অপরাধী তোমাদের পায়ের নীচে। যে নড়লে তোমরাও নড়—যে বসে পড়লে—

মাধব—চুপ রও। জ্ঞান দিচ্ছে—শালা বেজন্মার পুত্তুর।

প্রদীপ—খবরদার—ও কথাটা শুধু অশ্লীল নয়, অভদ্র।

মাধব—অফিসার ?

সনাতন—ইয়েস স্যর !

মাধব—ঐ 'অভদ্র' কথাটা কোথাও আমরা শুনেছি ?

সনাতন—কোথাও শুনিনি স্যর।

মাধব—তা হলে কথাটা নিশ্চয়ই মারাত্মক। এ ছেলেটির ভদ্রতাবোধ আছে—এটা সবচেয়ে মারাত্মক। একে সেগ্রিগেট কর।

[সনাতন প্রদীপকে জোর করে ডানদিকের দরজার দিকে টেনে নিয়ে যায়—প্রদীপ চীৎকার করতে থাকে]

প্রদীপ—এ তোমরা পারনা—এটা বর্ব্বরতা—অগণতান্ত্রিক—আমি যাবনা—আঁ—

[সনাতন জোর করে তাকে ভিতরে নিয়ে যায়। তার অশ্রাব্য গালাগালিতে প্রদীপের শেষের কথাগুলো চাপা পড়ে যায়]

মাধব—অগণতান্ত্রিক—শালা। তারপর সুশান্তবাবু ?

যুবক—আমি সুশান্ত নই।

মাধব—বেশ বেশ—নাই। তুমি সুশান্ত নও—হরিপদ। তবে তুমি যখন একবার খুনের জেহাদ শুনিয়েছ—তখন সুশান্তে আর তোমাতে কোন ফারাক দেখিনা। তা বাবা—হরিপদ—কতদূর লেখাপড়া করেছ ?

[সনাতন ফিরে এসেছে]

যুবক—দুটো এম. এ. পাশ করেছি।

মাধব—বাংলা, ইংরাজী ছাড়া আর কোন ভাষা জান ?

যুবক—আরও চারটে ভাষা জানি।

মাধব—বিয়ে করেছ ?

যুবক—না।

মাধব—কাউকে ভালবাস ?

[যুবক চুপ করে থাকে]

মাধব—জবাব দিচ্ছ না কেন ?

সনাতন—তোমার পকেটে যে মেয়েটির ছবি পাওয়া গেছে, সেটা কার ?

যুবক—কল্পনার।

সনাতন—এ মেয়েটিকে তুমি ভালবাস ?

যুবক—হ্যাঁ।

সনাতন—[সঙ্গে সঙ্গে] স্যর—

মাধব—তোমাদের রিপোর্ট বলছে কল্পনাকে সুশান্ত ভালবাসে, এ ছেলেটি কল্পনাকে ভালবাসে। এর পকেটে কল্পনার ছবি পাওয়া গেছে—অতএব—

সনাতন—এই-ই সুশান্ত চ্যাটার্জী স্যর।

নবু—সাবাস্। [পকেট থেকে একটি ছবি বের করে] এটা কার ছবি ?

সুদীপ—[পকেট থেকে একটি ছবি বের করে] এটা ?

অলোক—[পকেট থেকে একটি ছবি বের করে] এটা ?

[মাধব একে একে ছবিগুলো ছিনিয়ে নিয়ে মিলিয়ে দেখে]

মাধব—অফিসার !

সনাতন—ইয়েস স্যর।

মাধব—এসব ছবিগুলো একই মহিলার।

নবু—আমরা সবাই কল্পনাকে ভালবাসি।

সুদীপ—আমরা সবাই তার ছবি বুকে করে ঘুরে বেড়াই।

অলোক—আমরা সবাই সুশান্ত চ্যাটার্জী।

মাধব—সাট্ আপ্ ; [একটু নিস্তব্ধতা] অফিসার !

সনাতন—ইয়েস্ স্যর।

মাধব—কল্পনা বাসু এখন কোথায় ?

সনাতন—বোধহয় তার বাড়ীতে।

মাধব—এ্যারেষ্ট হার।

সনাতন—কিন্তু তার নামে কোন চার্জ নেই স্যর!

মাধব—সাট্ আপ্। চার্জ থাক বা না থাক, সুশান্ত চ্যাটার্জীর প্রয়োজনে তাকে আমার চাই। এ্যারেষ্ট হার এণ্ড ব্রিং হার হিয়ার।

নবু—খবরদার!

মাধব—দাঁড়াও [সনাতন চলে যাচ্ছিল—এই কথায় বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।]

আর য়্যু স্যুর—আসল সুশান্ত চ্যাটার্জী এদের মধ্যে আছে?

সনাতন—স্যুর স্যর।

মাধব—[নবুর দিকে তাকাতে তাকাতে] গো, ব্রিং হার। পীছমোরা ক'রে বেঁধে আনবে। [সবাই চীৎকার ক'রে বলে "না"] এবার আমি দেখব আসল সুশান্ত চ্যাটার্জী কোথায়?

[সনাতন স্যালুট করে চলে যায় বাঁ দিকের দরজা দিয়ে। মাধব আস্তে আস্তে সুদীপের কাছে যায়]

মাধব—কি নাম?

সুদীপ—সুদীপ।

মাধব—ডানদিকের দরজা দিয়ে ভিতরে যাও। ওখানে বারান্দার কোনে লোক আছে—যেতে দেবে।

সুদীপ—তারপর?

মাধব—কিছু না। বিশ্রাম [বিশ্রীভাবে হেসে ওঠে]

সুদীপ—বন্ধুগণ। আমার বিপ্লবী অভিবাদন গ্রহণ কর। যারা আমার সতীর্থ, যারা আমার সহমর্মী—বিশ্বের যে যেখানেই থাক—আমার বিপ্লবী অভিবাদন গ্রহণ কর। [মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে স্যালুট করে—তারপর বীরদর্পে চলে যায় ডানদিকে]

মাধব—তোমার নাম?

অলোক—অলোক।

মাধব—[ডানদিকে নির্দ্দেশ করে] চলে যাও।

অলোক—[কেঁদে ফেলে] মা! মাগো—তুমি বলেছিলে এ পৃথিবীতে ন্যায় মিথ্যা যায় না, সত্য মিথ্যা যায় না, ক্ষমা মিথ্যা যায় না। বাবাকে খুন করবার পরও তুমি বলেছিলে—আমার সব যাক—আলো'কে ফিরে পেলে আমি সব ফিরে পাব। মা মাগো—আমিতো ফিরতেই চেয়েছিলাম মা।

মাধব—গেট ইন বয়।

[অলোক কাঁদতে কাঁদতে ডানদিকের দরজা দিয়ে ভেতরে যায়]

মাধব—নাও কমরেড্‌স্—আমি তোমাদের একটু একলা থাকতে দিলাম। আমরাও টায়ার্ড—

নবু—কিন্তু আপনি আমাদের নিয়ে কি করতে চান?

মাধব—নিশ্চয়ই সন্দেশ বানাতে চাই না।

নবু—ওদের যেভাবে সরিয়ে দিলেন আমাদেরও সেইভাবে সরিয়ে দিন না!

মাধব—দরকার হলে দেব—তোমাদের পারমিশনের দরকার হবে না।

নবু—একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাকে আমাদের সামনে জিইয়ে রেখে আপনি কি আদায় করতে চান? আমরাও কিছু করিনি—শুধু একটা আদর্শকে বুকে করে নূতন কিছুর স্বপ্ন দেখেছিলাম—একটা আলোর সমুদ্রের স্বপ্ন। একটা নোংড়া বীভৎসতার মধ্যে নির্দয় এক সূর্যের অভ্যুদয় দেখতে চেয়েছিলাম।

মাধব—কথাগুলো বাংলাতো!

নবু—হ্যাঁ।

মাধব—তা হলে এত দূর্বোধ্য কেন? তোমরা জান পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বোধ্য কথাগুলো সবচেয়ে মারাত্মক—রিবেলাস্!

নবু—পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কথাগুলোই সবচেয়ে রিবেলাস্।

মাধব—কোয়ায়েট, কোয়ায়েট!

[একটা স্তব্ধতা, মাধব সিগারেট ধরায়]

নবু—একটা কথা বলব?

মাধব—কি কথা?

নবু—আপনি পুলিশে এলেন কেন?

মাধব—তাতে তোমার বাপের কি?

নবু—জানতে ইচ্ছে করে। বলতে পারেন, কৌতুহল।

মাধব—এ কৌতুহল ভাল নয়। এ কৌতুহল সাংঘাতিক। মাঝে মাঝে আমার নিজের মধ্যেও এ কৌতুহল জাগে—মাঝরাতে। কখনও কখনও ডিউটিতে। শত্রুর মুখোমুখি। ইদানিং এ কৌতুহল হয় আমার স্ত্রীরও, আমার ছোট মেয়েটারও। আমার বাবা মা, প্রতিটি প্রিয়জন, চারপাশের চেনাজানা অজস্র মানুষ আঙুল দেখিয়ে এই কৌতুহল প্রকাশ

করছে আজকাল—একটা প্রশ্নের মত এই কৌতূহল আজকাল আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এক একটা তরতাজা তোমাদের মত ছেলে হারিয়ে যায়—আর আমার মধ্যে এই কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—হোয়াই, হোয়াই, হোয়াই আই এ্যাম হিয়ার? ...একটা কথা বলব?

নবু—বলুন।

মাধব—তোমরা এ পথে এলে কেন?

নবু—ঘৃণায়।

মাধব—ঘৃণায়? কিসের ঘৃণা?

নবু—সমস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণায়।

মাধব—কি ব্যবস্থা?

নবু—এই সবকিছুর ব্যবস্থা। আপনি, আমি, ওরা। আমি এখানে, আপনি ওখানে। ওরা এখানে—সেখানে—ওখানে। এই সব কিছুকে মেনে চলবার ব্যবস্থা।

মাধব—কে বলেছে মানতে।

নবু—কেউ না বললেও মানছি। মানতে হয় বলেই মানছি। সবাই মানছে বলেই মানছি।

মাধব—কেন মানছ? না মানলেই পার। অনেকেই মানেনা—

নবু—তবু তারাও মেনে নিয়েই বলছে মানিনা।

মাধব—অনেকে তো এই ব্যবস্থাটাকে পাল্টাতে বলছে।

নবু—হ্যাঁ—একে মেনে নিয়ে এর চৌহদ্দীর মধ্যেই একে পাল্টাতে বলছে। এও একরকমের মানা।

মাধব—কিন্তু এটাই তো নিয়ম।

নবু—না, এটাকে আমরা ফাঁস বলি। এই ফাঁসের জন্যেই একটা পর্দার উপরে কণ্ঠস্বর তুলতে পারেনি কেউ। যখনই তুলতে গেছি কণ্ঠস্বর, তোমাদের ঐ ফাঁস আরও শক্ত হয়েছে। যখনি ঐ ফাঁস ছিঁড়তে গেছি দুহাত দিয়ে—তোমরা নির্দয় হাতে সে হাত ভেঙ্গে দিয়েছ। ঠুঁটো জগন্নাথের মত আমরা শুধু চীৎকার করতে শিখেছি—কিন্তু তোমাদের দেউরী পর্য্যন্ত সে কণ্ঠস্বর কখনও পৌছয়নি—শুধু ফাঁসটাই আরও শক্ত হয়েছে। তাই একটা কিছু করতে চেয়েছিলাম—এমন একটা কিছু যা সম্পূর্ণ আলাদা। যার মধ্য দিয়ে আমরা হয়ে উঠবো ইম্পর্টান্ট, হিমালয়, সম্রাট—

মাধব—সম্রাট [হেসে ওঠে]। আমিও সম্রাট হতে চেয়েছিলাম। ···ছিলাম অধ্যাপক—মফঃস্বল কলেজের। ইচ্ছে ছিল কত কি হব—রিসার্চ করব, বিলেত যাব। পয়সার জোর ছিলনা—তদ্বির ছিল না। দোরে দোরে ধর্ণা দিয়েও কারুর কাছে নামটা এন্‌লিষ্ট পর্যন্ত করাতে পারিনি।

নবু—তাই পুলিশে এলেন ?

মাধব—না। আমার মধ্যে একটা সম্রাট বাস করত। সে চাইত' কুর্নিশ, বাহাবা, উঠতে বসতে সেলাম। ইচ্ছে হত রাস্তা দিয়ে যখন যাব—দুপাশে লোক সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমায় দেখে কুর্নিশ করবে। মাথায় যশের মুকুট প'ড়ে আমি যখন আমার সাম্রাজ্যে সদর্পে ঘুরে বেড়াব—তখন সবাই দুহাত উর্দ্ধে তুলে আমার জয়ধ্বনি ক'রবে। ... ভাল করে পড়াতে পারতাম না—ইলোকোয়েন্স ছিল না—ছেলেগুলো হাসত। প্রফেসরস্ রুমে সিরিয়স হয়ে যখন ভাবতে চেষ্টা করতুম—আমি তবু সম্রাট—অধ্যাপক—সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়—সবচেয়ে গরিমার প্রফেশন—অন্য অধ্যাপকরা হাসত'। আমার মধ্যেকার সম্রাট তখন ক্ষোভে দুঃখে ফুঁসে ফুঁসে উঠত।

নবু—কিন্তু পুলিশে এসে কি পেলেন ?

মাধব—[উল্লাসে ফেটে পড়ে] সেলাম, কুর্নিশ, ভয়—সব মিলিয়ে আমি এখন পুরোপুরি এক সম্রাট—এ কি—একটা ছোটখাট নিয়মের সাম্রাজ্যের সত্যিকারের অধীশ্বর। ... কিন্তু মাঝে মাঝে ভয় করে জান।

নবু—কেন ?

মাধব—যখন তোমাদের দেখি—তোমাদের মধ্যকার সম্রাটগুলো যখন আমায় দেখে গর্জন করে—রক্ত চক্ষু নিয়ে ভ্রূকুটি করে—তখন মনে হয় আমার এই সাম্রাজ্যের চেয়ে ঐ সাম্রাজ্য অনেক বড়। অনেক শক্তিমান। অনেক উজ্জ্বল। আর ঐ সম্রাটদের ভয়ে আমার সম্রাট প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত ইদানিং যেন সেলাম করছে—ভেতরে ভেতরে লজ্জা পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে, ভয়ে কেঁদে উঠছে [বাইরে কোথাও দশটার ঘণ্টা পড়ল] এখনও সেই মাগীটা এল না। স্যান্ট্রি !—না থাক্। আমি দেখছি। [ডানদিকের দরজা দিয়ে মাধবের প্রস্থান]

যুবক—টলতে টলতে এগিয়ে আসে—নবেন্দু।

নবু—[চমকে ওঠে] কে তুমি ?

যুবক—তোমার খোঁড়ান' দেখে বুঝতে পেরেছি তুমি নবেন্দু।

নবু—কিন্তু তুমি, তুমি কে? তুমি সুশান্ত—

যুবক—চুপ। আস্তে।

নবু—কেন স্বীকার করলেনা—তুমি সুশান্ত। ওরা কল্পনাকে ধরতে গেছে—তাকে এনে আমাদের চোখের সামনে অত্যাচার করবে। কেন তুমি স্বীকার করলে না—তা হলে ত' ওরা কল্পনাকে ধরতে যেত না।

সুশান্ত—তুমি কল্পনাকে ভালবাস?

নবু—আমরা সবাই কল্পনাকে ভালবাসি। কল্পনার ছবি আমরা সবাই—ঐ প্রদীপ, সুদীপ, অলোক—সবাই আমরা বুকে করে বেড়াচ্ছি এতকাল। আজ ঐ কল্পনাকে আমাদের চোখের সামনে ওরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। সুশান্ত তুমি স্বার্থপর—তুমি কাপুরুষ।

সুশান্ত—আমি নেতা।

নবু—তুমি নেতা? তোমারই নির্দেশে অলোক তার বাবাকে হত্যা করে। তোমারই নির্দেশে প্রদীপ এক দুঃখিনী মা'কে নিঃস্ব করে, সুদীপ এক গর্ভবতী নববধূর সীমন্তিনীর সিঁদুর মুছে দেয়। তোমারই নির্দেশে আমার গরিয়সী মা শেষ নিঃশ্বাসের আগেও তার একমাত্র সন্তানের মুখ দেখতে পায় না। সেই আনন্দে আমার পায়ে গুলি করে তোমারই লোক তোমারই নির্দেশে। আজ সেই নেতার জন্যেই বধ্যভূমিতে অপেক্ষা করছে প্রদীপ, সুদীপ, অলোক। তারই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কল্পনা একটু পরেই হবে লাঞ্ছিতা। সুশান্ত—নেতা—আজ তোমায় আমি চিনিনা।

সুশান্ত—আমায় না মেনে তোমাদের উপায় নেই নবেন্দু—আমি তোমাদের অনুপায়। আমি তোমাদের কণ্ঠস্বর। তোমাদের অসহায় কণ্ঠে আমিই প্রথম জীবনসঞ্চার করেছি। তোমরা আজ সবকিছুকে অস্বীকার করতে শিখেছ আমারই জন্যে। ইতিহাসকে ভাঙ্গতে শিখেছ, ঘৃণা করতে শিখেছ, দুর্জয়সঙ্কল্পে নিষ্ঠুর হতে শিখেছ, শুধু আমারই জন্যে। আমার মৃত্যু—তোমাদের গোটা মানসিকতার মৃত্যু।

নবু—কিন্তু কল্পনা?

সুশান্ত—আমিই তাকে বাঁচাব নবেন্দু। আমার মুক্তিই কল্পনার স্বাধীনতা।

নবু—এ তোমার আশ্বাস মাত্র। কল্পনাকে ওরা এতক্ষণ ধরে ফেলেছে।

সুশান্ত—কল্পনাকে ওরা কোনদিনই ধরতে পার্ব্বে না নবেন্দু। কল্পনাকে ধরা যায় না।

নবু—তুমি ঠিক জান?

সুশান্ত—আমি তোমাদের নেতা—শিক্ষক। আমার কথা বিশ্বাস কর—কল্পনাকে ওরা কোনদিনই ধরতে পারবে না।

নবু—কিন্তু তোমায় ওরা ধরবে।

সুশান্ত—আমায় তুমি এখান থেকে বেরুতে সাহায্য কর নবেন্দু।

[ঠিক এই মুহূর্ত্তে নবু চীৎকার করে ওঠে—ও যেন কি দেখতে পেয়েছে]

নবু—কে? কে? কে ওখানে?

সুশান্ত—কে কোথায়? অমন চীৎকার করে উঠলে কেন?

নবু—মনে হল ঐ কোণের দরজাটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। লাল টকটকে পাড় শাড়ী পরা—কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর—দাঁড়িয়ে যেন কাঁদছিলেন তিনি। চিনেছি—ও আমার মা। মা, মাগো। [ছুটে একটা অন্ধকার কোণে যায়, মিলিয়ে যায়—একটু একটু করে ফিরে আসে আবার] তুমি পালাতে চাও সুশান্ত?

সুশান্ত—হ্যাঁ নবেন্দু। এত সকাল সকাল আমার মরা চলবে না। আমি জানি ওরা আমায়, তোমায়, সকলকে মেরে ফেলবে। অথচ বাইরে এখন অনেক কাজ। এখান থেকে বেরুলেই তো সে কাজ করতে পারব, বল নবেন্দু? নিয়ম, বন্ধন সব কিছুই তো আমরা ভাঙ্গতে চেয়েছিলাম—বল?

নবু—ভাঙ্গতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন, আমরা সে শক্তি অর্জন করবার আগেই ভাঙ্গতে চেয়েছিলাম—এটাকে আজ মানতে হবে।

সুশান্ত—ঐ মেনে নেবার অভ্যাসটাকেই তো পাল্টে ফেলতে চেয়েছিলাম, বল?

নবু—কিন্তু অভ্যাসটাকে পাল্টাবার জোর আমাদের নেই—এটা আজ স্বীকার করতে হবে।

সুশান্ত—ঐ জোর অর্জন করতেই তো আমরা চেয়েছিলাম—এখনও চাই। আর তার জন্যে যা আজ সবচেয়ে দরকার, তা হচ্ছি আমি। আমি তোমাদের অকুতোভয়, আমি তোমাদের অনির্বাণ আশ্বাস, আমি তোমাদের অপঘাত মৃত্যুর বিকল্প।

নবু—কিন্তু আমি মা'কে দেখলাম কেন বলত ?

সুশান্ত—এ তোমার মনের ভুল। বল নবেন্দু—এ বাড়ীটা তোমার চেনা—অনেকদিন এখানে থেকেই তোমরা আত্মরক্ষা করেছ।

নবু—আজ এ বাড়ীটাই আমাদের কবর হতে চলেছে। ···কিন্তু মাকে আমি স্পষ্ট দেখলাম—এ ভুল নয়।

সুশান্ত—এ তোমার দুর্বলতা—এ তোমার ভুল।

নবু—[চীৎকার করে] না এ ভুল নয়। মা, বাবা, মমতা এ ভুল নয়—এগুলো সত্য।

সুশান্ত—না—সত্য হচ্ছে উচ্চাশা, সত্য হচ্ছে আদর্শ, সত্য হচ্ছে জীবনদর্শন। মমতা হচ্ছে অত্যাচারীর অস্ত্র।

নবু—কিন্তু মমতাই জীবনের প্রাণ।

সুশান্ত—হ্যাঁ—নিরুদ্বেগ জীবনের প্রাণ। যার উদ্বেগ আছে, তার মমতা দুর্বলতা। আমাদের জন্যে যারা উদ্বিগ্ন তাদের কি মমতা আছে—বল। নেই—কারণ সে উদ্বিগ্ন। আমরাও তো উদ্বিগ্ন—আমরা বাঁচতে চাই। মুঠো মুঠো ভরে বাঁচতে চাই। এ যে কি যন্ত্রনা, কি উদ্বেগ। এখানে মমতা নেই নবেন্দু—থাকতে নেই।

নবু—[কেঁদে ফেলে] জানি না। কোনটা সত্য। আদর্শ সত্য, না মমতা সত্য। উচ্চাশা সত্য, না জীবন সত্য।

সুশান্ত—আর দেরী করনা নবেন্দু। আমায় পথ দেখিয়ে দাও।

নবু—বেশ, চল। ঐ ডানদিকের দরজা—যেখান থেকে ওরা সব পাশের গলিতে গেল। গলির শেষে একটা জানলা আছে। ঐ জানলার নিচেই আছে পুকুর। ঐ পুকুরের চারপাশে ঘন বন। ঐ জানলা দিয়ে তুমি নিচে নেমে পড়।

সুশান্ত—তুমি ঠিক জান ওখানে কেউ নেই ?

নবু—ওরা এখন গলি পেরিয়ে দূরের বালিয়াড়ির উপর উঠেছে—ওটা হচ্ছে বধ্যভূমি। জানলার নিচে বা পুকুরের চারিপাশে কেউ নেই।

সুশান্ত—এস আমার সঙ্গে তা হলে—জানলা দিয়ে নামতে সাহায্য কর।

নবু—[ভাল করে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে] চল। [ডানদিকের দরজায় ঢুকবার মুখেই চীৎকার করে ওঠে] না।

সুশান্ত—কি হল ?

নবু—আমি ভুল বলেছিলাম।

সুশান্ত—কি ভুল বলেছিলে?

নবু—ডানদিকে নয়। বাঁ দিকের দরজা পেরিয়ে যে জানালা তার নিচেই আছে পুকুর।

সুশান্ত—তা হলে চল। আমায় দেখিয়ে দাও ঐ বাঁদিকের জানালাটা। দেরী ক'রনা নবেন্দু—রাত বাড়ছে। সময় চলে যাচ্ছে।

নবু—চল। [বাঁ দিকে একটু এগিয়ে] কিন্তু না। আমার বোধহয় ভুল হচ্ছে—ওটা বোধহয় ডানদিকেই।

সুশান্ত—তা হলে চল ডানদিকে।

নবু—হ্যাঁ—ওটা ডানদিকেই। জানালা, নিচে পুকুর—দক্ষিণদিকে জামরুল গাছ—তার পাশে বড় এক দেবদারু আর পাইন। [সুশান্ত ডানদিকের দরজার মধ্যে ঢুকতেই পিছন থেকে নবু চীৎকার করে ওঠে,] না। আমি ঠিক জানি—ওটা ঐ বাঁ দিকে। এস সুশান্ত—ঐ বাঁ দিকের দরজা। চল, তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই [দরজার মধ্যে ঢোকে সুশান্ত আর নবু—ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। একটা হুইশেল শোনা যায়—তারপর একঝাঁক গুলির শব্দ। সুশান্তর আর্তনাদ—নবু একটা চীৎকার করে মঞ্চে প্রায় ঝাপিয়ে পড়ে। তারপর এক প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকে। অন্যরা আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে] বিশ্বাস করুন—আমি চাইনি। আমার মাথাটা যেন কি রকম গুলিয়ে গেল। পুকুরটা যে কোনদিকে সেটা আমার কিছুতেই মনে আসছিল না। পুলিশ অফিসারটি যে বলেছিলেন যে সেপাইরা দাঁড়িয়ে আছে—পালাতে গেলেই গুলি চালাবে—সেটা ডানদিকে না বাঁ দিকের দরজার কাছে—কোন্‌দিকের কথা তিনি বলেছিলেন সেটাও তখন মনে আসছিল না। মুক্তি ডাইনে না বাঁয়ে, বিপদ ডাইনে না বাঁয়ে—কোনদিকে যে মুক্তি, সেটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না।···অথচ দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। আর সেই থেকে কেবলই আমার মনে হয় সুশান্ত আমায় ডাকছে—ও বোধহয় পেলে আমায় ছিঁড়ে খাবে।

সেন—এখন চুপ কর নবু, চুপ কর। বুঝলেন দাশ মশায়—এই নবুই এখন আমার আসল সমস্যা। আর যেদিন ও বাড়ী ফিরে আসল—সেইদিনই রাতে আমি শুনতে পাইলাম সেই শব্দ। তারপর রোজ। সন্ধ্যে হলেই

একটা আতঙ্ক আমার বুকে চেপে বসে।

মাধব—[দাশকে] ওকি মশাই—আপনি কি এতক্ষণ টেপরেকর্ডারটা চালিয়ে রেখেছিলেন নাকি? আরে মশাই এ সব তো কিছুই নয়—আসল ব্যাপারটা তো এখনও সুরুই হয়নি।

দাশ—কিছুটা আন্দাজ করতে পাচ্ছি। আপনার এখানে কাছে পিঠে ফোন আছে? অফিসে ফোন করে ডার্করুমটা খোলা রাখাতে চাই।

সনাতন—আপনি কি ছবিও তুলবেন না' কি?

সেন—কার ছবি—আসল দৈত্যটাকে দ্যাখতে পাইলে ত'?

দাশ—যখন এসেছি তখন কিছু একটা নিয়ে যাবই—

সেন—কিন্তু সেই কিছু একটা পাইলে ত?

মাধব—আসুন ফোন আছে মিঃ বাসুর ঘরে।

[মাধব ও দাশ অনন্তর ঘরে প্রবেশ করে—সঙ্গে সঙ্গে আগে অনন্তও যায়। নবু ইতিমধ্যে সেই খোলা ছাদটার দিকে মিলিয়ে গেছে।]

সেন—এই প্রেসের ব্যাপারটা কিন্তু মশাই আমি ভাল চোখে দেখছি না।

সনাতন—কেন? প্রচারটা কি আপনি চান না? আপনারা একটা দৌরাত্ম ভোগ করছেন—জানা অজানা সব রকম পদ্ধতিতে তো দেখলেন যে কিছুতেই এটার কোন হদিশ পাওয়া গেল না। শনিপূজো, লক্ষ্মীপূজো এমন কি মুসলমান ফকির আনিয়ে তুক্‌তাক্—সবই তো করালেন। ডান, বাম, মধ্য—সবরকম পার্টির লোকেরাও তো ঘুরে গেল। এখন যদি প্রেসের মাধ্যমে জনমত জাগ্রত হয় তবে সরকার একটা কমিশন টমিশন বসিয়ে—

সেন—কমিশন টমিশন বসিয়ে! কমিশন বসাবে কেন মশায়—এটা কি এমন সামাজিক সমস্যা যে সরকার কমিশন বসাবে? সরকারের খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই!

সনাতন—তা হলে আনালেন কেন প্রেসের লোককে?

সেন—ঐ তো আপনার দোষ। সবটাতেই আমার দোষ দ্যাখেন। কিন্তু আমাগো জ্বালা তো জানেন না—থাকেন তো একতলায়!

সনাতন—তাতে কি হয়েছে?

সেন—দোতলার যন্ত্রণা আপনারা কি বুঝবেন। হইতো যদি আমাদের মত উৎপাত, তবে বুঝতেন।

[কথা বলতে বলতে মাধব ও দাশ ফিরে আসে]

দাশ—পুলিশ অফিসার তো সিসমিক সার্ভে টার্ভে করালেন—তা'তে কিছু পাওয়া গেল ?

সেন—আপনিও যেমন ! তারা এসে অনেক কিছু করলো—কত ফটো তুললো —হেলিকপটারে যন্ত্র বসাইয়া কত কি দেখলো। মাটি খুঁড়ে একেবারে তছনছ করে ফেললো মশাই। শেষ পর্য্যন্ত কি পেল জানেন ?

দাশ—কি ?

সেন—কিছুই পেল না। শেষে এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আসছিলেন—বিলাত ফেরং—চাটারার ইঞ্জিনিয়ার—

মাধব—চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার [দাশ হেসে ফেলে] !

সেন—হাসবেন না মশাই। না হয় ভাষাটা ভাল ব'তে পারি না।

দাশ—আপনার সেই ইঞ্জিনিয়ার কি এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট ছিলেন না'কি ?

সেন—তিনি না'কি ভূমিকম্প এক্সপার্ট। উনি একবার বলেছিলেন—হনলুলুতে ধ্বস নামবে। সে ধ্বস নেমেছিল মশাই।

দাশ—সেই ইঞ্জিনিয়ার কি বললেন ?

সেন—ঘোড়ার ডিম। তিনি তিনদিন পরীক্ষা করে ছত্রিশ পাতা এক রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তার শেষলাইনটা এখনও আমার মনে আছে—ষ্ট্রং হাউস —নো গোলমাল।

মাধব—আরও একটা কথা বলেছিলেন। সেটা বলুন !

দাশ—কি সে'টা ?

সেন—বলেছিলেন এ বাড়ীটার কনষ্ট্রাকসন এত ষ্ট্রং যে এখনও এর উপর তিনটে তালা উঠতে পারে। সত্যি সত্যি যদি তাই-ই হইত' মশায়— আমরা তা হলে একেবারে শেষ তলায় উঠে যেতাম। অততালা ক্যান —যদি কোনরকমে আর একটা তালা হইতো তা হইলে আমরা সবাই ঐ তিনতলায় চলে যেতাম। জীবনে একটা দুঃখু কি জানেন মশায় —তিন তলায় কখনও থাকতে পার্লাম না।

মাধব—তিন তলায় উঠলে কি এই দৌরাত্মের হাত থেকে রেহাই পেতেন ? তার উপরেও ত' ছাদ থাকত'—

দাশ—গোলমাল তো ছাদেই।

সেন—আপনার কথাটা যেন ক্যামন ক্যামন।

[হঠাৎ নবু চীৎকার ক'রে মঞ্চে প্রবেশ করে—সে যেন কা'কে দেখতে পেয়েছে—সে যেন আসছে]

নবু—ও আসছে—বাবা, মাধব কাকা !

সেন ও মাধব—কে, কে আসছে ?

নবু—সুশান্ত—ঐ সিঁড়ি দিয়ে নেবে আসছে। উঃ বাবা—আমায় বাঁচাও, বাঁচাও—

[ভয়ে ছুটোছুটি করে—সবাই ওকে আগলাতে ব্যস্ত। প্রবেশ করে রামু—ও-ই আগে সুশান্ত হয়েছিল। এখন এর লম্বা চুল (অনুগ্রহ করে দাড়ি লাগাবেন না !)—বেলবটম্ প্যাণ্ট। দেখে মনে হয় দাঁত মাজেনা। অবিন্যস্ত চুল ও বেশভূষা। কতকটা ছন্নছাড়া বিবাগীর বেশ। কাঁধে ব্যাগ ঝোলান'—তার মধ্য থেকে পাকানো কাট্রিজ পেপার উঁকি মারছে —ভেতরে কোন পেন্টিং আছে মনে হয় ! কয়েকটা তুলিও মাথা তুলে আছে ব্যাগ থেকে। নবু ওকে দেখেই ভয় পায়।]

রামু—আমি সুশান্ত নই।

মাধব—ও রামু, নবু !—তোমার প্রতিবেশী চন্দ্রবাবুর ছেলে।

নবু—না—ও সুশান্ত। দেখছ' না ও কি রকম ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে। [বিশ্রীভাবে রামু হেসে উঠে] কি বিশ্রী ওর হাসি দেখেছ—মনে হয় ও যেন আমায় ঠাট্টা ক'রছে। ওকে চলে যেতে বল বাবা—ওকে আমি সহ্য করতে পারি না। [আবার বিশ্রীভাবে হেসে ওঠে রামু]

মাধব—এই, কি হচ্ছে কি ? অমন বিশ্রীভাবে হাসছ কেন ? সনাতনবাবু ! দেখুন তো চন্দ্রবাবু আছেন কি না।

[সনাতন প্রস্থান করে। দাশ টেপরেকর্ডারে মনোনিবেশ করে]

রামু—কেরুয়াকের একটা চরিত্র মনে পড়ছে। ফোবিয়াক। [একটু একটু করে নবুর দিকে এগিয়ে যেতে চায়—নবু ভয় পায়—রামু পিছোয়। আবার এগোয়—নবু আবার ভয় পায়]

নবু—ওকে ধর, ওকে ধর—

সেন—রামু, হচ্ছে কি ? ওকে ভয় দিয়ে তোমার কি লাভ ?

[রামু হেসে ওঠে]

রামু—আরভিং ওয়ালেসের সেভেন মিনিটস্-এর সেই ছেলেটা—এ ম্যানিয়াক !

মাধব—এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ?

রামু—ছাদে, ছবি আঁকছিলাম।

মাধব—অন্ধকারে কি দেখা যায় যে আঁকছিলে?

রামু—দেখতে না পাওয়াটাই বড় মুক্তি।

মাধব—ঘরে বসে আলো নিভিয়ে আঁকলেই পার। ছাদে ঠাণ্ডার মধ্যে না বসলেই হয়।

রামু—ঘরে থাকা মানে বন্ধনের মধ্যে থাকা। এটারনাল বণ্ডেজ।

মাধব—দেখি, কি এঁকেছো? [ঝোলা থেকে কার্ট্রিজ পেপারটা তুলে সকলের সামনে খুলে ধরেন—দেখা যায় সাদা—কোনকিছু আঁকা নেই।] এ কি—এটা তো ফাঁকা—তবে যে বলছিলে আঁকছিলে।

রামু—এই-ই আমার শিল্প। এই ব্ল্যাঙ্কনেশ, ভ্যাকুয়াম—এইটাই রিয়ালিটি।

মাধব—তুমি কি আর কোন রিয়ালিটি দেখতে পাওনা? আকাশ, নগর, বিচিত্র সব শোভা।

রামু—এর কোনটাই রিয়ালিটি নয়। এগুলো ইল্যুশন।

দাশ—এইসব প্রাণী, মানুষ—তাদের বিচিত্র সব কম্পোজিসন, বিচিত্র সব ইমোশন—

রামু—কোনটাই রিয়াল নয়।

মাধব—এই হিউম্যান প্যারেড—মা, বাবা, ভাইবোন, বন্ধু—

রামু—সবই কতকগুলো ফর্মূলা—একজনকে অন্যজন থেকে আলাদা ভাবে দেখবার কতকগুলো ফর্মূলা। কোনটাই রিয়াল নয়।

সেন—আমরা সব তা হলে কি?

দাশ—এই যে আমরা আছি?

মাধব—কথা বলছি, হাসছি, খেলছি—

দাশ—অনুভব কর্ছি?

রামু—কি অনুভব কর্ছি?

দাশ—এই যে গন্ধ, আলো—

রামু—এগুলোতো গরু ভেড়ারাও কর্ছে।

দাশ—এই যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পার্ছি?

রামু—ও গুলো সৌন্দর্য্য আপনাকে কে বলল'? আপনার চোখে ভাল লাগে এইমাত্র—অনেকের চোখে ওগুলো জ্বালা ধরায়।

দাশ—কিন্তু এই যে ক্ষুধা, বোধ—

রামু—এগুলো গরু ভেড়ারও আছে।

দাশ—আপনি বলতে চান আমরা আর ওরা এক ?

সেন—আমরা গরু ?

দাশ—আমাদের বাঁচার অর্থ আছে। ওদের নেই।

মাধব—আমরা প্রয়োজন, ওরা নিরর্থক।

দাশ—আমাদের পারপাস আছে।

রামু—কোন পারপাস নেই। সবটাই মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবার পারপাস। যতক্ষণ বাঁচি, শুধু ঐ অবিসম্বাদি জিনিষটাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে পরিত্রাহি চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর এই চেষ্টা করতে যেয়ে যা যা কর্ছি সেটাকেই বলছি পারপাস। এটারনাল হিউম্যান পারপাস। গরু ভেড়ারাও তাই করছে—জন্মাচ্ছে, মরছে। আবার জন্মাচ্ছে, আবার মরছে। আর আমরা ? জন্মাচ্ছি, মরছি। আবার জন্মাচ্ছি। যতক্ষণ থাকছি—শুধু ঠেকিয়ে যাচ্ছি। সেই অদৃশ্য শেষ, সেই নিশ্চিন্ত অবলুপ্তির দিকে বজ্রমুষ্টি তুলে ধ'রে সর্ব্বক্ষণ আস্ফালন করছি !

দাশ—এটা কি পারপাস নয় ?

রামু—এটা পারপাসের এলিবি—কোনরকম একটা ভরং—যা না হলে আমরা সব মৃত। ঐ গরু ভেড়ার মত, শূয়োরের মত।

দাশ—আমরা জন্তু ?

মাধব—আমরা বেঁচে আছি বাঁচবার ভরং নিয়ে ?

সেন—আমরা শূয়োর—শূয়োরের বাচ্চা ?

নবু—আমার ভীষণ ভয় কচ্ছে বাবা ! আমি ঘরে যাব।

[রামু হেসে ওঠে বিশ্রী ভাবে]

মাধব—[ধমক দেয়] কি হচ্ছে ? দেখছ' ও ভয় পায়। একজন প্রতিবেশীকে সব সময় এমনিভাবে ভয় দেখাতে তোমার ভাল লাগে ?

রামু—আমি কাউকে ভয় দেখাই না। অন্যে ভয় পায় কেন তা'ও জানিনা। কিন্তু সবাই তো ভয় পায়না—ভয় পাবারই বা কি আছে ? কই আপনি তো ভয় পাননা—আপনাদের সেনমশায়তো আমাকে ভালইবাসেন। একতলার সবাই—তারাত' আমায় গ্রাহ্যই করেনা —তারা হাসে, যেন মজা পায় আমাকে দেখে। এমনকি দোতলার কল্পনা—

[কল্পনা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে]

কল্পনা—রামু—তুমি কখন এলে রামু?

[ছুটে কাছে যেয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরে]

সন্ধ্যের পর থেকেই খালি মনে হচ্ছে তোমার কথা রামু।

রামু—আমি তো এখানেই ছিলাম। তুমি কি আমায় খুঁজছিলে?

কল্পনা—তুমি জাননা কি ভয়ানক তোমায় আমি খুঁজি। রামু—সন্ধ্যে হলেই মনে হয় তুমি কোথায়? অন্ধকারের মধ্যে মনে হয় যেন তুমিই একমাত্র আলো। রামু, তুমি একটা—তুমি জাননা তুমি কি ভয়ানক ভাল।

রামু—কল্পনা—আমি জানিনা তুমি কেন আমায় চাও। আমি তোমায় ভয় পাই—তোমার ভয়ে অন্ধকারে আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। অথচ সেই আমাকে নবু ভয় পায়—

কল্পনা—না। ও তোমায় ভালবাসে। ভয়ানক ভালবাসে—তোমার এতটান যে ওর মনে হয় তুমি ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ভয় নয় রামু—ও তোমায় ভীষণ ভালবাসে। এস নবু, এস—ভয় কি (দুহাত বাড়িয়ে নবুকে ডাকে) এস, আমি ভরসা দিচ্ছি—কোন ভয় নেই—রামু তোমায় বুকে জড়িয়ে নেবে—এস, এস,—

নবু—[ভয়ে চীৎকার করে ওঠে] বাবা। [জড়িয়ে ধরে সেনমশায়কে] আমায় বাঁচাও।

সেন—কি হচ্ছে কল্পনা! ওকে রামুর কাছে ঠেলে দিয়ে তোমার কি লাভ?

কল্পনা—[হেসে ওঠে] লাভ! [আবার হাসে] রামুর বুকে ও শান্তি পাবে জ্যাঠাবাবু—আপনি কি চাননা ও শান্তি পাক, সুখে থাকুক।

নবু—কল্পনা তুমি জাননা ওর সমস্ত অবস্থিতিটাই একটা প্রবঞ্চনা, ও অসার্থক, কৃত্রিম—ও একটা পরাজয়ের সৌধ। তাই অন্ধকারকে ও ভালবাসে, অন্ধকারে পালিয়ে ও আসল চেহারাটা লুকোতে চায়। আমাকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কি লাভ তোমার কল্পনা?

কল্পনা—কি লাভ? সুশান্তকে বাঁ দিকে ঠেলে দেওয়ায় তোমার কি লাভ ছিল নবু?

নবু—[আর্তনাদ করে ওঠে] এ কথা অসত্য। আমি বুঝতে পারি নি—

কল্পনা—বুঝতে পারনি, না?

নবু—কেনই বা ক'রব আমি ঐ কাজ?

কল্পনা—ক'রেছিলে ভালবাসার ঈর্ষায়। এ কাজ করেছিলে মা'য়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। নিজেকে বাঁচাতে তুমি সুশান্তকে হত্যা করেছিলে!

সেন—কল্পনা! তুমি চুপ কর। এ কথা তুমি বলনা কল্পনা—একদিন তোমার জন্যেই নবু পাগল হয়েছিল। তুমিই ছিলে ওর আদর্শ—আর সেই তুমিই পুলিশের কাছে স্পষ্ট ব'ললে—তুমি ওকে চেননা—

নবু—নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তুমিও সবাইকে অস্বীকার করেছিলে।

কল্পনা—না। শুধু নিজেকে নয়—অন্য সবাইকে বাঁচাবার জন্যেও।

[মাধব পুলিশ অফিসার হয়ে যেন কল্পনাকে জেরা করে]

মাধব—কল্পনা দেবী! পুলিশ আপনার উপর কোন অত্যাচার করেনি—ধরেও আনেনি। আপনি আমাদের কাছে সত্যি কথা বলুন। [কল্পনা নিরুত্তর] আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে ধরে এনে অনেক কিছু করতে পারতাম।

কল্পনা—আপনারা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি।

মাধব—[হেসে ফেলে] এটা আপনার ভুল ধারণা। আমরা পুলিশের লোকেরা আপনার কথা ভাবিই নি। আমরা যদি সত্যিই চাইতাম, আপনাকে ধ'রতে আমাদের এতটুকু বেগ পেতে হত না!

কল্পনা—আপনারা চেষ্টার কসুর করেননি। সারা দেশ জুড়ে আপনারা জাল পেতেছিলেন। যেখানে যেখানে আমার মত কাউকে দেখেছেন অমনি মনে করেছেন সে কল্পনা। যেখানে দেখেছেন লাবণ্য—যেখানে দেখেছেন নতুন শিশু জন্ম নিচ্ছে—সেখানে খুঁজেছেন আমাকে। যেখানে দেখেছেন এতটুকু লালিমা—লজ্জাবতী বধূর গালে, তরুণ প্রেমিকের ঠোঁটে—অমনি ভয়ে আতঙ্কে আপনারা চীৎকার করে উঠেছেন—ঐ বুঝি আমি। আপনারা মূর্খ—অমনিভাবে আমায় ধরা যায় না।

মাধব—কিন্তু আজ আপনাকে নাগালের মধ্যে পেয়েও কোন অসম্ভ্রম আমরা করিনি।

কল্পনা—[হেসে] আমার ছবি মানুষের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে পায়ে দলেছেন।

মাধব—আমরা আপনার প্রেমকে অমর্য্যাদা দিইনি বলুন। সুশান্তর মৃতদেহ আপনার দরজায় হাজির করেছি—আপনি দুহাত ভরে তাকে শেষ বিদায় দিন। আপনি তো ওঁকে ভালবাসতেন?

কল্পনা—আমি ওকে চিনি না।

মাধব—সে' কি? নবেন্দু, তাকে কি আপনি ভালবাসতেন?

কল্পনা—তা'কেও আমি চিনি না।

মাধব—সে' কি—তবে যে নবেন্দু বলল যে সে আপনাকে ভালবাসে?

কল্পনা—আমাকে ভালবাসত' প্রদীপ, সুদীপ, অলোকও।

মাধব—ব'লতে চান আপনি এদের কাউকেই চেনেন না?

কল্পনা—না।

মাধব—আপনি জানেন—ঐ নবু—ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আপনার একটু সহানুভূতির উপর। আপনি ফিরিয়ে দিলে ও ব্যর্থ। নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে গেলে ও হবে সুবিধাবাদী—করতে হবে বণিতার প্রেম।

কল্পনা—সেই প্রেমই আজ ওর বেঁচে থাকার গ্যারান্টি।

নবু—কিন্তু আমাকেও তো বাঁচতে হবে কল্পনা।

কল্পনা—হ্যাঁ—আর সেই বাঁচতে গিয়ে তোমার এক এক সময় নেশা হয় রামুর জন্যে। কারণ ওর কাছেই আছে বিশুদ্ধ মুক্তির বিশল্যকরণী। তোমার লোভ হয়—কিন্তু তুমি পার না। পার না ভয়ে—তোমার সমস্ত ঐতিহ্যকে ও গ্রাস করবে এই ভয়ে। অথচ মুক্তি তুমি চাও—ঐ রামুর মতই। ইচ্ছে হয় ঐ রামুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়—কিন্তু পারনা।

নবু—তুমি অশ্লীল, তুমি নিজেও আজ রামুর প্রেমে মজেছ'—

মাধব—আপনি তাহলে এদের কাউকে চেনেন না?

কল্পনা—না।

নবু—আমায় করণা কর কল্পনা। আমার কাছে তুমি ছোট হয়ে যাও—এ আমি চাই না। আমরা কেউ সহ্য করতে পারব না।…আমায় তুমি ঘৃণা কর এটা সহ্য করতে পারব। কিন্তু ঐ রামু! তুমি ওর বুকে মাথা রেখে স্বপ্ন দেখবে—এ আমরা ভাবতে পারিনা কল্পনা!

[কল্পনা হেসে ওঠে]

কল্পনা—আজ রামুর শক্তি অস্বীকার করে এমর সাধ্য কারুর নেই। রামু, রামু—আমার রামু।

[রামু ওকে বুকে টেনে নেয়। মাধব অন্যের অলক্ষ্যে তখন প্রস্থান করেছে]

নবু—কিন্তু ও তোমায় ভালবাসে না—ও খল—ও সাংঘাতিক। ও তোমায়

ভালবাসে না।

কল্পনা—নাই বা বাসল—আমি তো বাসি।

নবু—কিন্তু ও তো কোন আদর্শে বিশ্বাস করে না—

কল্পনা—সেও তো একরকমের আদর্শ!

নবু—ওর কোন নির্দিষ্ট জীবনবোধ নেই।

কল্পনা—সেও তো একরকমের জীবনবোধ।

নবু—ও মনে করে, সবাই তুচ্ছ—ও একটা সম্রাট!

কল্পনা—তোমরা সবাই, আমরা, প্রত্যেকেই মনে মনে সম্রাট।

নবু—ও নোংরা।

কল্পনা—ভিতরে গোটাজীবনটাই নোংরামিতে ভুগছে।

নবু—ও সব কিছুকে নিরর্থক মনে করে—ও এমন কি প্রয়োজনে সবাইকে হত্যা করতে পারে!

কল্পনা—তুমিও তাই করেছিলে। আমিও নিজের প্রয়োজনে সবাইকে অস্বীকার করেছি। গোটা জগৎটার সবাই চলছে নিজের প্রয়োজনে।

নবু—ও স্বার্থপরের মত একা বাঁচতে চায়।

কল্পনা—আমরা সবাই তাই চাই নবু। কেউ একা, কেউ নিজের লোকদের নিয়ে, কেউ সমধর্মীদের নিয়ে—সবাই কিন্তু নিজের বা নিজেদের কথাই ভাবছে। স্বার্থপর কে নয় নবু?

নবু—[কেঁদে ফেলে] কল্পনা—করুণা কর কল্পনা। এতবড় স্বপ্নভঙ্গ আমাদের সব বিশ্বাস ভেঙ্গে দিচ্ছে। আমরা হারিয়ে যাব কল্পনা। এ তুমি হতে দিও না।

কল্পনা—কোন উপায় নেই নবু। আর ফিরবার পথ নেই।

সেন—অসহ্য। এ বেলাল্লাপনা আর সহ্য হয়না। অনন্তবাবু কোথায়—তাকে ডেকে আজই এর একটা বিহিত করা দরকার।

কল্পনা—বাবা ঘুমুচ্ছেন—তাকে ডেকে আর বিরক্ত করবেন না। বিচার করতে হয় আমাকে নিয়েই করুন—সব দায়িত্ব আমার।

সেন—কিন্তু আমরা ভাবতে পারি না মা—তোমার মত মেয়ে ঐ রামুর মত একটা সাংঘাতিক ছেলেকে কি করে ভালবাসতে পারে বুঝি না।

কল্পনা—আপনিও কি রামুকে ভালবাসেন না জ্যাঠাবাবু।

সেন—ওর মধ্যে কি যেন একটা আছে যার জন্যে মনে হয় ওকে বুকে করে রাখি।

কল্পনা—আপনাদের জানা সব মূল্যবোধকে ও পায়ে দলেছে জেনেও কি আপনি রামুর জন্যে হা হুতাশ করেননি ?

সেন—জানি না—ওর যে কি টান—ওর যে কি ঐশ্বর্য্য তা জানি না—তবু ওকে স্বীকার করি।

[বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল। কারা যেন এইদিকেই আসছে।]

নবু—[ছোটাছুটি করে] কারা যেন এই বাড়ীর দিকে দলবেঁধে আসছে—তাদের হাতে মারাত্মক সব অস্ত্র।

সেন—সর্বনাশ হয়েছে। বলিস কিরে—এ আবার কি হ'ল। কারা আসছে—কারা ?

নবু—কাউকে চিনি না—সব নতুন মুখ। প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তি সবার। বাবা, ওরা কি আমার জন্যে আসছে ?

সেন—এঁ্যা—তুই ভেতরে যা—কল্পনা কি হবে মা—কথা বলছ না কেন ?. রামু—তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন ? কথা বল্। ওরা এসে পড়ল বলে—কল্পনা, রামু ! [কোলাহল যেন প্রায় দরজার মুখে !]

কল্পনা—নবু ভেতরে যাও।

নবু—কিন্তু—

কল্পনা—কিন্তু নয়—তুমি যাও। আমরা দেখছি।

[নবু ছুটে ভেতরে যায়। অনেক লোক ছুটে মঞ্চে প্রবেশ করে—নেতা মাধব। প্রত্যেকের হাতে বড় বড় খাঁড়া, রামদাও ও বীভৎস সব অস্ত্র। হাতে মশাল। মাধবের সঙ্গে রয়েছে সনাতন, প্রদীপ, সুদীপ ও অলোক।]

মাধব—এখানে রামু কে আছে ?

কল্পনা—[প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ে] কেন ?

মাধব—আগে বল কে আছে রামু ?

কল্পনা—আগে বল কেন তাঁকে খুঁজছ ?

মাধব—তাকে জামাই আদরে ধরে নিয়ে গিয়ে এক ষোড়শী কন্যার সঙ্গে সাড়ম্বরে বিয়ে দেব।

কল্পনা—এমন কন্যাদায় ! কন্যাটি কে ?

মাধব—রামু কোথায় না বললে বলব না।

কল্পনা—রামু বলে এখানে কেউ নেই।

মাধব—আপনি কে? তার কে হন?

কল্পনা—আমার নাম কল্পনা বসু। আমি তার কেউ নই। তোমরা?

মাধব—আমরা ওপাড়া থেকে আসছি। আমাদের পাড়া থেকে ওকে আমরা তাড়িয়েছি। শুনেছি এ পাড়ায়, এ বাড়ীতে আছে। তাকে পেলে আমরা কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

কল্পনা—তার অপরাধ?

মাধব—সে আমাদের সবার শত্রু। সে যখন যে পাড়ায় গেছে জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে—সে সমস্ত ছেলেদের মাথা খাচ্ছে। তাকে পেলে চরম শাস্তি দেব।

কল্পনা—না। তাকে আমরা চিনি না।

মাধব—[রামুকে ধরে] এ লোকটা কে? দেখতে প্রায় রামুর মত—সেই চেহারা, সেই পোষাক—

কল্পনা—সব মানুষের চেহারা তো এক, কিন্তু নাম বা চরিত্র এক না'ও হতে পারে।

মাধব—কিন্তু এ কে?

কল্পনা—আমার স্বামী।

মাধব—মিথ্যা কথা।

কল্পনা—কোন মেয়ে এ ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে না।

সেন—কল্পনা!

মাধব—[সেনকে] ইনি কে?

কল্পনা—ইনি রামুর প্রতিবেশী।

মাধব—তার বাবা কোথায়? [কল্পনা ও সেন মশায় চুপ করে থাকে। মাধবের কানে কানে সনাতন কি যেন বলে। অন্যরা নিজেদের মধ্যে কি যেন শলাপরামর্শ করে] এ শালা কে?

কল্পনা—বললাম যে আমার স্বামী!

মাধব—এ বুড়ো আপনার কে হয়?

কল্পনা—কিছুই নয়—সহজ সম্পর্কে যা হয়—প্রতিবেশী, জ্যাঠাবাবু বলে ডাকি।

মাধব—কেলো। [সেনের দিকে এগিয়ে যায়]

সনাতন—বলুন স্বভাষদা! [সেনকে অন্যান্যরা পিছনদিক থেকে ঘিরে থাকে]

মাধব—[সেনকে] যদি আপনি রামুকে ধরিয়ে দেন—আপনাকে ছেড়ে দেব। আর যদি তাকে ধরতে না পারি—আপনার গলাটা নাবিয়ে দেব।

[সবাই চুপ করে থাকে] আপনার নাম কি ?

সেন—সুকুমার সেন।

মাধব—আপনিই এককালের বিপ্লবী সুকুমার সেন? আপনার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই।

সনাতন—আমাদের বিরোধ অসত্য, অশ্রদ্ধেয়র বিরুদ্ধে।

প্রদীপ—আমাদের জেহাদ হিংসার বিরুদ্ধে।

সুদীপ—যারা চারিদিকে অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচার করছে—আমাদের সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে।

অলোক—আমাদের এই আন্দোলন ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে, মূল্যহীনতার বিরুদ্ধে—

সেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও! তোমাদের কথাগুলো মনে হয় শুনেছি। হয়ত' অন্যভাবে —হয়ত' অন্য কারুর মুখে!

মাধব—সম্ভব। তবে আমরা এবার যা বলছি সেটাই ঠিক, সেটাই সত্যি। আর এটাই শেষবারের মত বলা—আর কেউ এমনভাবে এই কথাগুলো আর বলবে না। বলবার দরকার হবে না।

কল্পনা—প্রতিবার বলবার সময় সবাই ঐ একই কথা বলেছে—আর একজন এসে বলেছে—এবারকারটাই ঠিক। আবার এর পরেও আর একজন এসে বলেছে—না, আগের বলা ঠিকমত বলা হয়নি—এবারকারটাই ঠিক।

মাধব—তর্ক রাখুন।

সনাতন—আমরা তর্ক শুনতে চাই না। আমরা যা বলছি এটাই ঠিক কথা, শেষ কথা।

প্রদীপ, সুদীপ, অলোক—শেষ কথা।

সেন—তোমাদের কথাতেই বুঝেছি তোমরা হয় রামু, না হয় আমি—দুএর একজনকে না নিয়ে যাবে না।

মাধব—ঠিক। আপনি ঠিকই বলেছেন।

সেন—কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তো আমার কোন বিরোধ নেই। তবে রামুর বদলে তোমরা আমায় কেন হত্যা করবে? নির্দোষ লোককে হত্যা করা কি তোমাদের নীতি?

মাধব—তা নয়। তবে বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে নির্দোষ লোককে হত্যা করবার দরকার হলে করতে হবে বই কি!

সনাতন—তা ছাড়া, আপনি তো এখন অপ্রয়োজনীয়—অতীত।

প্রদীপ—আজ বিচার—হয় অতীত—না হয় বর্তমান।

প্রদীপ—রামু বর্তমান।

অলোক—তার বিকল্পে অপ্রয়োজনীয় অতীতও আজ অপ্রয়োজনীয়—

সবাই—আপনি তাই আজ অপ্রয়োজনীয়—

সেন—আর যদি আমি রামুকে তোমাদের হাতে তুলে দিই—

[সকলে অস্ত্র উর্ধে তোলে—এক সঙ্গে বলে "মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ"]

মাধব—আমরা তাকে প্রথমে টুকরো টুকরো করব—শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব যাতে তখনও তার চেতনা থাকে। তারপর তার ঐ অর্ধমৃত অঙ্গটাকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেব—

[কল্পনা আর্তনাদ করে ওঠে। রামু ওকে আশ্রয় করে। সবাই এবার আক্রমণের ভঙ্গীতে সেন মশায়ের সামনে দাঁড়ায়]

মাধব—বলুন—রামু কোথায়?

সেন—রামু, রামু?

কল্পনা—জ্যাঠাবাবু।

রামু—কাকাবাবু।

সেন—না! তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও! আমি তো কোন দোষ করিনি! শোন—আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা।

মাধব—বলুন আগে রামু কোথায়? আপনি সত্য বলবেন জেনেই আপনাকে টারগেট করেছি, বলুন।

সেন—আমি যদি বলি রামু কোথায়?

কল্পনা—আপনি স্বার্থপর!

রামু—আপনি সেলফিস্।

সেন—তোমরা রামুকে পেলে আমায় ছেড়ে দেবে ত'?

কল্পনা—আপনি নিষ্ঠুর!

[নেপথ্যে চন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"কে আছ'! দরজা খুলে রাখ', জাগো। Let the storm come in— ঝড় উঠেছে—সব খুলে রাখ'—জাগো।" বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ ক'রে কি রকম যেন

হতচকিত হয়ে পড়েন।]

মাধব—ইনি কে ? [সবাই নিরুত্তর] ইনি কে ?

সেন—রামুর বাবা।

ওরা সবাই—রামু কোথায় ? [সবাই চন্দ্রবাবুকে ঘিরে ধ'রে]

কল্পনা—ওকে ছেড়ে দিন। উনি নিরীহ নির্ব্বিরোধ মানুষ। ছেলের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

মাধব—কিন্তু ঐ দরজা খুলে রাখার কথা কি বলছিলেন উনি ?

কল্পনা—ওটা কিছু না। ওটা ওঁর মূল মন্ত্র—ওঁকে ভুল বুঝবেন না।

মাধব—কিন্তু ঐ ঝড় ? ওটার নিশ্চয়ই কোন মানে আছে ?

কল্পনা—সে মানে উনি ছাড়া কেউই বোঝে না।

সেন—ওকে প্রশ্ন কর—রামু কোথায় ?

[সনাতন মাধবের কানে কানে কি যেন বলে। সকলে রামুকে ঘিরে রাখে]

মাধব—বলুন। এই-ই আপনার ছেলে রামু ?

[চন্দ্রবাবু অসহায়ের মত ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেন তারপর ধীরে ধীরে রামুর কাছে যান। চশমা মুছে ভাল করে দেখেন।]

সনাতন—বলুন—এই-ই রামু ?

চন্দ্র—না। একটু আগুন দিতে পার—আগুন !

মাধব—আপনি জানেন আমরা তাকে কেন খুঁজছি।

চন্দ্র—জানি। মহাভারতের আর একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

মাধব—আপনার ছেলে এখন কোথায় ?

চন্দ্র—জানিনা।

মাধব—আপনি মিথ্যা বলছেন।

চন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণও মিথ্যা বলেছিলেন। ফ্রান্সিস বেকন, কার্ল মার্কস্‌ও মিথ্যা বলেছিলেন কয়েকবার। লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়াও একবার মিথ্যা বলেছিলেন বলে শুনেছি।

সনাতন—এ শালা কমুনিষ্ট।

মাধব—আপনার কথাগুলো দুর্ব্বোধ্য—এ লোকটি কে ?

চন্দ্র—নান্, কেউ নয়।

মাধব—আপনি জানেন তাকে না ধরিয়ে দিলে আপনাকে দরকার হলে খুন ক'রব।

চন্দ্র—এইটাই স্বাভাবিক। পুত্রের প্রয়োজনে পিতাই শহীদ হয়েছেন চিরকাল।

সনাতন—লোকটা গান্ধীর চেলা!

মাধব—কিন্তু সে কোথায়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনি যদি বলেন সে কোথায়, আর আমরা তাকে ধরতে পারি—আপনার চুলেও কেউ হাত দেবে না। বলুন সে কোথায়?

চন্দ্র—[কি যেন বলতে যান—ওরা সবাই এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে তৈরী হয়] এভরিহোয়ার—সর্ব্বত্র।

মাধব—আপনি ঠিক জানেন?

চন্দ্র—ঠিক জানি। প্রতিটি ঘরে ঘরে, বিদ্যায়তনে, রাজপথে, দূর্গে দূর্গে আজ রামু—শত্রু। প্রতিটি প্রাণে আজ জিজ্ঞাসা, প্রতিটি জীবনে আজ কৌতূহল—কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, দেরী কত—রামু কে? যে ক্লান্ত, দিনান্তে তারও ঐ এক জিজ্ঞাসা। যে বীর, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিচ্ছে, তারও ঐ এক প্রশ্ন। যে ভালবাসে, অজস্র বাধার মধ্যে সে যখন ঢেউ ঠেলে ঠেলে প্রেমিকের কাছে এগুতে চায়—তারও সেই এক প্রশ্ন—কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, দেরী কত—রামু কে? তাইতো আমি বলছি সবাইকে—কে আছ', দরজা খোলা রাখ', তৈরী হও।

মাধব—চোপ্। কাজের কথা বলুন। রামু কোথায়?

চন্দ্র—এই সেই মূর্ত্তি—"There came a tyrant, and with holy glee thou foughtest againgst him" একটু আগুন—একটু আগুন দিতে পার—এই আলোটা জ্বালাতে একটু আগুন কেউ দিতে পার?

মাধব—ন্যাকামী রাখুন—রামু কোথায় বলুন।

চন্দ্র—খুঁজছি—পাচ্ছি না। সবাই খুঁজছে—পাচ্ছে না।

সনাতন—বুড়োর ভাবখানা এই যেন রামু ওর ছেলেই নয়।

সুদীপ—স্বভাবদা! এ শালা বুড়ো ছেলেকে বাঁচাবার জন্যেই এই ভরং নিচ্ছে।

মাধব—কিন্তু, এ ষ্ট্রেঞ্জ! লোকটা নিজে মরবে জেনেও এমনি মিথ্যা কথা বলতে পাচ্ছে!

প্রদীপ—বুড়োটা সাংঘাতিক।

সনাতন—এমন সাংঘাতিক লোক বেঁচে থাকাটাও সাংঘাতিক!

মাধব—আপনি মিথ্যা বলছেন কি'না এখুনি প্রমাণ হবে। [সেনমশায় এতক্ষণ

ভয়ে কাঁপছিলেন—তাকে দেখিয়ে] এ বুড়োটাকে হটা।

সনাতন—[সেনকে] গেট আউট!

[সেন নিজের ঘরে চলে যান]

মাধব—কেলো! চাবুকটা নিয়ে আয়।

[সনাতন চাবুক এনে দেয়]

বল বুড়ো, এই-ই রামু! [রামুকে চাবুক মারে—কল্পনা আর্ত্তনাদ করে ওঠে] এই মাগীটাকে সরা।

[জোর করে কয়েকজন কল্পনাকে ভিতরে নিতে যায়]

কল্পনা—আমি যাব না—আমি যাব না। কে আছো! বাঁচাও, বাঁচাও।

[জোর করে ওকে ভিতরে নিয়ে যায়]

মাধব—[রামুকে একবার ক'রে চাবুক মারে আর বলে] বল শালা বুড়ো—এ রামু?

চন্দ্র—না।

মাধব—বল্—এই-ই রামু।

চন্দ্র—না।

[রামু যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকে। প্রায় মাটিতে পড়ে যায়। মাধব, সনাতন টেনে তোলে তাকে]

মাধব—[রামুকে, হাতে চাবুকটা ধরিয়ে দেয়] এ বুড়োটাকে চাবুক মার শালা। যদি হাত কাঁপে—বুঝব এতক্ষণ সব ভাঁড়িয়েছিস—তুই-ই শালা রামু। তোকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব'। তোর সমস্ত চেহারাটা রামুর মত। অথচ মনে হচ্ছে সবাই তোকে ষড়যন্ত্র করে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। ধর চাবুক শক্ত করে—মা'র ঐ বুড়োকে।

[চাবুক হাতে একটু একটু করে রামু এগিয়ে যায় বাবার দিকে—দুজনা তাকায় দুজনার দিকে। এ যেন এক অবিস্মরণীয় মূহূর্ত্ত। চন্দ্রবাবুর চোখে যেন এক প্রশান্তির জ্যোতি—রামু যন্ত্রনায় হাঁপাচ্ছে—এ যেন এক জীবন মরনের যন্ত্রনা। তারপর কঠোর কাঠিন্যে একটু পিছনে সরে যায় ও। সোজা হয়ে চাবুক চালাতে থাকে। চন্দ্রবাবু চীৎকার করেন যন্ত্রনায়—পড়ে যান—আবার

চাবুক চলে। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়েন চন্দ্রবাবু। হাতের মোমবাতিটাকে তবু সযত্নে ধরে থাকেন। মাধব নিচু হয়ে দেখে—পা দিয়ে দেহটাকে নড়িয়ে দেখে নেয়]

মাধব—মরে গেছে। [এগিয়ে এসে রামুর হাত থেকে চাবুকটা টেনে নেয়] যা শালা—তোকে ছেড়ে দিলাম।

[সবাই আস্তে আস্তে প্রস্থান করে। ভেতর থেকে "রামু, রামু" বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসে কল্পনা।]

কল্পনা—রামু, রামু—তোমার কিছু হয়নি তো রামু ?

রামু—না। কিন্তু—

কল্পনা—ও কিছু নয়। সর্বস্ব দিয়ে সর্বস্ব পেতে হয়—এ তো সামান্য মূল্যহীন একটা সম্পর্ক। শুনছেন—বাবা, জ্যাঠাবাবু! রামুর কিছু হয়নি। [ডাকাডাকিতে সবাই আবার মঞ্চে ফিরে আসে। অনন্ত ও সেন মশায়।] —রামুর কিছু হয়নি। দেখুন ও একেবারে মুক্ত—আজ আর কোন ভয় নেই! রামু, রামু—আমার রামু।

[রিপোর্টার মিঃ দাশ এতক্ষণ এক কোণে বসে টেপরেকর্ডার চালিয়ে সব কিছু দেখছিলেন। হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন তিনি]

দাশ—শুনুন। শুনুন। যে শব্দের আতঙ্কে আপনারা এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলেন সে শব্দকে আমি আবিষ্কার করেছি।

সবাই—বলেন কি ?

দাশ—হ্যাঁ। এই টেপরেকর্ডারে সব সত্যি কথা ধরা পড়ে—আপনাদের আমি আগেই বলেছিলাম না ? এতক্ষণ ধরে কি ধরেছি জানেন ?

সবাই—কি ধরেছেন ?

দাশ—[ভয়ানক কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে] কিছু না।

সবাই—সে কি ?

দাশ—হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যে একটা ভয় বাসা বেঁধেছিল। আর ঐ ভয়ের উপর আর এক ভয় আপনাদের টানতো—সেটা এই দুঃসহ ভয়কে জয় করবার ভয়। অথচ জয় করতেই হবে—ভয়কে মেনে নিলে ভয় আরও পেয়ে

বসে। তাই চন্দ্রবাবুকে আপনাদের ভয়—ওতো আমাদের ঐতিহ্য, যা সূর্য্যের মত আমাদের আলো দিতে পারে। সে সূর্য্যটা আজ শুকিয়ে গেছে—তাকে উস্কে দেবার শক্তি আজ আর ঐতিহ্যের নেই। আমাদের কারুরই সে শক্তি নেই। এমন কি ঐতিহ্যকে বহন করবার যোগ্যতাও আমাদের নেই। অহেতুক আস্ফালনে তাকেও আমরা হত্যা করেছি। অথচ ঐ ঐতিহ্যের মত সূর্য্যটাকে জ্বালান দরকার—আগুন দরকার—প্রচণ্ড শক্তিধর একটা স্ফুলিঙ্গ—যা সমস্ত জঞ্জালকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আজ এই দোতলার বাসিন্দাদের কাছে সে আগুন নেই। একতলার লোকগুলো—যারা নির্ঝঞ্ঝাট—যারা সংখ্যায় সর্ব্বাধিক—তারা এদের সঙ্গে মিশে এদেরই মত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে যারা সেয়ানা তারা চাইছে একতলা থেকে দোতলায় উঠতে। দোতলার লোকেরা! তারা চাইছে তিনতলা, কি তার উপর, এমনকি তারও উপর উঠতে। অথচ ঐ উপরেই আছে দুঃস্বপ্ন—যার ভয়ে, এমনকি তাকে জয় করবার ভয়েও এরা প্রতি পলে পলে মরছে। অথচ ঐতিহ্য—ঐ চন্দ্রবাবু, তিনি বলতেন—ঝড়ের রাত, বর্ষার রাত। এমন রাতেও দরজাজানলা খুলে রাখতে হবে। এমনকি কেউ নেই যে এমনিভাবে ডাক দিতে পারে—এ ডাক তো এই দোতলা থেকেই উঠতো। এ ডাক তো আপনাদের মত দোতলার লোকদেরই দিতে হবে—তারপর তো একতলার লোকদের কাছে পৌছুবে সে ডাক!

[নেপথ্যে শোনা যায় নবুর কণ্ঠ—সে যেন চন্দ্রবাবুর মত করেই বলছে—"কে আছ! দরজা খুলে রাখ। ঝড় উঠেছে ভয়ঙ্কর—সব খুলে রাখ, তৈরী হও।" সবাই যেন ভয় পায়—অশরীরী এক ব্যক্তিত্বের আতঙ্কে মুখ চাওয়া চাই-ই করে সবাই। তারপর আবার শোনা যায় নবুর কণ্ঠ "There was a roaring in the wind all night, the rain came heavily and fell in floods—ঝড়ের রাত, বর্ষার রাত—গবাক্ষ খুলে রাখ'—জাগো।" বলতে বলতে নবু প্রবেশ করে —প্রচণ্ড শ্রদ্ধায় চন্দ্রবাবুর সামনে নতজানু হয়ে বসে সন্তর্পণে হাত থেকে মোমবাতিটা খুলে নেয়। আস্তে আস্তে মোমবাতিটা নিয়ে

চন্দ্রবাবুর মত করেই বলতে থাকে]

নবু—যদি রাতভোর জাগতে চাও—মেনে নাও। যদি তৈরী থাকতে চাও—মেনে নাও এই শব্দকে। যদি ঢেউ ঠেলে ঠেলে আরও এগুতে চাও—এই ভয়ঙ্করকে স্বীকার কর। আমি হাজার বছর ধরে তাই করছি—তাকেই খুঁজছি—কিন্তু পাচ্ছি না। আমি পরীক্ষা দিয়ে চলেছি বার বার—ভুলও করেছি বার বার। তাই হাজার বছর ধরে বলে চলেছি আমি—ঝড়ের রাত, বর্ষার রাত—জাগো! সব কিছু খুলে রাখ—তৈরী হও! বার বার ভুল করলেও তৈরী থাক! জেগে থাক! [এবার দর্শকদের উদ্দেশ্য করে] একটু আগুন দিতে পারেন, আগুন, আলোটাকে জালাব। আগুন আছে, আগুন?

—যবনিকা—

নীতীশ সেন

১৯২৮ সালে জন্ম। কবি নবীনচন্দ্র সেনের দৌহিত্র। পিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সাহিত্যের প্রভাব ছাত্রাবস্থা থেকেই পড়ে। নাটক ভালবাসতেন। প্রথম নাটক সার্থক একাঙ্ক—'একটি চায়ের কাপ'। উল্লেখযোগ্য নাটক 'বর্ব্বর বাঁশী'—যার মাধ্যমে 'বহুরূপী' সম্প্রদায়ের স্পষ্ট আধুনিকতায় উত্তরণ ঘটে। এর পরের উল্লেখযোগ্য নাটক 'অপরাজিতা'—একক চরিত্রের এই নাটকটি বাংলা নাটকে একটি ইতিহাস। টেণ্ডুলকারের 'চোপ্ আদালত চলছে'র—বাংলা রূপান্তর নীতীশবাবুর অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। অন্যতম নাটক 'অরুন্ধতী সন্ধানে' 'রূপকার' গোষ্ঠীর প্রযোজনাধীন। পেশা—এককালে বেসরকারী সংস্থায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে বেকার ও সর্ব্বক্ষনের নাট্যকার।

নীতীশবাবুর নাটকে যে অভিজাত ক্ষোভ আছে তা অনেকের কাছে অপরিচিত হলেও উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে তা নূতন নয়। সে ক্ষোভের চেহারাটা এ সমাজের কাছেও স্পষ্ট নয় কারণ এ সমাজ জন্মশঙ্কর—এর নির্দিষ্ট কোন চেহারা নেই। এই হিসাবে নীতীশবাবুর নাটক স্পষ্টতঃই মধ্যবিত্ত সমাজের—অন্য কারুর সঙ্গে মেলেনা।

'একটি যুদ্ধের পটভূমিকা' নিশ্চিতভাবে 'অদ্ভুত' নাটক। অর্থহীন অথচ অর্থবহ—অস্পষ্ট অথচ ভয়ানক স্পষ্ট। এ ধরণের নাটকের পরীক্ষা নীতীশবাবুর এই প্রথম।

একটি যুদ্ধের পটভূমিকা

নীতীশ সেন

অভিনয়ের আগে
নাট্যকারের অনুমতি
নেওয়া আইনতঃ
প্রয়োজনীয়।

চরিত্র ॥

শান্তা ॥

অপূর্ব ॥

বাবা ॥

জনৈক ভদ্রলোক (১) ॥

শালীর ছেলে ॥

সুদীপ্ত ॥

ডাক্তার ॥

নাট্যকার ॥

মেজদা ॥

প্রম্পটার ॥

মিউজিক হ্যাণ্ড ॥

দর্শক (নাট্য সমালোচক) ॥

তরুণ ॥

জনৈক ভদ্রলোক (২) ॥

জনৈক ভদ্রলোক (৩) ॥

জনৈক ভদ্রলোক (৪) ॥

কয়েকজন দর্শক (প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে) ॥

প্রথম দৃশ্য

[একটি অসাধারণ ঘর। ঘরের মধ্যে সবকিছুই আছে—সোফা, চেয়ার, টেবিল, ছোট টেবিল, দাবাখেলার টেবিল, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি ইত্যাদি। সবকিছুই প্রয়োজনে নাও লাগতে পারে। ঘরের পিছনের দেয়ালে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে একটা ট্রেঞ্চে। সেখানে দেখা যাবে একজন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু দাঁড়িয়েই নেই, সমানে গুলি ছুঁড়ে চলেছে। সমগ্র অভিনয় কালে এই ট্রেঞ্চে একজন না একজন গুলি ছুঁড়ে যাবে। আলোআঁধারে একটু অস্পষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু নাটকের শেষের দিকে একটা তীব্র আলো পড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। মঞ্চ থেকে একটি চরিত্র ট্রেঞ্চে উঠে যাবে, আর একটি নেমে আসবে—যে নেমে আসবে তার হাতে থাকবে একটা রাইফেল। যে উঠে যাবে সে রাইফেলটা হাতে উঠে যাবে। গুলির শব্দের প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চে অস্পষ্ট একজন গুলি ছুঁড়ছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে থাকায় চেনা যায় না। শান্তা প্রবেশ করে। আবছা অন্ধকারে ক্ষণকাল বসে থাকে—তারপর উঠে সুইচ টেপে। আলো জ্বলে ওঠে। তখন দেখা যায় ঘরের এককোণে একজন বসেছিল। নাম অপূর্ববাবু !]

অপূর্ব—[চোখে হাত দিয়ে] আঃ—

শান্তা—[চমকে] ও আপনি ! অন্ধকার হয়ে গেল। আলো জ্বালাবার সময়।

অপূর্ব—চোখের উপর হঠাৎ একরাশি আলো এসে পড়লে···[অপূর্ববাবুর একটি মুদ্রাদোষ—কোন বাক্যই প্রায় শেষ করে না—হাতের ভঙ্গী বা মুখের ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়।]

শান্তা—আপনি কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন ? [অপূর্ববাবুর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়াতে খুশি হয়ে] আমাকে ডাকলেন না কেন ?

অপূর্ব—তোমার এখন যা অবস্থা তার উপর ডাকাডাকি……

শান্তা—[সঙ্গে সঙ্গে হাতটা পেটের উপর নেমে আসে] তাতে কি হয়েছে ! [হেসে] আমার অভ্যাস হয়ে গেছে [খিলখিল করে হেসে ওঠে] ছাত্রাবস্থায়……

অপূর্ব—[খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠে] ছাত্রী……

শান্তা—[রসিকতা গায় না মেখে] তখন পড়তাম—মানুষ অভ্যাসের দাস। Habit is the second nature ! Heredity আর environment—এই নিয়ে তর্কের নামে কত ঝগড়াঝাটি করেছি। যে যত কম জানত সে তত বেশী বেশী করে চিৎকার করত। ওটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। [হেসে গড়িয়ে পড়ে]

অপূর্ব—অভ্যাস, প্রবৃত্তি·· দুটোই সমান। তুমি, আমি·· এই দুটোর কোন্টার বিরুদ্ধে···সেটাই আসল···

শান্তা—কি জানি। আজ কার কথা ঠিক কে জানে। [ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে] বললেন না, আপনি কতক্ষণ বসে আছেন ?

অপূর্ব—বসে আছি...তা বেশ কিছুক্ষণ...

শান্তা—এক ঘণ্টা ? [অপূর্ব সম্মতিসূচক ঘাড নাড়ে] দু ঘণ্টা ? [সম্মতিসূচক হাসি] তিন ঘণ্টা ? [সম্মতিসূচক লজ্জা] আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন। [ঘনিষ্ঠ হতে থাকে]

অপূর্ব—কাকে বলবো...তুমিও তো সবসময় থাকো না···

শান্তা—[ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে আসে, অপূর্ব সরে যেতে থাকে] অথচ আপনি আমার খোঁজেই আসেন।

অপূর্ব—[সোফার একধারে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে সামলে নিয়ে] সেটাই তো স্বাভাবিক.. দুজন দুজনের জন্য আসা যাওয়া। এইরকমই তো...

শান্তা—এইরকম কি ?

অপূর্ব—[ঈষৎ বিস্মিত হয়ে] এই জীবন। সুখদুঃখ, ভয়ভীতি···কেউ তো জানে না কোনটা কি...

শান্তা—[হঠাৎ সজাগ হয়ে] আপনি জানলেন কি করে ?

অপূর্ব—মানে ?

শান্তা—যে কথা কেউ জানে না সে কথা আপনি জানলেন কি করে ?

অপূর্ব—য়্যাঁ—

শান্তা—কি এমন বিশেষত্ব আপনার মধ্যে আছে যাতে আপনি সব কথা জানতে পারবেন ? [অপূর্ব হতভম্ব] না হয় আপনি আমার জন্যই এখানে আসেন। কিন্তু আপনি না আসলে অন্য কেউ আসত। কেউ না কেউ আসত কিম্বা হয়তো কেউ আসত না। কিন্তু আপনার বৈশিষ্ট কোথায় ?

অপূর্ব—[ইতিমধ্যে খুক্‌খুক্ করে হাসতে শুরু করে দিয়েছে] সব সময়…সব সময় এক কথা · যখনই দেখা হয়, যখনই কথা হয়…এককথা…যেন প্রেম করছি ! [খুক্‌খুক্ করে হাসে]

শান্তা—কেন, প্রেম করা কি খারাপ ?

অপূর্ব—অনেকে মনে করে sex মানে প্রেম…কতলোক তাই প্রেম করে… খারাপ কেন হবে…[খুক্‌খুক্ করে হাসি]

শান্তা—তাই বুঝি আপনিও প্রেম করতে আসেন ? [সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে] কিন্তু আমার জন্য তো আসেন ? [সম্মতিসূচক হাসি] আমি জানি আমার জন্য আসেন। আপনিও বলেন আমার জন্য আসেন ? [হঠাৎ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে] কিন্তু নিজের থেকে কি কোনদিনও বলেছেন ও কথা— বোধহয় না ! কিন্তু সবাই যখন বলে আমার জন্যই আসেন—তখন নিশ্চয় আপনি আমার জন্যই আসেন। তা সত্যিই হোক মিথ্যেই হোক কথাটা তো সবাই মেনে নিয়েছে। আপনিও মেনে নিয়েছেন, আমিও নিয়েছি। আপনি না আসলে অভাব অনুভব করি না। আবার আসলে আপনাকে বাড়তি মনে হয় না।

অপূর্ব—বাড়তি ?…বাড়তি কেউ থাকে না। শেষ পর্যন্ত সবই খাঁজে খাঁজে… [দুহাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেখায়]

শান্তা—অসহ্য। [বিরক্তিভরে উঠে দাঁড়ায়] যা কিছু বলি না কেন মেনে নেব। যে অবস্থায় থাকি না কেন মেনে নেব ? আমরা কি এই দেহটাকে বয়ে নিয়ে শুধুমাত্র মরবার জায়গা খুঁজে বেড়াই ? বুঝলেন, সব অবস্থায় আমাদের ভাল লাগতে পারে না—সব কিছুই আমরা মেনে নিতে পারি না…

[অপূর্ব নীরবে হাসছিল। ইতিমধ্যে বাবা ট্রেঞ্চ থেকে বন্দুক

হাতে নেমে আসে আর বন্দুকটা শান্তার হাতে দেয়।]

শান্তা—হাসবেন না। না বুঝে অমন করে হাসবেন না। [বন্দুক হাতে ট্রেঞ্চে উঠে যায় তারপর বন্দুক ছুঁড়তে থাকে]

বাবা—[সিঁড়ির তলা থেকে] আস্তে আস্তে যা—পড়ে গেলে এই বুড়ো বাপকেই ছুটোছুটি করতে হবে। আর একবার ডাক্তারদের খপ্পরে পড়লে পরে—[অপূর্বকে] সব প্রফেসনাল আর টেক্‌নিকেল লোকেরা গোটা সমাজটাকে একেবারে অসহায় করে ফেলেছে। ভাল মন্দ কোন প্রশ্নই করতে পারবে না। বুঝতেই পার না—প্রশ্ন করবেই বা কি ? [অপূর্ব সিগ্রেট অফার করছে দেখে] ধন্যবাদ। আমি আমারটাই পছন্দ করি। [পাইপ ধরায়]

অপূর্ব—ইংরেজদের শিক্ষা…আজকালকার ছেলেমেয়েরা এইসব এটিকেট··কোন কিছু পাত্তাই দেয় না…আমরা তবুও…একটা মানে অন্তত ছিল…

বাবা—[পাইপে টান] যে যুগে যা চলে। এখন হয়তো অন্য কিছু শিখছে—অন্য কারোর কাছ থেকে শিখছে। নকল করাও শিক্ষণীয়। তুমি সে খবর রাখো না। তোমার বয়সে—

অপূর্ব—ঠিক আছে···ঠিক আছে…[খুক্‌খুক্ করে হাসতে থাকে]

বাবা—শান্তা ঠিকই বলছিল—না বুঝে হাসবে না। হাসছো কেন ?

অপূর্ব—না···এই আমরা তো জন্তু জানোয়ার নই যে কারোর কাছ থেকে কিছু শিখবো না ··আমরা তো···[হাসতে থাকে]

বাবা—আমরা কতটা জন্তু আর কতটা জন্তু নই—তোমার কাছ থেকে না শিখলেও চলবে। [হঠাৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে] তোমার সেই বয়সটাই হয়েছে যখন সব ব্যাপারেই বড় বড় কথা না বলে থাকতে পারো না। নীরব থাকার ঐশ্বর্য বুঝবার বয়স···[হঠাৎ উঠে গিয়ে মেঝে থেকে একটা জিনিস তুলে নেয়]

অপূর্ব—[আগ্রহের সঙ্গে] ওটা কি ?

বাবা—[তাচ্ছিল্যের সঙ্গে] বুলেট। [ঠং করে য়্যাসট্রেতে ফেলে দেয়]

অপূর্ব—[ট্রেঞ্চের দিকে সভয়ে তাকিয়ে নিয়ে] বুলেট ! ইদানীং ঘনঘন আসছে বুঝি ?

বাবা—[উদাসীন] ঐ আসে। মাঝে মাঝে।

অপূর্ব—এটা তো ভাববার বিষয়।

বাবা—ভাববার বিষয় ?

অপূর্ব—নিশ্চয়। মেঝের উপর—বুলেট···ভাববার বিষয়···

বাবা—কে ভাববে—তুমি ?

অপূর্ব—আমি···কেন ভাবব ?

বাবা—তাহলে কে ভাববে ?—য়্যাঁ—কে ভাববে ?

অপূর্ব—মানে···যে মানে যার···মানে একজন কাউকে তো ভাবতেই হবে।

বাবা—বেশ তো। বসে বসে ভাব। বারণ করছে কে ?

অপূর্ব—মানে···আমি কেন···[দর্শকদের] আমি কেন সবায়ের ভাবনা ভাবতে যাব ?·· তার উপর বুলেটের ব্যাপারটাতো·· অথচ এরা কিরকম নিশ্চিন্ত ·· [ফিরে দেখে বাবা ভিতরে চলে গেছে] !

অপূর্ব—[তখন বাবার উদ্দেশ্যে] এইবার মশাই আপনাকে কয়েকটা কথা শোনাব। বলি, জামাইয়ের সঙ্গে এটা কি রকম ব্যবহার ? দস্তুর-মাফিক আইনসম্মত বিয়ে করেছি আপনার মেয়ে শান্তাকে—ঐ যে ঐখানে। [ট্রেঞ্চ দেখায়] নতুন ফ্যাসন মাফিক মেয়ের বিয়েতে কিছু খরচ করতে হয় না। বেশ তো করলেন না, কিন্তু বৌ ! বিয়ে করে একটা বৌও পাব না—একটা স্ত্রী, একজন শয্যাসঙ্গিণী ? বলি শ্বশুর মশাই, এটা কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ? আপনার বিবাহিত জীবন কি এইভাবে কেটেছে ? বাপের জন্মে যা দেখেননি, নিজের জন্মে যা করেননি, ছেলেমেয়ের জন্মে তা দেখতে হবে কেন ? মেনে নিতে হবে কেন ? ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে গিয়ে—চালাকি। তার উপর এই বুলেট—যখন তখন মেঝের উপর এসে পড়ছে। রীতিমত সাংঘাতিক অবস্থা···

[খুব সঙ্কোচভরে জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশ করে]

জনৈক ভদ্রলোক—এখানে কত্তা কে বলতে পারেন ?—কত্তা ?

অপূর্ব—কত্তা ?···কর্তৃপক্ষ ?···তা আমি তো···

জ. ভ—আপনিই তাহলে এখানকার কত্তা ?

অপূর্ব—আমি কত্তা···এখানকার···

জ. ভ—কোথাও না কোথাও কত্তা তো ?

অপূর্ব—য়্যাঁ···তা বলতে পারেন।

জ. ভ—তাহলে আপনাকেই সব খুলে বলছি।

অপূর্ব—আমাকে ?

জ. ভ—হ্যাঁ। আপনাকেই তো আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—

অপূর্ব—আমাকে খুঁজছেন ?

জ. ভ—নিশ্চয়—অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি।

অপূর্ব—কেন···

জ. ভ—নালিশ করার মত একটা জায়গা থাকতে হবে তো ? একজনকে থাকতে হবে তো নালিশ শুনবার জন্য !

অপূর্ব—নালিশ—কার ?

জ. ভ—আমাকে হ্যারাস্ করছে। অনর্থক হ্যারাস্ করছে—সুযোগ পেলেই হ্যারাস্ করছে।

অপূর্ব—হ্যারাস্ করছে···

জ. ভ—হ্যারাস ছাড়া আর কি বলবেন। দালালি করে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করেছি—দালালি মানে business করে। ভাবলাম স্ত্রীর জন্য একটা মাথা গোঁজার জায়গা করতে হবে। হবে কিনা বলুন ? কিন্তু মাথা গোঁজার জায়গার জন্য প্রথমেই কি দরকার বলুন তো ?

অপূর্ব—দরকার···মাথা ?

জ. ভ—না। একটা জায়গা। তাই ভাবলাম ঐ জমিটা কিনে ফেলি।

অপূর্ব—জমি ? [জনৈক ভদ্রলোক মাথা নাড়ে] কার ?

জ. ভ—যে আমাকে হ্যারাস্ করছে—আপনার শালীর ছেলে

অপূর্ব—আমার···শালীর···ছেলে···

জ. ভ—আপনার শালীর ছেলে হ্যারাস করবে না তো কি আমার শালীর ছেলে হ্যারাস করবে ?

অপূর্ব—আমার···শালী···নেই···

জ. ভ—নেই বুঝি ? অমন ছেলের মা হওয়াও দুর্ভাগ্য। ঐটুকু ছেলে—আমাকে হ্যারাস করছে। প্রথম থেকেই হ্যারাস্ করছে—

অপূর্ব—[প্রায় মরিয়া] আপনি···ভুল করছেন।

জ. ভ—ভুল ! বললেই হবে ভুল ! আপনাকে কেউ হ্যারাস্ করলে আপনার বুঝতে ভুল হবে ?

অপূর্ব—আমি অন্য ভুলের কথা—

জ. ভ—অন্য ভুল। [মাথা নাড়তে নাড়তে] না, না, না, আপনি শালীর

ছেলের হয়ে বলছেন। অবশ্য আপনি আপনার শালীর ছেলের পক্ষেই তো থাকবেন। after all শালীর ছেলে—সংসারের শান্তি দেখতে হবে তো? কিন্তু আমার দিকটা আপনার ভেবে দেখা উচিত। আমি মশাই নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ—লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাই আর আমাকে কিনা হ্যারাস্ করছে, প্রথম থেকেই হ্যারাস্ করছে—

অপূর্ব—[আরও মরিয়া] আপনিই বা হ্যারাস্ হচ্ছেন কেন?

জ. ভ—[খুব বিস্মিত] হ্যারাস্ করবে আর হ্যারাস্ হবো না? আপনি যদি এ কথা বলেন তাহলে তো আমাকে বলতে হয় আপনিও আমাকে হ্যারাস্ করছেন।

অপূর্ব—না—না—না। হ্যারাস করা অত্যন্ত অন্যায়।

জ. ভ—বলুন, আপনিই বলুন। আমি তো জমিটা কিনতে চাই, আর তো কিছু চাই না। আর ঐটুকু ছেলে আমাকে হ্যারাস্ করছে। প্রথম থেকেই হ্যারাস্ করছে। সব সময় হ্যারাস্ করছে—

অপূর্ব—আচ্ছা—কেন, কেন হ্যারাস্ করছে?

জ. ভ—আপনি জানেন না?

অপূর্ব—না…মানে…ঠিক…

জ. ভ—এ ছেলে বাঁচলে হয়। নিজের বাপকে পর্য্যন্ত খুন করতে পারে। জানেন মশাই, বলে কিনা আপনি বারণ করেছেন—মেসোমশাই বলেছে জমি বিক্রি না করতে অথচ অন্য সব পার্টির সঙ্গে দিব্যি কথাবার্তা।—হ্যাঁ মশাই, আপনি সত্যিই জানেন না? [অপূর্ব মাথা নাড়ে] এ ছেলে বাঁচলে হয়। [অপূর্বকে নীরব দেখে] তাহলে শুনুন। হ্যারাস্মেণ্ট মশাই, সবটাই হ্যারাস্মেণ্ট। আপনার জমি আছে, আপনি বিক্রী করবেন। আমার নেই, আমি কিনবো। এখন কথাটা হচ্ছে, কার তাগিদ বেশী। আপনি যখন বিক্রী করতে নেমেছেন, মনের মত দাম তো কখনই পাবেন না। তাই বলে হ্যারাস্ করবে, সব সময় হ্যারাস্ করবে। সেই প্রথম থেকে হ্যারাস্ করবে—

অপূর্ব—তা অত শস্তায় যদি জমি বিক্রী করতে না চায়—

জ. ভ—আপনি—আপনিও হ্যারাস্ করতে শুরু করলেন। একটা সুব্যবস্থার জন্য কত খোঁজাখুঁজি করে আপনার কাছে এলাম—আপনিও হ্যারাস্ করছেন—

[বাড়ীর ভেতর থেকে বাবা বেরিয়ে আসে--মহা বিরক্ত।]

বাবা—সারা দিনের ক্লান্তির পর চোখের পাতাদুটো একটু লাগিয়েছি—সরু গলায় ক্যানক্যান চিৎকার। [অপূর্বকে] এই ভদ্রলোক অমন করে চিৎকার করছেন কেন—হয়েছেটা কি ?

[শালীর ছেলে বাইরের থেকে প্রবেশ করে]

শালীর ছেলে—একি ? [জনৈক ভদ্রলোক চমকে ওঠে] আপনি এখানে কেন ?

জ. ভ—[সভয়ে অপূর্বর পিছনে চলে গিয়ে] শালীর ছেলে—

বাবা—[অপূর্বকে] তুমি একে চেন নাকি ?

অপূর্ব—নাঃ—মানে—

বাবা—তাহলে দুজনে এতো চিৎকার করছিলে কেন ?

অপূর্ব—না—মানে। আমি বলার সুযোগই···

শা. ছে—মেসোমশাই, এই সেই ভদ্রলোক। আমি জমি বিক্রী করবো না তবুও সবসময় আসা হচ্ছে—ওর দামে ওকে বিক্রী করতেই হবে।

জ. ভ—হ্যারাস্ করছে, সবাই মিলে হ্যারাস্ করছে—

বাবা—কে হ্যারাস্ করছে—

জ. ভ—প্রথমে এই শালীর ছেলে, তারপর এই ভদ্রলোক, তারপর আপনি—

অপূর্ব—কেবল নিজের কথা···আমাকে কথা বলতেই দেয় না···

জ. ভ—হ্যারাস্ করছে, হ্যারাস্ করছে—

[ইতিমধ্যে শান্তা নেমে এসে শালীর ছেলের হাতে বন্দুক দেয়]

শা. ছে—চুপ করুন···

বাবা—তুমি যাও, আমি দেখছি।

[শালীর ছেলে গুলি ছুঁড়তে ট্রেঞ্চে উঠে যায়]

শান্তা—[অপূর্বকে] উনি অমন চিৎকার করছিলেন কেন ?

অপূর্ব—আমাকে কত্তা—···তার উপর শালীর ছেলে আমার ঘাড়ে···

[খুকখুক করে হাসতে থাকে]

জ. ভ—বারবার এই রকম হয়। কখনো ঠিক লোকটাকে ঠিক জায়গায় ধরতে পারলাম না। ঠিক লোকটাকে ঠিক কথা বলতে পারলাম না। যাকে বলবার নয় তাকে সব বলে বসি। যাকে বলবার তাকে কিছুই বলি না।

বাবা—[পাইপ ধরায়] আর ছোট ছেলেদের ঠকিয়ে জমি কিনতে চাই।

জ. ভ -হ্যারাস্ করছে, হ্যারাস্ করছে—হ্যার…

অপূর্ব -[হঠাৎ খেপে গিয়ে] চুপ করুন। আর সহ্য হয় না…

শান্তা -[ভীষণ খুশি হয়ে] আপনি রাগ করতে পারেন? ওমা কি ভাল লাগছে।

অপূর্ব -দেখো-না…একটা কথা বারবার · [বাবাকে দেখিয়ে] ইনি…বলুন…

বাবা- না—না—না। এখন সময় নেই। আসছে সপ্তাহে ব্যস্ত আছি, তার পরের সপ্তাহে হয়তো ব্যস্ত থাকবো, তার পরের সপ্তাহে ব্যস্ত থাকার কথা নয়, তবে…আপনি এই মাসটা বাদ দিন—আসছে মাসেও সময় পাচ্ছি না, তার পরের মাসে…

জ. ভ—হ্যারাস্ করছে, হ্যারাস্ করছে…

অপূর্ব -[অগ্নি মূর্তি] আবার হ্যারাস্—তবে রে…[হঠাৎ মেঝেতে একটা বুলেট দেখতে পেয়ে] গুলি করবো…

[বুলেটটা তুলে নিয়ে তেড়ে যায়]

জ. ভ হ্যারাস্ করছে… [দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়]

শান্তা -[লিলায়িত ভঙ্গিতে] এতো রাগ কিন্তু ভালো নয়—ভীষণ ভয় করে…

[পরিশ্রান্ত অপূর্বর জবাব দেবার সাধ্য নেই]

বাবা—Demand and supply. একজন বিক্রী করবে আর একজন কিনবে। সোজা হিসেব। তা নয়—কে কাকে ঠকাবে। বাইরের লোকের কথা বাদ দিলাম, এর মাসী চিরটা কাল দেশের বাইরে রইল, হঠাৎ শখ হোল এখানে জমি কিনবে। দিলাম কিনিয়ে। এখন হঠাৎ শখ হোল বিক্রী করে দেবে। কেনাই বা কেন, বিক্রী করাই বা কেন। [পাইপে টান] সমস্ত জাতটার fixity of purpose বলে কিছু রইল না। [পরিশ্রান্ত অপূর্বকে] জল খাবে?

অপূর্ব -[হঠাৎ খেয়াল হয় হাতের মধ্যে বুলেট] আর এই যে বুলেট…কিছুক্ষণ আগেও একটা…একেবারে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়…এই যে…

বাবা- [বুলেটটা নিয়ে একবার দেখে ঠক করে য়্যাসট্রেতে ফেলে] কিছুক্ষণের মধ্যে দু দুটো… [শান্তাকে] তোর মেজদাকে বলিস। [অপূর্বকে] জল খাবে?

অপূর্ব—না। [শান্তাকে] কাল আবার…

শান্তা—কাল?

অপূর্ব—যদি শরীরটা…যা কাণ্ড… তুতুটো বুলেট…একটু এগিয়ে দেবে…

[শান্তা নীরবে অপূর্বর সঙ্গে বেরিয়ে যায়]

বাবা—[পাইপ নামিয়ে অপূর্বর উদ্দেশ্যে] তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে ইচ্ছে করে। তোমরা যা করছো—এর নাম কি বিয়ে? সমাজ নয়, আইন নয়—সবটাই নাকি মনের ব্যাপার। আবেগ নয়, যুক্তি নয়-সব নাকি বুদ্ধির ব্যাপার। আরে বাপ আসলে তো সব…ইয়ের ব্যাপার। ইচ্ছে করলেই তো মরতে পারছি না—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে মরে যাই, গলায় দড়ি দিই, বিষ খাই, কিন্তু জীবনে অসম্ভব তো সম্ভব হয় না, তখন…[পাইপ কামড়ে ধরে] ঐ সুদীপ্ত ছোকরাটা আসছে। শান্তা কেন যে এই ছোকরাটার সঙ্গে…[পাইপ কামড়ে দ্রুত ভিতরে চলে যায়]

[শান্তা আর সুদীপ্ত প্রবেশ করে। সুদীপ্তর ভীষণ কম বয়স—অত্যন্ত চড়া রঙচঙের পোষাকে তাই মনে হয়]

সুদীপ্ত—এমনভাবে সাজিয়েছে বুঝলে শান্তা, তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।

শান্তা—আমার চোখ অত সহজে ধাঁধায় না।

সুদীপ্ত—তুমি বুঝছো না, তুমিতো দেখনি। কত বড় বড় লোক—অনেক টাকা যাদের—তাদেরও চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

শান্তা—টাকাওয়ালা লোকদের খুব বড় মনে হয়—তাদের খুব ভাল্লাগে—নারে সুদীপ্ত?

সুদীপ্ত—ভাল আমার কাউকে লাগে না। কিন্তু কারোর যদি real ক্ষমতা থাকে—অস্বীকার করব কেন? সেইটুকু স্পোর্টস্‌ম্যান স্পিরিট আমার আছে।

শান্তা—তা ঠিক বলেছিস। টাকা থাকাই শ্রেষ্ঠ গুণ—

সুদীপ্ত—ঠাট্টা করছো? [শান্তা অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ে] রসিকতা করো আর যাই করো অক্ষম চিরকালই সক্ষমকে হিংসে করে। আদর্শ হচ্ছে অক্ষমদের ভূষণ কিন্তু আদর্শ দিয়ে সামান্য লজ্জাটুকুও ঢাকা যায় না। কিন্তু টাকা থাকলে তুমি মনের মত জামা কাপড় পরতে পারো। আর কিছু না পরে ঘুরে বেড়ালেও কেউ কিছু বলবে না। কারণ ইচ্ছে করলেই তুমি…কি আশ্চর্য, এসব কথা তোমাকে বলতে হচ্ছে।

শান্তা—কেন আমি কি তোদের মত নাকি? মাথা মুণ্ডু যা বলবি তা বুঝতে পারব? —এমন অদ্ভুতভাবে সেজেছিস কেন? কিছু না পরে ঘুরে বেড়ালেই পারিস, লোকে ভাববে খুব টাকা আছে।

সুদীপ্ত—[রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলে] না বাবাঃ—মাঝে মাঝে তুমি যা সব কাণ্ড করো ও আমাদের সাধ্য নয়।

শান্তা—সাহস চাই বুঝলি—সাহস চাই। কোন কিছু করতে হলে সাহস চাই।

সুদীপ্ত—সেই জন্যই তোমার কাছে এসেছি। তুমি টিনাকে চেনতো—টিনা?

শান্তা—টিনা? —ও! তোদের পাড়ার সেই, হিলহিল করছে, সেই মেয়েটা তো?

সুদীপ্ত—হ্যাঁ, তার একটা বাবা আছে।

শান্তা—কি আশ্চর্য—বাবা আছে?

সুদীপ্ত—এমন পাজী লোক আমি জীবনে দেখিনি।

শান্তা—টিনাকে মিশতে বারণ করেছে বুঝি?

সুদীপ্ত—আরে নাঃ—সেসব দিকে ভাল। আর বারণ করলেও টিনা শুনতো নাকি।

শান্তা—তাহলে ভাবনা কি?

সুদীপ্ত—অপূর্ববাবু যে মাঝখানে থেকে গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

শান্তা—অপূর্ব? [হঠাৎ হেসে] অপূর্বর সঙ্গে টিনার আলাপ আছে বুঝি?

সুদীপ্ত—[অধৈর্য্য] আরে না—

শান্তা—টিনার বাবার সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি?

সুদীপ্ত—আলাপ থাকলে তো আমি বেঁচে যেতাম। বলছি—না, এরা এমনি লোক ভাল কিন্তু কোন কোন জায়গায় মহাপাজী।

শান্তা—বেশতো। মিশিশ না এইসব পাজী লোকদের সঙ্গে—টিনার বাবা—অপূর্ববাবু…

সুদীপ্ত—আহা—অপূর্ববাবু পাজী হবেন কেন। চাইলেইতো আর কুকুর পাওয়া যায়না!

শান্তা—কুকুর!

সুদীপ্ত—য়্যালসেসিয়ানের বাচ্চা। ডগ্ শোতে ফার্ষ্ট হয়েছিল—তারই পপি। দারুণ পেডিগ্রি।

শান্তা—কে ফার্ষ্ট হয়েছিল—অপূর্ব?

সুদীপ্ত—উঃ, এই জন্যেই তো মেয়েদের সম্মান করতে পারলাম না। কথা শেষ হবার আগেই প্রশ্ন। অপূর্ববাবু কি কুকুর—যে ফার্ষ্ট হবেন? অপূর্ববাবুর এক আত্মীয়—কাকাতোত ভাই না কি যেন relative—এখন বম্বেতে একটা ফার্মে বিরাট চাকরী করে। বৌ পাঞ্জাবীতো, তাই ওদের কুকুর ফার্ষ্ট হয়েছিল।

শান্তা- পাঞ্জাবী য়্যালসেসিয়ান বুঝি?

সুদীপ্ত -জানে—পাঞ্জাবী মেয়েরাই জানে কি করে হাই স্ট্যাণ্ডারডে থাকতে হয়। বম্বেতে ডগ্ শোতে ফার্ষ্ট হওয়া not so easy· তোমার সঙ্গে কথা বলাটাই ভুল—

শান্তা- বেশতো বলিস না।

সুদীপ্ত -বলবোই নাতো। [হঠাৎ] আরে একটা বুলেট এখানে পড়ে আছে। [বুলেটটা তুলে নীরবে দেখতে থাকে]

শান্তা—[কিছুক্ষণ অধৈর্য্য হয়ে থাকার পর] এই—কি বলছিলি—বলনা ?

সুদীপ্ত—[বুলেটটা দেখায়] এগুলো—এখনো আসছে ?

শান্তা—টিনার বাবার বুঝি য়্যালসেসিয়ানের শখ হোয়েছে ?

সুদীপ্ত—শুধু য়্যালসেসিয়ান হোলেই হবে না—পেডিগ্রি ভাল হওয়া চাই।

শান্তা—তুই যোগাড় করে দিবি বলেছিলি বুঝি ?

সুদীপ্ত—আমি কি ভেবেছিলাম কুকুরের বাচ্চার জন্য ভদ্রলোকের ঘুম ছুটে যাবে। এমন করছে—না, একটা কুকুরের বাচ্চা না থাকলে যেন সভ্য সমাজে বাস করাই যায় না। কুকুর কুকুর কুকুর—মহা পাজী লোক। ওদের বাড়ীতে গেলে কুকুর। ভোরবেলা মর্নিং ওয়াকের নাম করে বাড়ী বয়ে এসে—কুকুর। এমন কি টিনাও বাপের দেখাদেখি ককরুকুক, কুকরুকুক শুরু করে দিয়েছে।

শান্তা—টিনার বুঝি মুরগী পোষার শখ হোয়েছে ?

সুদীপ্ত—মেয়েরা তো ভীষণ তাড়াতাড়ি কথা বলে। খুব তাড়াতাড়ি কুকুর কুকুর কুকুর বলতো—ঐ কুকরুকুক, কুককুক শোনাবে।

[শান্তা বার কয়েক চেষ্টা করে হেসে ফেলে]

শান্তা—কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেই পারিস। টিনা তো তোর একমাত্র বন্ধু নয়—ওর বাবাও এমন একটা কেউ কেটা নয়।

সুদীপ্ত—তা কি কেউ বলতে পারে। এখন একটা ভাল পেডিগ্রির কুকুর দরকার

—তা না হলে ঠিক মানাচ্ছে না। তুমি বলো না শাস্তা—অপূর্ববাবুকে।

শাস্তা—অপূর্ববাবুকে বলবো—কুকুরের বাচ্চা দাও। ধ্যাৎ!

সুদীপ্ত—বলবে না?

শাস্তা—কুকুর দিয়ে বান্ধবীর স্বদ বাবাকে খোসামদ করতে হবে না। এখন কিছুদিন অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘরে বেড়া। দেখবি টিনা নিজেই নিজেকে সামলে নিয়েছে।

সুদীপ্ত—ভীষণ পিতৃভক্ত মেয়ে যে—

শাস্তা—পিতৃভক্ত না কুকুরভক্ত?

সুদীপ্ত—ঐ একি হোল।

শাস্তা—[হাসি মুখে] চুপ কর্। অসভ্য কোথাকার।

সুদীপ্ত—তুমি বলবে না?

শাস্তা—তোকে না করেছে বুঝি? বেশ করেছে।

সুদীপ্ত—Influence না করতে পারলে কোন কাজই হয় না আজকাল। আমারই ভুল হয়ে গেছে—দিল্লীতে দিদির কাছে চিঠি লেখা উচিত ছিল।

শান্তা—যাতে তোর দিদি আমাকে influence করে।

সুদীপ্ত—তুমি আর দিদি এক সময় তো দারুন বন্ধু ছিলে—

শাস্তা—এখন তোর বন্ধু হয়েছি? যা ভাগ্—

সুদীপ্ত—ঠিক আছে, ঠিক আছে—তোমাকে কিছু করতে হবে না। [হঠাৎ চিন্তিতভাবে] টিনাটা বড্ড কুকরুকু কুকরুকু করছে।

শান্তা—একটা মেয়েকে সামলাতে পারিস না—আমাকে বলতে এসেছে। তোর জন্য কিছু করতে পারবো না। [সুদীপ্তকে নীরব দেখে] কুকরুকু—কুকরুকু··· [হেসে ফেলে]

সুদীপ্ত—[ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে] আমাকে ছাড়া তোমার চলে কিনা দেখবো। এরপর ডেকে পাঠালে আর আসবো না। [শাস্তা জীব বার করে ভেঙ্গায়] দিদিকেই লেখা উচিত ছিল—দিদির কথা তুমি ফেলতে পারতে না। আসলে আমাদের কিছু পরিবর্তন হয়নি—আমরা যা ছিলাম তাই রয়ে গেছি [হঠাৎ হাতের মধ্যে তখনো বুলেট রয়েছে দেখতে পায়] দেখেছো, বুলেট এখনো আসছে— [ইতিমধ্যে শালীর ছেলে নেমে আসে]

শা. ছে—[সুদীপ্তকে] দেখি। [সুদীপ্ত বুলেট দিলে ঠক করে য়্যাসট্রেতে বুলেটটা ছুঁড়ে ফেলে] ধর—

সুদীপ্ত—[রাইফেল নিয়ে] কি হবে? [শান্তীর ছেলে সিঁড়ি দেখিয়ে দিলে অবাক হয়ে] আমাকেও গুলি ছুঁড়তে হবে?

শা. ছে—আপত্তি হচ্ছে?

সুদীপ্ত—আমি গুলি ছুঁড়তে জানি না।

শা. ছে—আমিও জানি না। কিভাবে ছুঁড়তে হবে, কাদের উপর ছুঁড়তে হবে, কেন ছুঁড়তে হবে—কোন কিছু জানার প্রয়োজন হচ্ছে না। বন্দুক হাতে উপরে উঠে যাও—যেটকু জানবার জানতে পারবে। যাও— [সুদীপ্ত কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। নির্লিপ্ত শান্তার দিকে করুণ ভাবে তাকায়, তারপর হঠাৎ কুকরুকু, কুকরুকু—ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়।]

শা. ছে—হুজ্জুতে বঙ্গাল। ঠিকই বলে। ফাঁকিবাজ, চালবাজ হুজুগপ্রিয়—

শান্তা—কারণে অকারণে হুজুগপ্রিয় বলে গালাগালি দেওয়াটাও এক ধরণের হুজুগ!

শা. ছে—অন্য জায়গায় জন্মালে কি হবে, বড় হলে কি হবে—হুজুগে রক্ত আমার শরীরের মধ্যেও রয়েছে—

শান্তা—তুমিও এইসব মান?

শা. ছে—কি? হুজুগ?

শান্তা—না। রক্ত টক্ত।

শা. ছে—বাপরে বাপ। এখানে থাকবে অথচ রক্ত মানবে না—এমন দেমাক কার আছে? কথায় বলে—রক্তের মত নীল।

শান্তা—নীল?

শা. ছে—শান্তা! তুমি back dated। এখন কোথাও লাল রক্ত নেই—এখন নীল রক্তের যুগ হচ্ছে।

শান্তা—বাঃ quite চালাক হয়ে গেছো তো। প্রথম যখন এসেছিলে খুব কম কথা বলতে।—এটা কোন জায়গা হোচ্ছে? ওরা ভাই বোন হোচ্ছে —হোচ্ছে হোচ্ছে করে এই দুই বছরে কেমন কথা বলতে শিখে গেছো। ভাবলেই হাসি হচ্ছে— [হাসতে থাকে]

শা. ছে—থামাও দিল্লাগী। [শান্তা চমকে ওঠে] আমার এখানে কিছু ভাল্লাগেনা। তোমাদের ভাল্লেগা না। তোমরা কি ভাষায় কথা বলো কিছু বুঝতে পারি না। মার মুখ থেকে যে ভাষা শেখা হয় সেটাই তো মাতৃভাষা। এখানে কেউ মাতৃভাষায় কথা বলে না। আমি যেখানে বড় হোয়েছি

সেখানে আর কিছু না হোক সবাই মায়ের ভাষায় কথা বলে—কথা বলতে পারে। তোমরা পার না। তোমরা নিজেদের জন্য কিছু ভাবতে পারো না—নিজেদের জন্য কিছু করতে পারো না। তোমরা শুধু কাঁদো আর ভিক্ষে চাও। আসল কথা তোমরা কাজ করতে চাও না—তোমরা ভণ্ড, ঘোরতর মিথ্যাবাদী। পরমত অসহিষ্ণু, পয়লা নম্বর ধাপ্পাবাজ হোচ্ছ—তোমরা ছোটলোক, অ-সভ্য। এখনো তোমাদের বাসে ট্রামে লেডিস সিট লেখা থাকে। লেডিস সিটে বসলেই উঠে যেতে হয়। সমস্তটা পথ ঐ ভীড়ের মধ্যে আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসতে হোয়েছে—আমার পা টনটন করছে, আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছে, জুতোয় বিচ্ছিরি দাগ লেগে গেছে। তোমাদের মেরে দেশ ছাড়া করা উচিত—তোমাদের নিজের দেশেও তোমাদের মার দেওয়া হোচ্ছে—

[ভীষণ উত্তেজিত হয়ে শাল্লাকে মার দেবার টাঁধলো করতে থাকে। আলো ধীরে ধীরে নিবে আসে। কেবল দেখা যাচ্ছে ট্রেঞ্চে স্নদীপ্ত গুলি ছুঁড়ছে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিকেলবেলা। ডাক্তার দাবার সামনে বসে আছে। নাট্যকার দ্রুত পায়চারি করছে। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে দাবার উল্টোদিকে বসে চাল দিয়েই উঠে যায়। ডাক্তার চাল দেয়। এই রকম বার দুই চলে। একবার দুজনেই পায়চারি করে। একবার দুজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায় আবার বসে পড়ে। ডাক্তার কিন্তু তখন পায়চারি করে না। অর্থাৎ ডাক্তার কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নয়। নাট্যকার উদ্বিগ্ন এবং কিঞ্চিত বিরক্ত।]

ডাক্তার—[হঠাৎ সোল্লাসে] কিস্তি। [নিজের ষ্টেথিসকোপ দিয়ে নিজেই নিজের বুক দেখে নেয়। নাট্যকার ভীষণ চিন্তিত কিস্তি সামলাতে] মাৎ। কি হোল—আর খেলবেন?

নাট্যকার—দাবার ছক নিয়ে রুগী দেখতে আসা, রুগীর বাড়ীতে দাবা খেলা। যাবার সময় ফিস্ নিয়ে চলে যাওয়া—এটা কি ধরণের চিকিৎসা ?

ডাক্তার—ওদেশে ডাক্তারকে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতে হয় না। হাসপাতালে এনে কমপিউটারে চাপিয়ে দিয়ে ডাক্তাররা দাবা নিয়ে বসে যায়। সমস্ত examination করে অসুখ ডাইগনসিসের পর কমপিউটার ওষুধ পর্যন্ত prescribe করে দেয়। নার্সরা খাইয়ে দেয়। আমাদের এই হতচ্ছাড়া দেশে—বাড়ী বাড়ী দাবা খেলে বেড়াই—

নাট্যকার—রোগী বাঁচে ?

ডাক্তার—এই রোগী বাঁচবে। আপনি কিস্তি মাৎ করতে পারলে রোগী বাঁচত না। যে যত ভাল দাবা খেলতে পারে সে তত বড় ডাক্তার। ডাক্তারী আর খেলা মিলেমিশে, খেলার আনন্দটাই চলে গেল। ডাক্তাররা সব পেশাদারী খেলোয়ার হয়ে গেছে।

নাট্যকার—আচ্ছা দাবা খেলে মঞ্চসফল নাটক লেখা যায় ?

ডাক্তার—আপনি কি নাট্যকার ?

নাট্যকার—[সাগ্রহে] হ্যাঁ। আমিও পেশাদারী দাবা খেলোয়ার হোতে চাই।

ডাক্তার—দেখুন চুরি করবেন না। এই সব সাহিত্যিকরা, বিশেষ করে নাট্যকাররা সব সময় চুরি করছে। দাবা খেলা চুরি করবেন কেন— অন্য কত রকম খেলা আছে। চু-কিৎকিৎ-গোল্লাছুট।

নাট্যকার—[ভীষণ ঘাবড়ে] চু-কিৎকিৎ-গোল্লাছুট ! বড্ড ছুটাছুটি করতে হয়।

ডাক্তার—বাগ-বন্দী খেলুন। বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। একপা তুলে নাচলেই হবে। নাচতে না পারলে নাটক লেখা যায় না।

নাট্যকার—[আত্মসম্মান ফিরে পেয়ে] দেখুন, জ্ঞান দেবেন না। এই বিষয়ে আমরা ভীষণ স্পর্শকাতর। জানেন, নাট্যসমালোচক থেকে শুরু করে যে স্ক্রীন টানে সেও আমাদের নাটক লেখা শেখাতে চায়। বেশতো, নাহয় দাবা খেলবো না—কিন্তু আমাদের জ্ঞানের কথা বলতে আসবেন না।

ডাক্তার—অন্যের থেকে আর চুরি করবেন নাতো ? [নাট্যকার মাথা নাড়ে] এইতো সোনার চাঁদ ছেলে। [আঙুল দিয়ে চিবুক স্পর্শ করে আঙুলে চুমো খায়] রুগী আপনার কে হয় ?

নাট্যকার—রুগী ! রুগী কেন হবে—রুগিনী।

ডাক্তার—সে কি আমি যে রুগী পরীক্ষা করে আসলাম—ওষুধ দিলাম।

নাট্যকার—তাহলে কি হবে?

ডাক্তার—[তাড়াতাড়ি দাবা সাজাতে থাকে] আবার দাবা খেলতে হবে। দাবাতো sexless।

নাট্যকার—[একগাল হেসে] sex-এর কথা বলছেন—আরি বাস্।

ডাক্তার—এখন কথা বলার সময় নেই। এখন খেলার সময়। মেয়েদের রোগ অত্যন্ত জটিল এবং কুটিল। চারবার আসতে হবে। তবে চারটে ভিজিটের টাকা যদি একসঙ্গে দিয়ে দেন—আর আসতে হবে না। [হস্ত প্রসারিত করে] দিন, টাকা দিন।

নাট্যকার—আমি কি করে টাকা দেব। আমাকে কেউ রয়ালটি দেয়না। আমি কোত্থেকে টাকা পাব।

ডাক্তার—বেশতো, যার কাছে টাকা আছে তাকে ডেকে দিন। যে আমার ভিজিট দেবে—তার রুগিণী হবে।

নাট্যকার—[হঠাৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে] রুগিণী আমার বান্ধবী! [ডাক্তারের নির্লিপ্ত মুখ দেখে] বুঝলেন ভাই—[ডাক্তার মাথা নাড়ে] আরে মশাই, এক আধটা বান্ধবী টান্ধবী না করলে জীবন সম্বন্ধে জানবেন কি করে? আর জীবন সম্বন্ধে না জানলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। আর সাহিত্যিক না হতে পারলে নাট্যকার হবেন কি করে? বুঝলেন?

ডাক্তার—না বুঝলাম না। রুগিণী আপনার সাহিত্য কিম্বা জীবন কিম্বা বান্ধবী—তাতে ডাক্তারের কি মশাই?

নাট্যকার—চুপ করুন চুপ করুন। শুনতে পেলে ভাতে মরবো মশাই—

ডাক্তার—তাতে আমার কি মশাই—আপনি ভাতে মরবেন না প্রেম করে মরবেন—

নাট্যকার—[সভয়ে] প্রেম নয়—প্রেম নয়। আস্তে, আস্তে—স্ত্রী শুনতে পেলে নাটক লেখা মাথায় উঠবে?

ডাক্তার—আপনি তো মশায় ভয়ানক স্ত্রৈণ—

নাট্যকার—আঃ, বুঝছেন না কেন? নিজেতো রোজগার করি না। স্ত্রী চাকরী করে বলেই তো নাটক লিখতে পাচ্ছি—নাট্যকারকে কি কেউ পয়সা দেয়? আমাকে যে কতদিক সামলে চলতে হয় আপনি তার কি

বুঝবেন। আপনিতো মহানন্দে কিস্তিমাৎ করে চলেছেন—

[ডাক্তারের মুখে দিগ্‌বিজয় হাসি। মেজদা বন্দুক হাতে নেমে আসে। নীরবে বন্দুক নাট্যকারের হাতে তুলে দেয়। নাট্যকার ট্রেঞ্চে উঠে যায়। মেজদা মেঝে থেকে যে বুলেটটা কুড়িয়ে নিয়েছিল সেটা দাবার ছকের উপর রাখে।]

ডাক্তার—কিস্তি দিলেন ?

মেজদা—না—বুলেট।

ডাক্তার—[তৎক্ষণাৎ বুলেটটা তুলে মুখে পুরে চিবুতে থাকে। কথা তাই অস্পষ্ট] আমরা সব খেয়ে নিই। বুলেট দিয়ে ডাক্তার মারা যায় না [এবার কথা স্পষ্ট হয়] হয়ে যাবে নাকি একহাত ? রোগ সেরে যাবে।

মেজদা—[দাবার ছক উল্টে] রোগী কেমন দেখলেন ?

ডাক্তার—রোগী নয়—বান্ধবী।

মেজদা—আমার বোন। আমি মেজদা।

ডাক্তার—[সসম্ভ্রমে নমস্কার করে] আপনিই মেজদা।

মেজদা—কিরকম দেখলেন ?

ডাক্তার—আপনার সম্বন্ধে এতো কথা শুনেছি—

মেজদা—আমার বোনকে কেমন দেখলেন ?

ডাক্তার—ভীষণ এ্যালার্জী—সারা গায়ে কালশিরার মত—

মেজদা—কালশিরার মত নয়—কালশিরাই। আঘাত পেয়েছিল।

ডাক্তার—আঘাত পাওয়াও এ্যালার্জী। আপনি ডাক্তারীর কি বোঝেন ?

মেজদা—ডাক্তারী বুঝলে আপনাকে ফি দিয়ে ডাকতাম না।

ডাক্তার—ঠিক আছে। [পকেট থেকে শিশি বার করে] একটা প্রেসক্রিপসন করে দিয়েছি।

মেজদা—একি ! হোমিওপ্যাথিক শিশি কেন ?

ডাক্তার—না, এটা হোমিওপ্যাথি নয়। আমি য়্যালোপ্যাথি—

মেজদা—দেখি—

ডাক্তার—না।

[মেজদা শিশি কেড়ে নিতে যায়। ডাক্তার বাধা দেয়। হুটোপাটি শুরু হয়। শেষে মেজদা শিশিটা কেড়ে নেয়। দুজনেই হাঁপাতে থাকে]

মেজদা—এইতো হোমিওপ্যাথির শিশি—

ডাক্তার—হোমিও আর য়্যালোর তফাৎ কিছু বোঝেন? ওরা পড়ে হানিম্যান এবং তাই পড়ে ওষুধ দেয়। আমাদের পড়তে হয় না। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের কথা শুনেই ওষুধ দিই। এ্যালোপ্যাথি অনেক বেশী advanced। হোমিও এখনো অনেক রকম ওষুধ ব্যবহার করে—আর্নি য়্যাকোন পালস—নাক্স ক্যামো ব্রায়ো—ইপি সিপি রাস্—ক্যালবেল ফস্। আর আমরা মাত্র একটা ওষুধ—দুনিয়ার তাবৎ রোগে একটা মাত্র ওষুধ—য়্যান্টিবায়টিক। যেকোন অসুখ—য়্যান্টিবায়টিক। যা কিছু হোক - য়্যান্টিবায়টিক।

[ডাক্তার গান আর নাচ শুরু করে —]

॥ ডাক্তারের গান ॥

য়্যান্টিবায়েটিক য়্যান্টিবায়েটিক
কিছু Scientific কিছু Unscientific
য়্যান্টিবায়েটিক য়্যান্টিবায়েটিক।

অসুখ বিসুখ আয় না
দিয়ে যা বায়না।
আমরা সবাই ডাক্তার
যম রাজার মোক্তার।

য়্যান্টিবায়েটিক য়্যান্টিবায়েটিক
কিছু Scientific কিছু Unscientific
য়্যান্টিবায়েটিক য়্যান্টিবায়েটিক।

[ডাক্তারের গানের মধ্যে মেজদার নির্দেশে নাট্যকার নেমে আসে আর ডাক্তারের হাতে বন্দুক তুলে দেয়। ডাক্তার নাচতে নাচতে আর গান গাইতেগাইতে ট্রেঞ্চে উঠে যায়।]

নাট্যকার—উপযুক্ত লোকের হাতে চিকিৎসার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে।

মেজদা—আমরা যা, ওকেওতো তাই হোতে হবে। আমরা-ওকে সহ্য করছি ও আমাদের সহ্য করছে;

নাট্যকার—তা ঠিক। মানুষ যতকাল সামাজিক জীব থাকবে ততকালই মঙ্গল।

মেজদা—শান্তাকে কেমন দেখলেন ?

নাট্যকার—ডাক্তার কয়েকটা ক্যাপস্যুল দিয়েছে—একটা লাল, একটা নীল, একটা হলদে। কয়েক শিশি সিরাপ দিয়েছে—একটা কার্টুনের গায়ে গণ্ডারের ছবি, একটায় তিমি মাছ আর একটায় কি জিনিষ বোঝা যাচ্ছে না—অনেকটা আবোল তাবোলের হুকোমুখো হ্যাংলার ছবির মত দেখতে।

মেজদা—শান্তা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। রঙের ফিরিস্তি চাইনি।

নাট্যকার—রঙই আসল। একটা কিছু ধরে বুঝতে হবে তো। তবে রঙ বেরঙে মিলে মিশে এমন একটা আশ্চর্য কিছু হয়ে যায়, যেটা না বুঝলেও চলে।

মেজদা—আপনিইতো ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন। ওর সঙ্গে কথাবার্তাও বলছিলেন। কি বললে ডাক্তার ?

নাট্যকার—সংসারের কথা। বঞ্চিত স্ত্রীর কথা। রাত নেই দিন নেই কেবল কল্ কল্ আর কল্। তারপর অর্থ মানুষকে কিরকম নিরর্থক বানিয়ে তুলেছে—সেই সব কথা। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার আপনার মতই কথা বললে। সব মানুষই বুঝি তাই বলে।

মেজদা যা' জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন আগে। শান্তাকে দেখে ডাক্তার কি বললে ? বাড়াবাড়ি নয় তো ?

নাট্যকার—তাই বলে নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকা যাবে না। কোন সময়েই নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিকও নয় বোধহয়।

মেজদা—জালিয়ে মারলে। আমি শান্তাকে দেখে আসছি। নিজের থেকে জানার মত নির্ভুল হওয়া তো আর কোন কিছুতে সম্ভব নয়। [ভিতরে চলে গেল]

নাট্যকার—এবার আমার কিছু সলিলকি আছে। শান্তা আমার বান্ধবী। খুব risky বান্ধবী। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে risk নেওয়া যায়। আবার এমন কয়েকটি মেয়ে আছে যাদের বন্ধুত্ব পেতে সবরকম risk নেওয়া যায় এবং যাদের সঙ্গে অসম্ভব রকম মিলেমিশে যাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন, নিজেকে উন্মুখ না করে রাখা মেয়েদের মস্ত দোষ। কোন্ হতভাগা যে ওদের মাথায় রহস্যময়ী হয়ে থাকার বদখেয়ালটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল—নিজেদের সর্বনাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের সর্বনাশ করে ওরা রহস্যময়ী হয়ে আছে। সেই জন্যই সব মেয়ে বান্ধবী হোতে পারে না। সেই কারণেই দেখবেন

একটি মেয়ে কতজনের বান্ধবী হয়ে যাচ্ছে। শান্তা আমার বান্ধবী। হয়তো অনেকেরই বান্ধবী। তার জন্য আমি মোটেই ঈর্ষান্বীত নই। তার দুটি কারণ। ঈর্ষা, যা একটা সহজাত অনুভূতি, তাকে প্রশ্রয় দিতে থাকলে শেষে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছয় যখন আর ফেরা যায় না। শান্তার জন্য ততটা এগনো যায় না। আর দ্বিতীয় কারণ? আমি বিবাহিত দারাউপার্জন আশ্রয়ী। শান্তার জন্য ঈর্ষান্বীত হয়ে নিজের আত্মসম্মানের সর্বনাশ করতে চাই না। দেখুন এর পর আমার আরও অনেক সলিলকি ছিল। অনেক ভাল ভাল কথা। প্রেম-বিবাহ-নরনারীর সম্পর্ক—বিশেষ করে যৌন সম্পর্ক, পুরুষদের মত মেয়েদেরও বহুগামিতা মনবৃত্তি, নারী নির্যাতন, সমাজব্যবস্থা, শ্রেণী সংগ্রাম—পরিচালক সব কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে কারণ সরাসরি নাটকে ফিরে আসতে হবে। [গলা খাকারি] গতকাল শান্তাকে বাসে না ট্রামে নামবার সময় কিম্বা উঠবার সময় অথবা লেডিস সিটে বসবার ব্যাপার নিয়ে আত্মীয় অথবা অনাত্মীয়, বাঙ্গালী, প্রবাসী বাঙ্গালী কিম্বা অবাঙ্গালী কে বা কারা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল কিম্বা মার দিয়েছিল। সেই অবস্থায় ওর য়্যাবরসন হয়ে যায়। এরপর যে সলিলকি কাটা হয়েছে আমি তাও বলে ফেলেছি—এমনো হতে পারে শান্তার আগেও য়্যাবরসন হোয়েছে। তখন গোপন করার প্রয়োজন হোত এখন গোপন করা আইনতঃ দণ্ডনীয়—এই ধরণের কি একটা যেন আইন হয়েছে—আইনের মর্ম কথা উকিল ছাড়া কে বোঝে বলুন। এত অবধি কাটা ছিল। আজকে শান্তা যখন বাড়ী ফিরল আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ছুটে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসলাম—

[বাবার বাইরে থেকে প্রবেশ]

বাবা—একি—আপনি একা একা কার সঙ্গে কথা বলছেন?

নাট্যকার—একা একা বলবো কেন? মেজদা ছিলেন—এইমাত্র ভেতরে গেলেন।

বাবা—[পাইপে টান] একা একা কথা বলা খারাপ অভ্যাস। সংযম না শিখলে মাথার মধ্যে কুচিন্তা প্রবেশ করে। [পাইপে টান] তবে ভরসার কথা যারা একা একা কথা বলে তারা হয় কুঁড়ে নয় অকর্মণ্য। [পাইপে টান] আপনার পার্ট এখনো শেষ হয়নি—অনেকটাতো কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাট্যকার—হ্যাঁ, আমার প্রস্থান ছিল কিন্তু শান্তা বললে যতক্ষণ না ও বলছে ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে।

বাবা—খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার—নিজেই ডায়লগ তৈরী করে নিচ্ছো—এক্সটেম্পো ?

নাট্যকার—আমি বাড়া চলে যেতে চাই—অনেক দেরী হয়ে গেছে। বেশী দেরী হয়ে গেলে আবার—

বাবা—হ্যাঁ—নিজের ঘড়বাড়ী ছাড়া কোথায় এমন আরাম পাওয়া যায়।

[আলস্যভরে চেয়ারে বসে]

নাট্যকার—শান্তাকে জিজ্ঞাসা করে আসবো ?

বাবা—এই বয়েসে ঘরবাড়ীর মর্ম শান্তা কতটুকু বোঝে। এই বয়েসে বাড়ীর বাইরে থাকতেই ছেলেমেয়েরা ভালবাসে। তোমার আমার মত বয়সতো এখনো ওদের হয়নি।

নাট্যকার—[ঈষৎ বিরক্ত] না। বয়েসের কথা হচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আব কি অপেক্ষা করতে হবে। শান্তা তো নিজের থেকেই আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল। [মেজদা প্রবেশ করে]

বাবা—[পাইপে টান] তাই বুঝি ?

নাট্যকার—[আরও বিরক্ত] হ্যাঁ। [মেজদাকে] শান্তা কি ঘুমচ্ছে ?

মেজদা—জানি না তো।

নাট্যকার—সে কি ! আপনি যে ওকে দেখতে গেলেন।

মেজদা—আপনি বললেন ভাল আছে—ডাক্তার দেখে গেছে ভাল আছে—

নাট্যকার—[ব্যঙ্গ] কিন্তু আপনি যে বললেন—তবুও একবার নিজের চোখে দেখে আসি। সত্যিই তো, নিজে জানার চেয়ে, ভাল করে জানাতো আর হতে পারে না। অবশ্য নিজে জানতে চাইলে জানার দায়িত্বটাও এসে পড়ে। আর দায়িত্ব জিনিষটা বড় কঠিন ব্যাপার। তার চেয়ে অপরের মারফৎ জানা অনেক নিরাপদ।

বাবা—[পাইপে টান] সব চেয়ে নিরাপদ, কিছু না জানতে চাওয়া। পিতৃকুল—এই পিতৃকুল এখনো পর্যন্ত টিঁকে আছে কেমন করে জানেন—ছেলে মেয়েদের ব্যাপার স্যাপার কিছু জানতে চায় না। [পাইপে টান] ইচ্ছে করে কিন্তু—একটা বুলেট এসে পড়েছে। [পাইপ দিয়ে দেখিয়ে দেয়]

মেজদা—[বুলেট তুলতে তুলতে] এসব কথার কোন মানে হয় না। জানবার

বিষয়টা কি, সেটাই আগে জানা দরকার। [বাবাকে] আপনি ছেলেবেলা থেকে যা যা জানিয়ে এসেছেন [নাট্যকারকে] আপনি যা যা এই মুহূর্তে এই মঞ্চে এই নাটক মারফৎ জানাচ্ছেন—এর কোনটাই জানবার ব্যাপার নয়। মুস্কিল হয়েছে, আপনারা দুজনে কেউ এটা জানতে পারেন না। [হঠাৎ দর্শকদের সামনে এগিয়ে এসে] আপনারাও কিছু জানতে এসেছেন। কিন্তু যা জানছেন সেটা হয়তো আপনারা জানতে চান না, জানবার প্রয়োজন বোধ করেন না। আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও আপনাদের হয়তো ভালই লাগলো না। কিন্তু আপনারা আপনাদের মনোভাব আমাদের জানাতে পারেন না। নিশ্চয় কিছু জানাতে চান, কিন্তু পারেন না। এই যে এক তরফা জানিয়ে যাওয়া—এ সব এক ছাচে বাঁধা। আমরা জানাচ্ছি, আপনারা জানাতে পারছেন না। মাঝে মাঝে আমরা দু একজনকে দর্শক সাজিয়ে আপনাদের মধ্যে বসিয়ে দিই কিন্তু তারাও তো আমাদের কথাই জানাচ্ছে। এমন একটা কিছু যদি সম্ভব হোত আমরা জানাচ্ছি আর সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও জানাচ্ছেন। ধরুন, কয়েকজন দর্শক বেছে নেওয়া হোল—যেমন যিনি দশ নম্বর টিকিট কিনলেন, যিনি কুড়ি নম্বর, যিনি তিরিশ নম্বর—তাদের বলা হোল অভিনয়ের মধ্যে আপনারা আপনাদের মনোভাব উঠে দাঁড়িয়ে জানাবেন আর সেটা আমরা সহ্য করে নিলাম, আপনারাও জানাবার দায়িত্ব নিলেন—তাহলে হয়তো, মানে এই রকম ধরণের একটা কিছু……দূর! একেবারে য়্যাবসার্ড কথা। থিয়েটারে কি সম্ভব এই ধরণের য়্যাবসার্ড কিছু· আমিতো বাবা কোথাও শুনিনি। [বিলেতী কায়দায় শ্রাগ করে পিছিয়ে যায়]

[মেজদা ঘুরে দেখে বাবা নীরবে পাইপ টানছে আর নাট্যকার মৃতবৎ পড়ে আছে। মেজদা বাবার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।]

বাবা—বুলেট লেগে গেছে—

মেজদা—তাই নাকি? [খুব সেজেগুজে শান্তা বেরিয়ে আসে]

শান্তা—কি হয়েছে ওর?

মেজদা—বুলেট লেগেছে?

শান্তা—একটু সাবধান হলেই পারে।

বাবা—[পাইপে টান দিয়ে] কিন্তু বুলেট যদি মাঝে মাঝে এই রকম—

মেজদা—তা—এরকম হবেই তো।

শান্তা—আমার ফিরতে একটু দেরী হতে পারে। [বাবাকে] তুমি আবার ভাবতে বোস না।

বাবা—সেদিনকার মত অতো রাত করিস না। বাস স্টপেজে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

শান্তা—বাবাঃ, সেদিন তুমি একটা কাণ্ডই করেছিলে। বাস স্টপেজে এক গাদা লোকের সামনে আমার এমন লজ্জা করছিল।

মেজদা—কোথায় যাস বলে গেলেই হয়। দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না।

শান্তা—আহা, মানুষের যেন এক আধ দিন দেরী হতে পারে না।

বাবা—এক আধ দিন বলেই তো ভাবনা হয়। বাস স্টপেজে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

শান্তা—বাবা বাবা বাবা—একটা কথা বারবার। একদিন ভারীতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছো। ট্রাম বাসের জন্য রোজই তো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

বাবা—[পাইপে টান] ঠিক আছে। ঠিক আছে। একদিন ছেলে মেয়ে হবে, তারাও বড় হবে, সেদিন বুড়ো বাপের কথা বুঝবে।

শান্তা—[খুব খুশিভরা কণ্ঠে] বাবা কি যে বলে! কোন কিছুর মানেই হয় না। আমি বুড়োই হব না। তার আগেই মরে যাব।

বাবা—আরে ভাল কথা। নাট্যকার লোকটা বোধহয় মরে গেছে। বুলেটটা বুক ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।

শান্তা—আঃ! বেরোবার মুখে—একটু যদি সাবধান হয়—

মেজদা—মরেই গেছে যখন আপাদমস্তক ঢেকে দিতে হবে। যাই, ফ্ল্যাগটা নিয়ে আসি। বুলেট লেগে মরে গেছে—ও তো আমাদের শহীদ হয়ে গেল।

শান্তা—[হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] মোটেই না। ও আমাদের শহীদ। আমাদের ফ্ল্যাগ দিয়ে ঢাকা থাকবে। আমি নিয়ে আনছি।

বাবা—কেন মিছিমিছি ঝগড়া করছো। তোমাদের লোকদের পিঠে বুলেট লাগে। আমাদের সময় বুক পেতে বুলেট নিত। সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম—এঁরা সব মরতে জানত। এর বুকে, বুকে লেগেছে—আমাদের ফ্ল্যাগ দিয়ে ঢাকতে হবে। সেটাই শোভন এবং বাঞ্ছনীয়। বুঝলে, শহীদ হওয়া অত সহজ নয়।

মেজদা—না। আমাদের শহীদ, আমাদের ফ্ল্যাগ থাকবে।

শান্তা—আমাদের ফ্ল্যাগ দিয়ে আমাদের শহীদকে আমরা ঢেকে দেব।

বাবা—তোমরা তো হামেসাই শহীদ পাও। আমরা এখন আর কটা পাই বলো? এ যখন আমাদেরই শহীদ তখন কেন তোমরা অনর্থক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছো?

মেজদা—আমাদের—

শান্তা—আমাদের--

বাবা—আমাদের—

[তিনজনে শহীদ বন্দনা গান শুরু করে —]

মোদের শহীদ মোদের গর্ব
শহীদ মোদের প্রাণ
শহীদেরে ঘিরে ক্লীব এ জাতির
করিব মোরা ত্রাণ।
জীবিত কি মৃত না করি বিচার
শহীদ সাজায়ে করিব প্রচার
সমাধি ক্ষেত্রে স্তম্ভ রচিয়া
উড়াবো আজিকে মোদের নিশান
শহীদ মোদের প্রাণ।

মেজদা—ঠিক আছে—এমন করলে তো কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। এসো একটা মীমাংসা করা যাক।

শান্তা—অসম্ভব! কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। শহীদ নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।

বাবা—মীমাংসা সব সময় ভাল, কিন্তু সম্ভব কি? বিশেষ করে যখন একটিমাত্র শহীদ পাওয়া গেছে।

মেজদা—এই যে, আমরা ভাবছি—এইটাইতো মীমাংসার রাস্তা। চীন আমেরিকা মীমাংসা হয়ে গেল—আমরা পারবো না? আমাদের পারতেই হবে।

শান্তা—শহীদের দাবী কিন্তু আমি ছাড়বো না।

বাবা—আহা ওর প্রস্তাব শোনাই যাক না।

[দুজন দুজন করে আড়ালে গিয়ে ফিস ফিস করে। দু একটা বুলেট এক একজন কুড়িয়ে পায়। তারপর তিনজন গম্ভীর মুখে এসে বসে]

মেজদা—আমি আমার প্রস্তাব রাখছি। আমাদের একটা মিনিমাম প্রোগ্রাম করে এগোতে হবে। দুটি সমস্যা। প্রথম—কার ফ্ল্যাগ দিয়ে নাট্যকারের মৃতদেহটা ঢাকতে হবে। দ্বিতীয়টি নাট্যকারের মৃতদেহটা কার শহীদ। আমরা প্রথমটার একটা মীমাংসা করে এগোতে থাকি। তারপর দ্বিতীয়টার মীমাংসা হবে।

শান্তা—আমার আপত্তি নেই।

বাবা—মীমাংসার সূত্রটা আগে শুনে নি তারপর মতামত দেব।

মেজদা—একটা সাদা কাপড় দিয়ে নাট্যকারের মৃতদেহটা ঢেকে দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবে যদি আমরা রাজী হতে পারি তাহলে কার শহীদ এই মীমাংসা পরে করা যাবে। আসল কথা—একটা প্লাটফর্মে একটা মিনিমাম প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা বসতে পারি।

বাবা—সাদা কাপড়? ধপধপে সাদা কি পাওয়া যাবে? একটুকু রঙ্গিন হলে চলবে না?

শান্তা—তার আগে স্থির হোক মেজদার প্রস্তাবে আমরা সবাই রাজা কিনা। ভোট নেওয়া হোক। আমি প্রস্তাবের পক্ষে। [হাত তুলল]

বাবা—[হাত তুলে] আমি বিপক্ষে।

মেজদা—আমি প্রস্তাবের পক্ষে Casting ভোট দিলাম। [হাত তুলল]

বাবা—প্রস্তাব গৃহীত হোল। এখন একটা কাপড়ের দরকার। ধপধপে সাদা।

মেজদা—শান্তা! ভিতর থেকে ধপধপে সাদা কাপড় নিয়ে এসো।

[শান্তা চলে যায়]

নাট্যকার—[তড়াক করে উঠে বসে] গতবারের কাপড়টা আনবেন না। ভোটকা গন্ধ ছিল—

বাবা—না—না। এবার কাচা হয়েছে -

নাট্যকার—গতবারও বলা হয়েছিল—কাচা হয়েছে, কাচা হয়েছে। এবার গন্ধ থাকলে আমি কিছুতেই মরবো না। উঠে দাঁড়িয়ে থাকব।

মেজদা—আমি জানি ডাইংক্লিনে দেওয়া হয়েছে— [ছুটে শান্তা প্রবেশ করে]

শান্তা—সর্বনাশ হয়েছে। ডাইংক্লিনে রয়ে গেছে।

নাট্যকার—বাঁচা গেল।

শান্তা—ডাইরেকটার আপনার উপর ভীষণ খেপে গেছে। গন্ধ গন্ধ করেন বলেই কাপড়টা ডাইংক্লিনে দিতে হয়েছিল।

নাট্যকার—রাগ করলেই হোল। ঐ কাপড় থাকলে আমি আর অভিনয়ই করতাম না—ডাইরেকটারকে last moment-এ আমার রোলে নামতে হোত।

বাবা—তাহলে শহীদের অংশটা বাদ চলে যাক। আমি এই বুলেটটা নিয়ে দর্শকদের সামনে এগিয়ে যাই। লাইট ফোকাস্—

[প্রম্পটার প্রবেশ করে। একহাতে স্ক্রিপট অন্য হাতে একটা থলি। পিছন পিছন মিউজিক হ্যাণ্ড—হাতে বেহালা]

মি হ্যা—ওটা নয়—ঐ থলি নয়।

প্রম্পটার—থামুন মশাই। [বাবাকে] দাঁড়ান মশায়। এখন বুলেট দেখাতে হবে না। [মেজদাকে] এই নিন—ডাইরেকটার এই থলিটা দিয়েছেন—মাথাটা এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিন।

মি. হ্যা—না।

প্রম্পটার—চুপ করুন। মিউজিক হ্যাণ্ড হয়ে থলি হাতে থিয়েটারে এসেছেন আবার কথা বলেন।

শান্তা—কিন্তু আপনি প্রম্পটিং ছেড়ে চলে আসলেন কেন—আমার পার্ট ভাল করে মুখস্থ হয়নি।

প্রম্পটার—ডাইরেকটার আমাকে এটা দিতে বললেন।

মেজদা—ভালই হবে। শুধু মুখটা ঢাকা থাকবে। সিম্বলিক—[মহাখুশি] আমাদের ডাইরেকটার না, একটা····· দিন দিন।

মি. হ্যা—না—না। ঐ থলি না, ওটা মাছের থলি।

নাট্যকার—মাছের থলি! আমি মাথা ঢোকাব না।

[লাইট ম্যান প্রবেশ করে]

লা. ম্যা—ডাইরেকটার বললেন—তাড়াতাড়ি করুন।

[মিউজিক হ্যাণ্ড মেজদাকে একান্তে টেনে নিয়ে যায়—]

মি. হ্যা—দেখুন—আমাদের অবস্থাতো জানেন। টাটকা মাছ কেনার ক্ষমতা কোথায়। সস্তায় পচা মাছ কিনতে হয়। নাট্যকারের মাথা ঢোকাবেন, থলি দিতে আপত্তি হবে কেন—কিন্তু পচা মাছ খাই—লজ্জা করে—জেনে যাবে।

মেজদা—লজ্জা কিসের। সবায়ের এক অবস্থা। নাট্যকারও খায়—হয়তো পচা মাছ খাবারও পয়সা জোটে না।

মি. হ্যা—নাট্যকাররা যে সংযম মানেনা। চিৎকার করে জানিয়ে দেয়—[দর্শকদের দেখায়] এনারা সব জেনে যাবেন।

মেজদা—মুখ চেপে ধরবো। চিৎকার করতে পারবে না। কত লাইনকে লাইন হরদম কেটে দেওয়া হচ্ছে। ওরা যা বলে তার সবটাইতো আর বলা যায় না।

[মেজদা থলি হাতে ছুটে নাট্যকারের কাছে যায়]

নাট্যকার—থলির মধ্যে মুণ্ডু ঢোকাতে আমার আপত্তি আছে।

মেজদা—চটপট। চটপট। একি ! মিউজিক, মিউজিক। [মিউজিক হ্যাণ্ড বেহালা বাজাতে থাকে] আরে ধরুন একে। [প্রম্পটার, লাইট ম্যান, বাবা ও শান্তা নাট্যকারকে চেপে ধরে] লাইট কোথায়—

[লাইটম্যান দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। সবাই অনিচ্ছুক নাট্যকারের মাথা থলিতে ঢোকাতে থাকে। হঠাৎ দর্শকদের মাঝ থেকে একজন ছুটে স্টেজের উপর উঠে হিসটিরিকের মত চিৎকার করতে থাকে]

দর্শক—Very good-very good। মুণ্ডুটা জোর করে ঢুকিয়ে দাও—ব্যাটার অরিজিনাল নাটক লেখার শখ হোয়েছে—দেখাচ্ছি অরিজিনাল নাটক লেখা। বিদেশী নাট্যকাররা কখনো অরিজিনাল নাটক লেখে? [দর্শকদের মধ্যে ফিরে আসতে আসতে] নাট্য সমালোচক হয়ে গেছি তা নাহলে দেখিয়ে দিতাম নাটক লেখা কাকে বলে। অরিজিনাল নাটক— [হঠাৎ বাবা সামনের দিকে ছুটে আসে।]

বাবা—এই দিকে ভুলেই গিয়েছিলাম। লাইট ফোকাস। এই দিকে, এই দিকে। [একটা বুলেট তুলে দর্শকদের দেখায়।]

তৃতীয় দৃশ্য

[মঞ্চের উপর একজন খুব তৎপরতার সঙ্গে গুলি ছুঁড়ছে। মেজদা একপাশে গভীর মনযোগ দিয়ে লিখছে। একটু পরে তরুণ প্রবেশ করে।]

তরুণ মেজদা, মেজদা।

মেদজা—কে ? তরুণ ! এসে গেছো ? খুব তাড়াতাড়ি এসেছোতো !

তরুণ—[হেসে] তাড়াতাড়ি কোথায় ? বরং একটু দেরীই হয়ে গেল।

মেজদা—[অপ্রস্তুতের হাসি] তাই নাকি ? কাজে বসলে সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায়। চব্বিশ ঘণ্টা না হয়ে দিনটা যদি তিরিশ ঘণ্টা হোত—

তরুণ—বয়সটাকে সিকি ভাগ বাড়িয়ে কি লাভ মেজদা ? আরও **wastage**। যৌবন নিয়ে আমরা তো ছিনিমিনি করি না—করি অপব্যয়।

মেজদা—তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কোথায় জান তরুণ—

তরুণ—জানি। কিন্তু বলবো না।

মেজদা [দরাজ কণ্ঠে হেসে] তোমরা বলো, কিন্তু জানো না। [দুজনেই হাসে] আমরা নিরাশ হয়েছি যে বয়েসে, তোমরা তার অনেক আগেই নিরাশ হয়ে উঠেছো—

তরুণ—আমাদের চুলও যে অনেক আগে পাকে। আর মায়ের দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় হজমের গোলমাল। ভেজাল মেজদা—বড্ড বেশী ভেজালের মধ্যে পড়ে গেছি।

মেজদা—সবচেয়ে বেশী—কথার ভেজাল।

তরুণ—[হাসে] আমার কথা শুনে বলছেন ?

মেজদা—তোমার নয় তোমাদের। জানো তরুণ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মতে মেলে। তার থেকে বেশী বিষয়ে, মেলে না। নিজের মতামতকে সত্যি জেনেও তোমার মতকে অশ্রদ্ধা করি না। কিন্তু—একটা বিষয়ে কিছুতেই তোমার সঙ্গে **compromise** করতে পারি না।

তরুণ—[হাসি মুখে] সেই ভয়ংকর বিষয়টা কি ?

মেজদা—[ট্রেঞ্চটা দেখায়] ওটা কি বলতো ?

তরুণ—এটা কে না জানে—গুলি ছুঁড়বার ডাগ-আউট। আপনার বাবা গুলি ছুঁড়ছেন।

মেজদা - কার বিরুদ্ধে ?

তরুণ —জানি না।

মেজদা —কেন গুলি ছুঁড়ছেন ?

তরুণ—জানি না।

মেজদা—তবুও তো তুমি কোনদিনও এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করনি। কোনরকম বিস্ময় প্রকাশ করনি। কেন ?

তরুণ—জানি না।

মেজদা—[মুহূর্তের জন্য ঠোঁট কামড়ায়] এক নিশ্বাসে পর পর জানিনা বলে গেলে অথচ প্রত্যেকটা জানা আলাদা। এতো ভয়ানক উদাসীনতা কেন?

তরুণ—রাগ করবেন না। এর উত্তরও জানিনা।

মেজদা—নিশ্চয় জানো। এতো নির্লিপ্ত থাকার বয়সও তোমার নয়, পরিবেশও নয়।

তরুণ—আপনি রাগ করে এসব কথা বলছেন। রাগতো ভয় দেখাবার অস্ত্র! আমি ঠিক ততটা ভীরু লোক নই।

মেজদা- তোমরা বড় বেশী পরিবেশ নির্ভর। অতোটা না হোলেও চলে। মূর্খরা—যারা সংখ্যায় বেশী—তারাইতো পরিবেশ সৃষ্টি করে। বর্তমানে, পরিবেশ হচ্ছে **pretension**। ঐ যে সব বিষয়ে "জানি না" বললে—তার সবটাই-**pretension**। কেন জানো না, একথা তোমরা নিশ্চয় জানো।

তরুণ—আপনি হাসালেন মেজদা। বড় জটিল—আর, কিছু মনে করবেন না বেশ কিছুটা কুটিল করে তুলেছেন আপনাদের, কি বলবো—চিন্তা শক্তিকে। আমরা জানি না কারণ অতি সরল—এতো জানবার কোনো প্রয়োজন নেই।

মেজদা—তাহলে জ্ঞানের বিরুদ্ধেই তোমাদের ক্ষোভ।

তরুণ—মোটেই না, মোটেই না। কিন্তু জানবো কার কাছ থেকে—সেই আপনাদের কাছ থেকেই তো। ভুল জানার থেকে না জানা ভাল মেজদা। তবে হ্যা, এই কথা স্বীকার করি যে আপনাদের ব্যর্থতা দেখেই আমরা এইটুকু জেনেছি। এইটুকু আপনারা আমাদের জানাতে পেরেছেন, সে যে ভাবেই হোক না কেন। আর যদি আপনার মনে হয় আমি ভুল বলছি—শত যুক্তি খাড়া করেও নিজের ভুল দিয়ে আমার ভুল ভাঙ্গতে পারবেন না। আপনাদের হাতে সে অস্ত্র নেই।

মেজদা—যৌবনের অসহিষ্ণুতা আমারও ছিল। [তরুণ বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে] হারিয়ে গেছে বলে দুঃখ হয়। তার বদলে যা পেয়েছি খুব প্রীতিদায়ক নয়। [হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে]—ঐ ট্রেঞ্চে কি হচ্ছে শুনতে চাও না?

তরুণ—আপনার যদি বলতে ভাল লাগে—বলুন।

মেজদা—সংগ্রাম।

তরুণ [না বুঝবার ভান করে] কি গ্রাম?

মেজদা—[দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন কণ্ঠে] সংগ্রাম।

তরুণ—সংগ্রাম! কিলোগ্রাম নয়? [হা হা করে হাসতে থাকে]

মেজদা—[ধৈর্য্য ধরে নীরব থাকে। হাসি শেষ হলে] তোমার এই তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ কিন্তু সংগ্রাম। তরুণ, নালিশ মানে সংগ্রাম। অভিযুক্ত করাও সংগ্রাম। সংশোধন করাও সংগ্রাম। আর ধ্বংস—[হাত উল্টিয়ে হাসে] সভ্যতার শিক্ষা—সংগ্রামের জটিলতা। কৈশোর যৌবনে শিক্ষা গ্রহণকালে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম—যৌবন প্রৌঢ়ত্বে প্রতিষ্ঠা অন্বেষনে বিফলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—বার্ধক্যে একাকীত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সব তো নিজের বিরুদ্ধে নিজের সংগ্রাম। আর বাইরের শত্রু—ঐ [ট্রেঞ্চ দেখায়] এবং সেটা তোমরা আমাদের থেকেও বেশী করে বোঝ, বেশী করে বলো, বেশী করে চিৎকার করো। তোমরা শুধু এটাই বুঝতে চাও না, বাইরে ভিতর সব একাকার হয়ে যায়। হয়ে যেতে বাধ্য। বেঁচে থাকে সংগ্রাম—একমাত্র সত্য হচ্ছে সংগ্রাম।

তরুণ—কিন্তু সংগ্রামে আমার বিশ্বাস নেই মেজদা।

মেজদা—কি এসে যায়—তুমি বিশ্বাস করো আর না করো। তোমার নিস্পৃহতা আর এক ধরণের সংগ্রাম—তুমি যে বেঁচে আছ সেও সংগ্রামের জন্য। তুমি নিজে না চাইলেও আর একজনের কিম্বা বহুজনের সংগ্রামের ফল আত্মসাৎ করে বেঁচে থাকছো নইলে কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে। পরস্বোপহারী হয়ে বেঁচে থাকা কৃতিত্ব নয় তরুণ। ওটা চিরকালই নিন্দনীয়। বিচার্য।

তরুণ—আপনি কি চান আমিও ঐখানে গিয়ে বন্দুক ছুঁড়ি।

[ইতিমধ্যে বাবা নেমে আসে এবং অপেক্ষা করতে থাকে কখন তরুণ বন্দুকটা নিয়ে নেবে]

মেজদা—আমি চাইবার কে? তুমি চাইছো—তোমার অস্তিত্বের জন্য চাইছো। তোমাকে যেতেই হবে। [বাবা বন্দুক এগিয়ে ধরে] তোমাকে নিতেই হবে। [তরুণ তখনো মুখ নিচু করে বসে আছে দেখে] যদিও তোমরা শব্দের ভক্ত কিন্তু কথার কোন মূল্য দিতে পার না। কিন্তু এটার নিশ্চয় মূল্য দেবে।

[মেঝে থেকে একটা বুলেট তুলে দেখায়]

তরুণ—ওটা কি?

মেজদা—বুলেট। এটার পিছনেও একটা শব্দ আছে। বড় ভয়ঙ্কর শব্দ।

তরুণ—[ট্রেঞ্চের দিকে একবার দেখে নিয়ে] ওখান থেকে এখনো আসছে ?

মেজদা—[বাবার হাত থেকে বন্দুক নিয়ে তরুণকে দিতে দিতে] শুধু আসছে নয়, আরও আসবে। [তরুণ দ্বিধাজড়িত পায়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে] তরুণ ! [তরুণ ফিরে তাকাতে, দ্রুত সিঁড়ির কাছে গিয়ে] একটু সাবধানে থেকো তরুণ—না না ভয়ের কিছু নেই। তোমার উপর আমার খুব ভরসা তরুণ।

[তরুণ দ্রুত উঠে যায়। মেজদা বুলেটটা ঠিক করে য়্যাসট্রেতে ফেলে।]

বাবা—[এতোক্ষণ পাইপ টানছিল] এমন করে আর কতদিন লোক জোটাতে পারবে ? লোকে ভুলেই গেছে—ওটা কেন ? কিসের জন্য ?

মেজদা—লোকের অভাব নেই। কিন্তু তরুণের মত ছেলেকে নিজের দলে টানতে হবে—ওদের সংখ্যা বড় কম।

বাবা—এদের কিন্তু বিশ্বাস করা খুব বিপদজনক।

মেজদা—কিন্তু মূর্খরা বিশ্বাসের অনুপযুক্ত।

বাবা—তবুও তুই ওদের উপকার করতে চাস। [মেজদা হাসে] তা দুনিয়া শুদ্ধ লোকের জন্য ভাবিস, কিন্তু ঘরের লোকের কথাও ভাবা দরকার। শান্তা, অপূর্বর কথা একটু ভাব।

মেজদা—[সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে] হুঁ—

বাবা—না, না। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে আমি তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলতে চাই না। তবে কিনা শান্তার এখন পড়াশুনার সময়—এই ভাবে যখন তখন দুজনে মিলে বাইরে চলে যাওয়া—পড়াশুনার জন্যও তো একটু সময় দিতে হয়। মানে আমি কিছু বলতে চাইনা—

মেজদা—কিছু বললেও অন্যায় হবে না। অবিবাহিত মেয়ের ভাবনা বাবা মা ভাববে না তো কে ভাববে ? শুধু দেখা দরকার বাপ মার ভাবনাতে মেয়ে কিছু ভেবে না বসে।

বাবা—আসলে ওরা কি চায় বলতো ? মানুষে মানুষে একটা সম্পর্ক করে রাখতে হয়—সেটা অনেক নিরাপদ।

মেজদা—নিরাপদ কিনা জানি না—কিন্তু সুবিধাজনক। ওরা দুজনে কবে গেছে ?

বাবা—পরশু।

মেজদা—ফিরছে কবে ?

বাবা—আজ। এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। তবে ট্রেনের ব্যাপার—লেট না হওয়াই অনিয়ম। একটা ট্যাকসী দাঁড়াবার শব্দ হোল না? নিশ্চয় ফিরল। কুমারী বয়েস—দুজনে মিলে এমন বাইরে বাইরে—আমি ভেতরে যাচ্ছি।

[বাবা ভিতরে চলে যাবার পূর্বেই জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশ করে।]

জ. ভ—ভাল আছেন? আপনার কাছে পাঁচ টাকার চেঞ্জ আছে? ট্যাকসী চালাবে—আর চেঞ্জ নিয়ে ঘুরে বেড়াব আমরা—আছে চেঞ্জ? [মেজদা নীরবে চেঞ্জ দেয়] আমি এখুনি আসছি— [ব্যস্ত হয়ে প্রস্থান]

বাবা—এ আবার কে?

মেজদা—জানি না।

বাবা—সে কি? এমনভাবে কথা বললে যেন কত দিনের পরিচয়।

মেজদা—এরা কি তত দিনের অপেক্ষায় থাকে? কোথাও হয়তো পাঁচজনের মধ্যে পাঁচ মিনিট কথা বলেছি অমনি ভাবতে শুরু করে কত দিনের আলাপ পরিচয়।

বাবা—এরা কি চায়?

মেজদা—[হাসে] কি চায়না বলো?

[জনৈক ভদ্রলোক পুনরায় প্রবেশ করে]

জ. ভ—কি অন্যায় বলুন তো—মিটারের উপর দশ পয়সা বেশী দিতে হোল। তখন নোটের ভাঙ্গতি নেই—এখন টাকার ভাঙ্গতি নেই। আপনারা এতো বিষয়ে আন্দোলন করেন—কিন্তু এই ট্যাকসীর বিরুদ্ধে একটা কিছু করুন। [মেজদার অখণ্ড নীরবতা লক্ষ্য করে] অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। সেই গতবার দেখা হয়েছিল—কত কথা হোল—এমন ভাল লেগেছিল। [নীরবতা] ইনি বুঝি আপনার···

মেজদা—বাবা।

জ. ভ—কি সৌভাগ্য। নমস্কার, নমস্কার। [ওদের দুজনের শীতলভাব দেখে] ডিস্টারব করলাম নাতো?

মেজদা—বসুন।

জ. ভ—ধন্যবাদ। [বেশ জাঁকিয়ে বসে] ছেলে মেয়েদের বলি আমাকে কুলুঙ্গিতে ঠাকুরের পাশে ধূলোর মধ্যে নির্বাসন দিও না আবার গায়ে পা লাগলে মরি বলে অন্তরঙ্গও হয়ো না।

বাবা—খাসা বলেছেন তো।

জ. ভ—[উৎফুল্ল কণ্ঠে] বেশ বলেছি—না? [মেজদাকে] সেই কারণেই আপনার কাছে এসেছি।

মেজদা—[বিস্মিত] আমার কাছে?

জ. ভ—আমি লোকটা খুবই সরল। কোন ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে থাকতে ভালবাসি না।

বাবা—সে তো খুব ভাল কথা।

জ. ভ—[আরও উৎসাহিত] আমি বুঝেও নিয়েছি যে আমরা যা কিছু করছি সবই তাঁর ইচ্ছে। উপকার করতে না পারলেও কারোর অপকার করি না। এর বেশী আর কি চাই মশাই?

বাবা—কিছু না।

জ. ভ—[মেজদাকে] সেই জন্যই আপনার কাছে এলাম। [মেজদার কঠিন মুখ দেখে] আপনাকে disturb করছি না নিশ্চয়।

মেজদা—কি বলতে চান?

জ. ভ—অভয় যখন দিচ্ছেন—বলেই ফেলি। ব্যাপারটা একটু delicate, অথচ—। আমার ছেলেমেয়েরা সবাই প্রায় বড় হয়ে গেছে। মানুষ হয়েছে কিনা জানি না। ছোটটি ছাড়া বাকি সবাই মোটামুটি রোজগার করছে। ওদের বিয়ের ভাবনা ভাবি না। সেটা সবাই বুঝে নেবে। বড় ছেলেটার দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিলাম, সবচেয়ে আগে আলাদা হয়ে গেছে। এদিকে মেজ মেয়ে—নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছে। আমার সাধ্য ছিলনা ওরকম অবস্থাপন্ন ঘরের অমন ভাল ছেলে জোগাড় করা। দেখুন, এই ভূমিকাটি না করলে আমার আসল কথাটি বুঝতে পারতেন না। [একটা নীরবতা] দেখুন, আমি ভাবছি আমি পুনরায় বিবাহ করবো।

মেজদা—[মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে] সে কি?

জ. ভ—আমি বিগতদার। তিনি গত হয়েছেন প্রায় পনর বছর। ছোট ছেলেটির জন্ম দিয়েই। এই পনরটি বছর কেটে গেছে ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে—নিঃশ্বাস ফেলার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। এই দীর্ঘ পনর বছর স্ত্রীর অভাব অনুভব করেছি—নিজের জন্য নয়। সংসারের জন্য। জানেন! মধ্যরাত্রের সব তারা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল—সব মানে

আমার জানালার ফাঁক দিয়ে যতটুকু আকাশে তারা দেখা যায়। তখন মনে হোত এমন কেউ যদি আসত যে আমার সব দুশ্চিন্তার অংশ নিতে পারত—

বাবা—মশায়, একটা প্রশ্ন করবো ?

ভ--নিশ্চয়। নিশ্চয়।

বাবা—মশায়ের কি নিয়মিত কোষ্ঠ পরিস্কার হয় ?

জ. ভ—আমার কিঞ্চিত কোষ্ঠ কাঠিন্য আছে।

বাবা—মোদক—আপনার সব রোগের উপশম হবে—মদনানন্দ মোদক ঘিয়ের পরিমাণ একটু বেশী, এক রত্তি প্রতি রাত্রে—অব্যর্থ ফল।

জ. ভ—আপনি রসিকতা করছেন ?

বাবা—স্ত্রী শুধু দুশ্চিন্তার ভাগ নেয়—দুশ্চিন্তার কারণ হয় না। মশাই কি সত্যি কোনকালে বিবাহ করেছিলেন ?

মেজদা—এসব কথা আমাকে বলতে এসেছেন কেন ?

জ. ভ—দুশ্চিন্তা স্ত্রীকে ছাড়া আর কাকে দিয়ে যাব বলুন—ছেলে মেয়েরা তো কেউ নিতে চায় না। আমার বড় মেয়ে অপ্রকৃতস্থ, বদ্ধ উন্মাদ নয় কিন্তু ছেলেবেলায় ধনুস্টংকার হয়ে—আমার অবর্তমানে কে দেখবে মেয়েটাকে—

মেজদা—[ঈষৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি ?

জ. ভ—পারেন। পাত্রীতো আপনার কাছে।

মেজদা—আমার কাছে ?

বাবা—শান্তা ?

মেজদা—আপনার সাহসতো কম নয় ?

বাবা—[মেজদাকে জনান্তিকে] শান্তা আবার একে ফাঁসায়নি তো ?

জ. ভ—কিন্তু শান্তা কে ?

মেজদা—আমার ছোট বোন।

জ. ভ—[তৎক্ষণাৎ জীব বার করে] ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আমার কি সেই সৌভাগ্য হতে পারে। আপনি কি করে ভাবলেন—এই বয়েসে—

বাবা—তার উপর আপনার আবার কোষ্ঠকাঠিন্য।

জ. ভ—দেখুন, একটা কথা বলবো—আকবর বাদশার কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল।

বাবা—কি করে জানলেন ?

জ. ভ—ফতেপুর সিক্রিতে সব ঘুরে দেখেছি, সব আছে—মহলের পর মহল, কিন্তু কোন বাথরুম নেই।

মেজদা—তাহলে ফতেপুর সিক্রিতে গিয়েই থাকুন। এখানে কেন এসেছেন?

জ. ভ—আমার অবস্থা আপনাদের কাছে যতই হাস্যকর হউক না কেন—আমার থেকেও হাস্যকর অবস্থায় অনেক মেয়ে দিন কাটাচ্ছে—যদিও তাদের অবস্থা দেখে আমরা হাসি না কিন্তু তাদের জন্য বিশেষ কিছুই করি না। এমন একটি ভদ্রমহিলা—

মেজদা—আমার জানা নেই।

জ. ভ—আপনি পিসিমাকে জানেন না কিন্তু ভাইপো ভাইঝিদের জানেন।

মেজদা—তার মানে?

জ. ভ—ভাইপো ভাইঝিদের সংসারে গলগ্রহ হয়ে—না—না—গলগ্রহ নয়, তবে প্রায় রাঁধুনী হয়ে আছেন। তিনি আমার অবস্থা জানেন—আমি তাঁর অবস্থা জানি। কিন্তু ঐ ভাইপো ভাইঝিরা বাধ সাধছে। তাদের রান্না করবে কে?

মেজদা—তারা আমার কথা শুনবে কেন?

জ. ভ—আপনাদের কথা শুনে সেই সব ছেলে মেয়েরা প্রাণ দিয়ে দিচ্ছে আর পিসির বিয়ে দেবেনা? আমার আফসোস হয় কেন যে রাজনীতি করলাম না—

মেজদা—থামুন। বাজে কথা বলবেন না—

জ. ভ—কিন্তু জানেন ভদ্রমহিলা রাজী আছেন—

মেজদা—এই রাজী থাকার কোন অর্থ নেই। ভদ্রমহিলা পরিবেশের শীকার মাত্র। আপনি সেই সুযোগ নিচ্ছেন। পরিবেশের বিরুদ্ধেই তো আমাদের সংগ্রাম। সে বৃহত্তর ক্ষেত্রেই হোক আর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই হোক—আপনিই বা এই সব নোংরা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে এসেছেন কেন?

জ. ভ—কেন—আপনারা রাজনীতিতে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সাহায্য করেন না? কেন, সবকটা ভাইপো ভাইঝিরা যে চাকরী পেয়েছে সবইতো রাজনীতি করে বলে। একজনতো কলেজে লেকচারারের চাকরী পেল অনেক যোগ্য Candidate থাকা সত্বেও। ওটা যদি নোংরা না হয়—আমারটা নোংরা হবে কেন? আপনারাইতো সব করে দেন।

মেজদা—আপনি এখুনি এখান থেকে চলে যান।

জ ভ—[হতভম্ব] চলে যাব! চলে গিয়ে কি করবো ?

বাবা—মদনানন্দ মোদক খেতে শুরু করে দিন—মনে রাখবেন ঘিয়ের পরিমাণটা একটু বেশী নেবেন। কোষ্ঠ কাঠিন্য থেকেই যত রোগের উৎপত্তি। ম্যারেজ-ফোবিয়া, যাকে বাঙ্গলায় বলে বিয়ে পাগলামী রোগ সে রোগও সেরে যাবে।

জ. ভ—[অতিকষ্টে কান্না চেপে] আমার মেয়েটার কথা একটু ভাববেন না। [মেজদা নীরব] ঠিক আছে—যে যার ভাগ্য নিয়ে আসে, আমি কতটুকু করতে পারি। [চলে যেতে থাকে]

মেজদা—শুনুন, শুনুন। আপনার জন্য বলতে পারি যদি একটা কাজ করেন।

জ. ভ—[সাগ্রহে] কি কাজ ? যা বলবেন সব করবো।

মেজদা—[সিঁড়ির কাছে গিয়ে] তরুণ—তরুণ।

[তরুণ বন্দুক হাতে নেমে আসে]

তরুণ—আমাকে ডাকছেন ?

মেজদা ওনাকে বন্দুকটা দাও।

জ. ভ -না -না।

মেজদা—সেকি আপনিতো বললেন সব কাজ করবেন।

জ. ভ—না—না। একাজ নয়—একাজ নয়। আমার মেয়েটা পাগল, ছোট ছেলেটা এখনো পড়াশুনা করছে—

মেজদা -ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা নেবার জন্য আমার কাছে ছুটে আসিবেন অথচ আমার কথা শুনবেন না ? যান যান বলছি।

[জনৈক ভদ্রলোকের হাতে বন্দুক দিয়ে জোর করে ট্রেঞ্চে পাঠিয়ে দেয়]

জ. ভ—[যেতে যেতে অস্ফুট ভাবে] আমি বিয়ে করতে চাই—বিয়ে করতে চাই না .....

[ট্রেঞ্চে চলে যায়। গুলি ছুঁড়তে থাকে]

তরুণ—আপনাকে কত রকম ভাবে লোক জোগাড় করতে হয়। একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব।

মেজদা—আমি কে—তোমরাই সব। তোমরা সবাই আমার ভরসা।

তরুণ লীডার লীডারই মেজদা। ইতিহাসকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। অবৈজ্ঞানিকের মত কথা হয়ে যাচ্ছে।

মেজদা—কিন্তু তোমরা ছাড়া আমার শক্তি কোথায় বলো? তোমরাই তো শক্তি।

[তরুণ নেতার স্তব শুরু করে।]

নেতার স্তব

ত্বং হি ব্রহ্মা শৃঙ্খলাপ্রদ'য়নে
চ বিসৃঙ্খলা
ত্বং হি বিষ্ণু রক্ষণে ভক্ষনেশ্চ
আত্মজন পোষনে
ত্বং হি রুদ্র সমস্যাসৃজকরূপী
সংস্থিত—
নমস্তস্য নমস্তস্য নম নমঃ।

[একে একে সকলে প্রবেশ করে নেতার বন্দনা গান শুরু করে]

গান

জননী বিহীন জন্ম লভিয়া
পূন্য কুলীন পূন্য হে,
জয় জয় নেতা জয় দেবাত্মা
জয় জয় তব জয় হে।
সাম্য কাম্য মন্ত্রণাদাতা
তুমি মোর অসাম্য হে,
জয় জয় নেতা কলির দেবতা
জয় জয় তব জয় হে।
গণ-জন-ধন তব অধিগত
তুমি হে যুগোত্তম হে,
জয় জয় নেতা যন্ত্রনা ত্রাতা
জয় জয় তব জয় হে।
কূট-কপট-দাপট বিকট
প্রকটিত তব চিত্ত হে,
জয় জয় নেতা ভাগ্য বিধাতা
জয় জয় তব জয় হে।

চত্বর-চমক-চকিত চিত্তে
বিত্ত গ্রাসিছ নিত্য হে,
জয় জয় নেতা সমাজ বিধাতা
জয় জয় তব জয় হে।
বসন-ভূষণ-স্বজন মোহন
গোপন বিহারী ধূর্ত্ত হে,
জয় জয় নেতা জয় বহুরূপী
জয় জয় তব জয় হে।

[গান গাইতে গাইতে মেজদাকে নিয়ে সবাই বেরিয়ে যায়। থেকে যায় ট্রেঞ্চে জনৈক ভদ্রলোক আর মঞ্চের উপর শান্তা আর অপূর্ব।]

শান্তা—[গা এলিয়ে দিয়ে] খুব বাঁচা বেঁচে গেছি—

অপূর্ব—মরবার সুযোগ হোল কোথায় যে একেবারে বাঁচার কথা উঠছে।

শান্তা—বাঁচা নয়? তিনদিন পরে বাড়ী ফিরছি। বাবা আর মেজদা আজ একটা মীমাংসা করে তবে আমাদের ছাড়তো।

অপূর্ব—মেজদা—কক্ষন না।

শান্তা—খুব সুখে আছো, যেন মেজদা কিছু জানে না কিম্বা বোঝে না। বাবা আর মেজদা একই।

অপূর্ব—কি যাতা বলছো?

শান্তা—কিছু যাতা নয়! বাবা অন্ধের মত বিশ্বাস করে। মেজদা' অন্ধ থাকার যুক্তি বার করে। শেষ পর্যন্ত তফাংটা কি হোল শুনি?

অপূর্ব—তোমার মেজদা—তোমার বাবা, তুমি বলবে। আমি কেন বলতে যাব।

শান্তা—বাঃ। তুমিই তো মরার কথা তুলছো। আমি তো বাঁচার কথা বলছিলাম।

অপূর্ব—মরণকে মাঝে মাঝে স্মরণ করতে হয়। তা না হলে বেঁচে থাকার মজাটাই বোঝা যায় না। দেখো-না। কতলোক মরার মত বেঁচে থাকে। কেন বলতো?

শান্তা—কেন?

অপূর্ব—আসলে তারা জীবনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে স্মরণ করতে চায় না। দুটো

যে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ সেটা বুঝতেই পারে না।

শান্তা—এই সব শক্ত শক্ত ভাবনা তুমি কার জন্য যোগাড় করে রাখছো? তোমাকে বাবা এখনই বলে দিচ্ছি—আমার জন্য রেখো না। আমার দরকার নেই। আমার সহ্য হবে না।

অপূর্ব—যাক। এইবার সত্যিকারের বাঁচা গেল। তুমি অভয় দিলে কোন্ আহাম্মক মরার কথা ভাবে।

শান্তা—আমি অভয় দিচ্ছি তবে তুমি বাঁচছো! না-না-আগে তুমি চাকরী যোগাড় করবে, তারপর—আচ্ছা, তুমি একটা পুরুষমানুষ। কোথায় তুমি ভরসা দেবে, তানা ভয় দেখাচ্ছো।

অপূর্ব—কে বলে, আমরা এখনো ভয় দেখাতে পারি? সে সাহসই আমাদের নেই। আচ্ছা, তুমি সেই গল্পটা জানো—বৌকে ভয় পাবার ব্যাপার নিয়ে সেই মজার…

শান্তা—[সকৌতুকে] বৌ—কে বৌ?

অপূর্ব—সত্যিইতো, কার বৌ?

[দুজনে হেসে উঠে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে খুবই নিবিড় হতে যাচ্ছে এমন সময় দেখতে পায় হতভম্ব জনৈক ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনে ছিটকে দুদিকে সরে যায়। জনৈক ভদ্রলোক অপূর্বকে বন্দুক দিতে যায়। অপূর্ব শান্তাকে দেখায়। শান্তার কাছে যায়। শান্তা অপূর্বকে দেখায়। অপূর্বর হাতে বন্দুকটা হঠাৎ দিয়ে দেয়। অপূর্ব তৎক্ষণাৎ শান্তাকে দেয়। শান্তা জনৈক ভদ্রলোককে। সে আবার অপূর্বকে। শেষে অপূর্ব শান্তাকে, শান্তা অপূর্বকে দিতে থাকে। শেষে দুজনে একমুহূর্ত পরামর্শ করে। শান্তা গমনোদ্যত জনৈক ভদ্রলোকের সামনে নৃত্য গীত শুরু করে। প্রথমে রাবীন্দ্রিক নৃত্য ও গীত। অপূর্ব বলে—"ওতে চলবে না। হিন্দী সিনেমা তাহলে দেখো কেন এত?" শান্তা তখন "বোল রাধা বোল—সঙ্গম হোগা কি নেহি" নৃত্য-গীত শুরু করে। অপূর্ব চিৎকার করে ওঠে—"রাধা নয়, দাদু"। তখন শান্তা লাস্যময় নৃত্য ও গান শুরু করে—"বোল দাদু বোল—সঙ্গম হোগা কি নেহি।" জনৈক ভদ্রলোক এবার মন্ত্রমুগ্ধের মত শান্তার দিকে এগোতে থাকে। এক ফাঁকে অপূর্ব ওর হাতে

বন্দুক তুলে দেয়। শান্তা নাচতে নাচতে জনৈক ভদ্রলোককে সিঁড়ির কাছে নিয়ে আসে। তারপর কিছুটা শান্তার লাস্য নৃত্যে কামাতুর ও কিছুটা অপূর্বর ভীতিপ্রদ ভঙ্গিতে ভীত জনৈক ভদ্রলোক পুনরায় ট্রেঞ্চে উঠে বন্দুক ছুঁড়তে থাকে। শান্তা ও অপূর্ব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।]

অপূর্ব—শালা—

শান্তা—বুড়ো।

[হেসে উঠে পরস্পরের দিকে ছুটে গিয়ে—জড়িয়ে ধরে। সোফায় নিবিড় হতে থাকে। ঘরও অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে ঠক করে একটা শব্দ হয়।]

অপূর্ব—[অন্ধকার] ওটা কিসের শব্দ?

শান্তা—[তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অন্ধকারে] বোধ হয় একটা বুলেট। [অন্ধকারে অস্পষ্ট হাসি।]

চতুর্থ দৃশ্য

[ট্রেঞ্চে কে একজন গুলি ছুঁড়ছে। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে মেজদা বলছে আর শান্তা লিখে নিচ্ছে।]

মেজদা—এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এর সবটাই সাজানো—এলোমেলো করে সাজানো। একটা অলীক কাহিনী অথবা অবাস্তব ঘটনা দুটোই বর্জনীয়। এর অর্থ খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। উদ্দেশ্য অনর্থ।

শান্তা—অনর্থ কোন্ ন?

মেজদা—য়্যাঁ!

শান্তা—অনর্থ কোন্ ন?

মেজদা—দন্ত ন। চলন্তিকা দেখে নিও।

শান্তা—[লিখতে থাকে] উদ্দেশ্য অনর্থ। ভাষাটা কিরকম খাপছাড়া লাগছে। [মেজদা গভীর চিন্তামগ্ন] তারপর।

মেজদা—মানুষ ব্যঙ্গপ্রিয় অথচ রসজ্ঞ নয়। এরা ছ্যাবলামিতে হাসে। নরনারী

নির্বিশেষে রঙীন পোষাক পরে। একজন পাশ্চাত্ত পণ্ডিত যথার্থই বলেছেন—[একটা বই খুলে] এখান থেকে এই অবধি টুকে নেবে।

শান্তা—[বই নিয়ে] এতটা ! [পড়তে থাকে] কিছুই বুঝতে পারছি না যে !—

মেজদা—পারবে না। ওটা ইংরেজী নয়—ফ্রেঞ্চ।

শান্তা—ফ্রেঞ্চ ! কেউ বুঝতে পারবে না।

মেজদা—সেটা দেখার দায়িত্ব আমার নয়। কথা না বলে যা বলছি লিখে যাও। [শান্তা লিখতে থাকে] দুর্বোধ্য বলে কিছু নেই। ও সব কথা শুনলে বিরক্তি উৎপাদন করে। এই সূত্রে একজন আধুনিক বিদেশী বুদ্ধিজীবি বলেছেন…[বই দেয়] এখান থেকে এতটা—এটা ইংরেজী।

শান্তা—এটাও তো অনেকখানি। প্রবন্ধটা কোটেশনে কোটেশনে বড় দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে না ?

মেজদা—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। এই pointটাও বলতে হবে—দীর্ঘসূত্রিতা। [ভাবতে থাকে]

শান্তা—মেজদা, মেজদা। [চিন্তাকুল মেজদা নীরবে তাকায়] এতো পরিশ্রম করে লিখছো হয়তো অনেকে পড়বেই না।

মেজদা—পরশ্রীকাতরতা—এই pointটাও লিখতে হবে।

শান্তা—[উৎসাহ পেয়ে] আর যারা পড়বে তারা নিন্দে করবে।

মেজদা—ঈর্ষা ! ওটা বাজে point। অনেকবার লেখা হয়ে গেছে।

শান্তা—তাহলে কৃতঘ্নতা।

মেজদা—সাবাশ। এটা তো সবচেয়ে বড় point।

শান্তা—[প্রচণ্ড উৎসাহে] কর্মবিমুখতা।

মেজদা—কি বললে ?

শান্তা—[পরম উৎসাহে] অলস, নকলনবীস, কলহপ্রিয়, বাকতাল্লাবাজ।

মেজদা—[কঠিন কণ্ঠে] ওগুলো কি বাংলা শব্দ ?

শান্তা—[ঘাবড়ে যায়] য়্যা, মানে ঘুষখোর…মানে liar, coward,…corruption… [মেজদার কঠিন দৃষ্টির সামনে মাথা নিচু করে ফেলে] তারপর কি লিখবো ?

মেজদা—[হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীর টান টান করে] লেখার মেজাজটাই নষ্ট হয়ে গেল। বিশুদ্ধ লেখা এখন আর সম্ভব নয়। শান্তা ! তোমার দ্বারা কিসসু হবে না। একটু বোঝ, একটু ভাব। শব্দকে ভালবাসতে

শেখ। শব্দ, ধ্বনি, আর রঙ মিলিয়ে মিশিয়ে মনের মধ্যে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দাও। যাও—পাশের ঘরে গিয়ে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, ভজন, কীর্তন, লোকগীতি, ঠুংরি, গজল, দরবারী—প্র্যাকটিস করো গিয়ে। যাও।

[শান্তা মাথা নিচু করে চলে যায়। যাবার সময় মেঝ থেকে একটা বুলেট তুলে মেজদার হাতে নীরবে দিয়ে যায়। নীরব মেজদা বুলেটটার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রবেশ করে বিষণ্ণ শালীর ছেলে আর জনৈক ভদ্রলোক।]

জ. ভ—আমি তো ভাবতেই পাচ্ছিনা আপনার এমন অবস্থা হবে। [শালীর ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে] আচ্ছা, আপনি কি সত্যি সত্যি দেহে মনে ওদের মত হতে পেরেছিলেন?

শা. ছে—[হঠাৎ চিৎকার করে] আপনি একটু চুপ করবেন? আমার মাথার ভেতরটা, বাইরেটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে—

জ. ভ— কারোর সব্বোনাশ, কারোর পোষমাস—

শা. ছে—বলছি দয়া করে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। এককালে আমি কি না করেছি—

জ. ভঃ—আপনি এই জায়গার লোক হয়ে ভিন্ জায়গার লোক হতে চান। আমি ভিন জায়গার মানুষ, এই জায়গায় থেকে গেছি কিন্তু দেখুন এই জায়গার মানুষ হতে চাইনি। আমরা দুজন দু জায়গায় থাকছি কিন্তু দুজন দুরকম হয়ে আছি—

শা. ছে—একে আমি দেহে মনে আহত তার উপর আপনি যদি এসব কথা বলেন, আমিতো পাগল হয়ে যাব।

জ. ভ—আর যাই করুন পাগল হবেন না। পাগল হয়ে গেলে মানুষ খেপে যেতে পারে। খেপে গেলেই ঝামেলা।

শা. ছে—আমি খেপে গেলে আপনার কি ঝামেলা।

জ. ভ—হাঃ হাঃ হাঃ·········আমার কি ঝামেলা। ভয়ানক ঝামেলা, ভয়ানক ঝামেলা। দেখুন, ভিন দেশী হতে চান বলেই আপনার ঝামেলা, আমি ভিনদেশী হতে চাই না বলেই আমার ঝামেলা হয় না।

শা. ছে—[নিজের মনে] তাহলে এটা কার গুণ। যে জায়গায় থাকা হয় সেই জায়গার ?

জ. ভ -না-না -সেটাইতো বোলছি, ক্ষেপে যাবেন না। স্বজাত্যাভিমান খারাপ— কিন্তু স্বজাতিপ্রীতি আরও খারাপ। ভিন্ন দেশে ঠাণ্ডা মাথায় আমি যা করি, আপনি তা করতে পারেন না। বরং খেপে গেলে তার থেকে আপনি যা আছেন তাই থাকুন। জানেনই তো, স্বজাতি বিদ্বেষীরা আমার খুব প্রিয়···

শা ছে—আমি যদি আপনার এতো প্রিয় হই, তাহলে আমার মাথায় এতো যন্ত্রণা কেন ?

জ. ভ—যন্ত্রণা থাকবে না বাবা, থাকবে না। এই যন্ত্রণা যন্ত্রণা বলা বন্ধ করুন আবার বেলুন দেবো—আপনি বসে বসে ফোলাবেন [বেলুন দেয়] নিন ফোলান—বেলুন ফোলান।

[শালীর ছেলে বেলুন ফোলাতে থাকে। জনৈক ভদ্রলোকের প্রস্থান। মেজদা এতক্ষণ নীরবে দেখছিল। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে এগিয়ে আসে। সিগ্রেটের আগুন দিয়ে বেলুন ফাটিয়ে দেয়—]

শা. ছে—একি ?

মেজদা—তোমার লজ্জা করে না স্বার্থপরের মত শুধু নিজের বেলুন ফোলাচ্ছ ?

শা ছে—লজ্জা করবে কেন ? তোমার বেলুন নেই—তোমারই লজ্জা পাওয়া উচিত। [আর একটা বড় রঙচঙে বেলুন ফোলাতে থাকে] আছে তোমার এরকম বেলুন ? এতো বড়—এতো রঙচঙে। বুঝলে মেজদা, এরকম বেলুন পেতে হলে উপযুক্ত হতে হবে বুঝলে ? এখানে আবার উপযুক্ত লোক -হু। তোমাদের এখানে তো শুধু ঐ—[ট্রেঞ্চ দেখিয়ে দেয়] যাকেই জিজ্ঞাসা করি না কেন—কেউ জানে না। ওটাতে কি হয়—কেন ওটা ওখানে, কেউ বলতে পারে না। তার থেকে আমার বেলুনই ভাল।

[মেজদা আবার বেলুনটা ফাটিয়ে দেয়। শালীর ছেলে আর একটা তৎক্ষণাৎ ফোলায়। মেজদা আবার ফাটিয়ে দেয়।]

শা. ছে—সব ফাটিয়ে দিচ্ছে। আমার বেলুন সব ফাটিয়ে দিচ্ছে। কেন—

আমার বেলুন ফাটিয়ে দিচ্ছ কেন? আমি তোমার কি করেছি? আমার সব বেলুন ফুরিয়ে গেছে। বেলুন···বেলুন [প্রায় কেঁদে ফেলে]।

[ইতিমধ্যে বাবা নেমে এসেছে বন্দুক হাতে। বাবা বন্দুকটা শালীর ছেলের হাতে দিতে যায়। শালীর ছেলে অসম্মতি জানিয়ে দূরে সরে যায়।]

শা. ছে—আমি এখানকার লোক নই। আমি ঐ সব উদ্ভট কাণ্ডকারখানায় নেই। আমার বেলুন আমাকে ফেরৎ দিয়ে দাও।

মেজদা—তোমার কোন মনুষ্যত্ব বোধ নেই। শুধু নিজের স্বার্থ, কোন sactifice নেই। নিজের রাজ্য জননীর মত। জননী জন্মভূমিশ্চ···মার থেকে বড় কিছু আছে?

শা. ছে—আছে। বৌ।

বাবা—আর বাবার থেকে?

শা. ছে—বৌ।

মেজদা—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব?

শা. ছে—বৌ।

মেজদা—বৌ-এর থেকে বড় কিছু নেই তোমার কাছে?

শা. ছে—আছে।

মেজদা—কি?

শা. ছে—[কাঁদকাঁদ] বেলুন। যেগুলো ফোলাচ্ছিলাম, তুমি ফাটিয়ে দিলে। বৌও বেলুন ফোলাতে ভালবাসে। তুমি সব ফাটিয়ে দিলে।

মেজদা—এইতো যাদু এতক্ষণে লাইনে এলে। যাও, ওপরে যাও।

শা. ছে—না।

বাবা—ওখানেও তোমার বেলুন পাবে।

শা. ছে—না, ওখানে বেলুন নেই। ওখানে কি আছে কেউ জানে না।

বাবা—ওখানে গেলে বৌ খুশি হবে।

শা. ছে—না, ওখানে গেলে বৌ খুশি হবে না। ওখানে কেউ যেতে চায় না।

মেজদা—কিন্তু প্রত্যেককেই যেতে হবে। জানো, না জানো—কিছু এসে যায় না। যেতেই হবে—প্রত্যেককে যেতে হবে। যাও—

শা. ছে—[আর্তকণ্ঠে] না। আমি জানি ওখানে কিছু নেই।

মেজদা—[বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারতে যায়] যাও—যাও।

[প্রচণ্ড ভীত শালীর ছেলে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বন্দুক হাতে উঠতে থাকে]

শা. ছে—[চোখ মুছতে মুছতে] আমি প্রথম সুযোগেই নেমে আসবো।

[কেউ জবাব দেয় না। উপরে উঠে গুলি ছুঁড়তে থাকে। ইতিমধ্যে শান্তা দুকাপ চা হাতে প্রবেশ করে। এক কাপ মেজদাকে দেয়। আর এক কাপে নিজে চুমুক দেয়।]

শান্তা—[মেজদাকে] নাও।

মেজদা—[চুমুক দিয়ে] আঃ!

[বাবা কিছুক্ষণ সাগ্রহে অপেক্ষা করে। শান্তা কিন্তু বসে মহানন্দে চা খেতে থাকে।]

বাবা—আমার চা কোথায়? [শান্তা ও মেজদা ফিরে তাকায়] বড় ক্লান্ত লাগছে। [ওরা দুজনে চুপ করে চা খেতে থাকে] আমাকে এককাপ চা দাও না।—শান্তা, এক কাপ।

শান্তা—চিনি নেই।

বাবা—চিনির দরকার নেই—ডায়বেটিস হতে পারে।

শান্তা—[চায়ে চুমুক দিয়ে] দুধ নেই।

বাবা—ভালইতো। দুধে চায়ের আসল স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

শান্তা—চা নেই।

বাবা—[সবিস্ময়ে] এক কাপের মতনও চা হবে না?

শান্তা—না।

বাবা—শুধু একটু চায়ের লিকার—তাও হবে না?

শান্তা—না। তাও হবে না।

বাবা—কেন—আমি এক কাপ লিকার পাব না কেন—মাত্র এক কাপ। চিনি ছাড়া, দুধ ছাড়া—শুধু লিকার। [ওরা দুজনে নীরবে চা খেতে থাকে] তোমরা যা চাও আমিতো সব করি—বিশ্বাস না করলেও করি। এখনো আমি সকলের থেকে বেশী সময় ঐখানে থাকি। [হাত দিয়ে ট্রেঞ্চ দেখিয়ে দেয়] তবুও এক কাপ চায়ের লিকার হবে না?—দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া। [কেউ জবাব দেয় না] আমি চায়ের লিকার কেন পাবো না? আমি দুধ চাইছি না—চিনি চাইছি না। কিন্তু লিকারতো আমি পেতে পারি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চায়ের লিকার এখানেই তৈরী হয়।

চা রপ্তানী করে আজও সবচেয়ে বেশী বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়। যে লিকার আমরা পাই তাকে কি চায়ের লিকার বলে—কিন্তু সেই লিকারও কি আমি এখন থেকে পাবো না? এতো সব Statistics থাকা সত্বেও কি আমি চায়ের লিকার পাব না। এইতো সব Statistics। [পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পড়তে থাকে]

ভারতবর্ষে চায়ের উৎপাদন

মোট ৩১ কোটি কেজি—পশ্চিমবঙ্গ ৭ কোটি ৫৩ লক্ষ

মোট ৩৮ কোটি কেজি— ,, ৯ কোটি ৮১ লক্ষ

মোট ৪০ কোটি কেজি— ,, ৯ কোটি ৯৩ লক্ষ

বিভিন্ন রাজ্যে চায়ের Consumption in 1967-68.

U.P.—৬৯ লক্ষ কেজি

Andhra—১ কোটি ৩৪ লক্ষ কেজি

Punjab—১ কোটি ৬০ লক্ষ কেজি

Tamil Nadu—১ কোটি ৭৪ লক্ষ কেজি

Maharastra—২ কোটি ৭৮ লক্ষ কেজি

Bihar—৩ কোটি ৭৮ লক্ষ কেজি

পশ্চিমবঙ্গ [ত্রিপুরা সহ] ৩ কোটি ৮০ লক্ষ কেজি

চায়ের রপ্তানী

-উৎপাদন ২৭ কোটি ৮৭ লক্ষ কেজি—

রপ্তানী ২১ কোটি ৩৫ লক্ষ কেজি

-উৎপাদন ৩৩ কোটি ২৪ লক্ষ কেজি—

রপ্তানী ১৯ কোটি ৬৪ লক্ষ কেজি

-উৎপাদন ৩৯ কোটি ৭৯ লক্ষ কেজি—

রপ্তানী ০ কোটি কেজি

বিভিন্ন বন্দর মারফৎ রপ্তানী

কলকাতা—	১৬ কোটি ৬১ লক্ষ কেজি	২৫ কোটি কেজি	১১ কোটি ৩০ লক্ষ কেজি
বম্বে—	১৬ লক্ষ ৭৪ হাজার কেজি	৯ লক্ষ কেজি	১০ লক্ষ ১৫ হাজার কেজি
কাণ্ডলা—	Nil	Nil	৭ লক্ষ ৬৫ হাজার কেজি

চা রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন

৯৮ কোটি ৮৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা
১২০ কোটি ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা
১০৫ কোটি ৭০ লক্ষ ৩. হাজার টাকা

এই সব Statistics আমি পেয়েছি—[পড়তে থাকে]

Tea Statistics
Issued by Tea Board
Published by R. R. Sen gupta
Statistician
Price Rs 3/-only.

এর পরের issue বেরিয়েছে কিনা জানিনা। আমি যোগাড় করতে পারিনি। কিন্তু যা যোগাড় করতে পেরেছি তার ভিত্তিতে তোমরা আমাকে অন্তত এক কাপ চা দিতে পার। অন্তত এক কাপ লিকার। এখন নাহয় অবস্থা কিছু খারাপ হয়েছে—অনেক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের সময়তো আমরা চালিয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস না হয় Statistics দেখতে পার। আমাদের সময় তোমরাতো এক কাপ করে চা পেয়েছো। আমি চিনি চাইছি না, দুধ চাইছি না—foreign exchangeও চাইছি না—চাইছি একটুখানি লিকার—আমার লিকারের একটু অংশ—[মেজদার কাছে] একটু প্লেটে ঢেলে দাও—কাপে চাইছি না—প্লেটে [শান্তাকে] নিজের জিনিষের জন্য তোমাদের কাছে আমি দরবার করছি—ধন্না দিচ্ছি—দাও-দাও-দাও—

মেজদা—মহা ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছো তো—নাও।

[প্লেটে করে চা দেয়। কৃতার্থ বাবা চা খায়।]

শান্তা—আমি নাহয় একটু দিচ্ছি—

[বাবার প্লেটে খানিক চা ঢেলে দেয়। তিনজনে তাড়িয়ে তাড়িয়ে চা চাখছে - আধুনিক পোষাকে ও চুল দাড়িতে সজ্জিত সুদীপ্ত প্রবেশ করে]

সুদীপ্ত—[তাচ্ছিল্যের সঙ্গে] দেখি এককাপ চা। [তিনজনে নীরবে চা খেতে থাকে] একি! জবাব দিচ্ছেন না যে বড়। [নীরবতা] এককাপ চা হবে কি না? [নীরবতা] আমাকে বাদ দিয়ে তো বেশ চা

খাচ্ছেন—লজ্জা করছে না? [নীরবতা] আমি জানতে চাই এসবের মানে কি? I am a graduate—চা না খেলে আমার heavy মাথা ধরে। [নীরবতা] আরে আমাকে ignore করছে। রীতিমত একটা first Class gelting হয়েছে। [নীরবতা] আমি জানতে চাই এক কাপ চাও কি আমার পাওনা হয়নি। আমি যে একটা লোক চা পাইনি—কারোর কি সেদিকে খেয়াল আছে। [নীরবতা] আরে, সবাই নিজের তালে ঘুরছে। দেখাচ্ছি মজা। [হাত গুটিয়ে দর্শকদের দিকে তেড়ে আসে]

[শালীর ছেলে বন্দুক হাতে নেমে এসেছে]

মেজদা—সুদীপ্ত!

সুদীপ্ত—[ঘুরে দাঁড়িয়ে] কি?

মেজদা—এদিকে এসো।

সুদীপ্ত—[কাছে গিয়ে] কি হোল? [মেজদা ওকে বন্দুক দেয়] না। আমি এখন এসব পারবো না। আমি এসব মানি না—এসবের কোন মানে হয় না।

[মেজদা সুদীপ্তকে একপাশে টেনে নিয়ে ওর কানে কানে কি যেন বলে। সুদীপ্ত মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে তারপর রাজী হয়ে বন্দুক হাতে ট্রেঞ্চে উঠে যায়]

সুদীপ্ত—[উঠতে উঠতে মেজদাকে] ঠিক আছে, ঠিক আছে। মনের মত পেলে আমার কোন কিছুতেই আপত্তি নেই।

[ট্রেঞ্চে গিয়ে বন্দুক ছুঁড়তে থাকে। ইতিমধ্যে শান্তা নিজের প্লেটে একটু চা ঢেলে শালীর ছেলেকে দিতে যায়]

শান্তা—এই নাও।

শা. ছে—না। পট কই। স্ট্রেনার কই। ন্যাপকিন কই। তোমরা নাকি চা ঠাণ্ডা করার জন্য প্লেটে ঢেলে চেটে চেটে খাও। এসব নোংরা অভ্যাস আমার দ্বারা হবে না।

[সশব্দে নাক ঝেড়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে। Executive bag হাতে মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অপূর্ব প্রবেশ করে—ধপ করে বসে পড়ে।]

শান্তা—খুব ক্লান্ত লাগছে?

অপূর্ব—হুঁ—

বাবা- তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে ?

অপূর্ব- হুঁ ।

শান্তা—অফিসে কিছু হয়েছে বুঝি ?

অপূর্ব—সর্বনাশ হয়ে গেছে ।

মেজদা— ছাঁটাই হয়ে গেল ?

শান্তা—Executive-রা ছাঁটাই হয় না । ওদের Contract renew করে না ।

বাবা- তোমাদের ইউনিয়ন টিউনিয়ন নেই ।

শান্তা—সেটাই তো হোয়েছে মুস্কিল—Executiveরা union করতে পারে না. পারলে কি আর ম্যানেজমেণ্ট ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারে ?

মেজদা—কি হোয়েছে তাহলে ?

অপূর্ব—G.M.-এর সঙ্গে কথা হোল ।

শান্তা—সেতো খুব ভাল কথা । তুমি একা ছিলে না অনেকে ছিল ?

অপূর্ব—একাই ছিলাম ।

শান্তা—অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল তো ?

অপূর্ব—হ্যা ।

শান্তা—উঃ, শুনে কি ভালো লাগছে । G. M. অত্যন্ত ভাল ভদ্রলোক ।

বাবা—G.M. টা কে ?

মেজদা—General Manager [অপূর্বকে] কিছু বলেছে তোমাকে ?

অপূর্ব—সাংঘাতিক কথা ।

শান্তা—কি কি বলেছে ।

অপূর্ব—ঘুষ নিতে বলেছে ।

বাবা—
মেজদা—
শান্তা— } য়্যা—ঘুষ ?

মেজদা—এরকম তো কখন শুনিনি । সবাইতো চায় তাদের Subordinate রা সবসময়, সব অবস্থায় loyal হবে ।

বাবা—বাবা বলতেন, ইংরেজ সাহেবরা ঘুষ খেতে encourage করতো । বিশেষ করে সরকারী ব্যাপারে—নিজেও নিত, সবাইকে ঘুষ নিতে বলতো । British sense of justice তো ?

অপূর্ব—ব্যাটা G. M. আমার হাত দিয়েই গত কয়েক মাসে দুলাখ টাকা ঘুষ নিয়েছে। মানে আমি জানি কোন্ কোন্ পারটি—

শান্তা—দু'লাখ! ওমা কত টাকা—G. M. তোমাকে কি বললে?

[অপূর্ব দুজনের ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকে।]

—Yes, you better do it, বাই দি বাই মিস্টার অপূর্ব…

—ইয়েসা—

—আপনাকে ভীষণ pull down মনে হচ্ছে। কি, হয়েছে কি? What's biting ycu?

—ছেলেটা অঙ্কে মাত্র পনর পেয়েছে।

—হাঃ হাঃ হাঃ… কোন ক্লাস? কোন স্কুল?

—K. G. II স্যার। আর আপনি তো স্যার কনভেণ্টে ফাদারকে ফোন করে দিয়েছিলেন…

—I remember, I remember! তা K. G. II-তে পনর পেয়েছে তার জন্য অফিসে এতো worried হবার কি আছে?

—কিন্তু বাড়ীতে আমার ওয়াইফ যে চুল ছিঁড়ে ফেলছে।

—হাঃ হাঃ হাঃ। All wives are same—don't you worry, don't ycu worry। হাঃ হাঃ হাঃ—

—ইয়েসা—

—হ্যা, ভাল কথা। আপনি Provident fund থেকে lcan চেয়েছেন কেন? আপনাকে তো Company থেকে medical benefit দেওয়াই হয়েছে।

—ইয়েসা—বাইস টাকা।

—Yes! that's the maximum we could give.

—Sir! operationএ চার হাজারের মত খরচ হয়ে গেছে। একটা costly nursing homeএ রেখে—

—Oh! costly নয়। ভাল nursing home। স্ত্রীকে তো আর যেখানে সেখানে—আপনার Bank balance কিছু নেই?

—না স্যার। আমিতো স্যার মাত্র কিছুদিন আগে promotion পেয়েছি—আর আমার family member খুব বেশী।

—This joint family। সর্বনাশ করে ছাড়ছে। look here Mr. অপূর্ব—যদিও আমি মোটেই পছন্দ করি না, it is to my utter dislike—কিন্তু fact is fact। ইউরোপীয়ান ডাইরেকটাররাও এই Companyকে exploit করে personal টাকা করেছে। Get your bank balance enhanced.

—স্যার ?

—Bank balance বাড়িয়ে ফেলুন।

—স্যার·· ব্···

—কিন্তু mind you আপনি টাকা খরচ করতে পারবেন না। স্ত্রীর নামে, আপনার ছেলেমেয়ের নামে আলাদা আলাদা long term fixed deposit করে দেবেন। আপনাকে ভাবতে হবে না। I'll see your Bank balance is enhanced—আমি নিজের থেকেই দেখবো যাতে আপনার Bank balance বেড়ে যায়—

—স্যার—

—For your wife, আপনার ছেলেমেয়ের জন্য, now you can go।

—ইয়েস্যা।

শান্তা—ওমা—এক বছরে তোমার Bank balance দু লাখ টাকা হয়ে যাবে ?

অপূর্ব—না—একলক্ষ সাতাশ হাজার তিনশ—কত যেন।

শান্তা—কি ?

অপূর্ব—জেনারেল ম্যানেজার ঘুষ নিয়েছিল। আমি টাকা নিতে পারবো না।

শান্তা—তোমাকে কেন নিতে হবে ? G M. তো নিজের থেকেই বলেছে Bank balance বাড়িয়ে দেবে—তোমার দোষ কোথায়।

অপূর্ব—দোষ নয় ?

বাবা—দোষ থাকলেও, ইংরেজ ডাইরেকটাররা যখন নিয়েছে তখন—

মেজদা—[ব্যঙ্গ কণ্ঠে] সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে, Industry গড়তে, factory করতে সব ব্যাপারেই যদি technical collaboration হতে পারে তখন ঘুষের বেলাও technical collaboration হবে না কেন ?

শান্তা—আহা ! ওকে অত করে বোঝাতে হবে না। ওমা, আমার কি হোয়েছে—তোমার জন্য এখনো চা খাবার আনিনি ?

[দৌড়ে ভেতরে ছুটে যায়। দৌড়ে এক থালা খাবার নিয়ে আসে। তারপর দৌড়ে চা নিয়ে আসে। মেজদা ও বাবা নিম্ন কণ্ঠে অপূর্বকে বোঝাতে থাকে! শান্তাও বোঝাতে থাকে। তারপর অপূর্ব হঠাৎ উঠে বলতে থাকে—আর বাকিদের হাসিতে মুখ ভরে ওঠে—]

অপূর্ব— বিবেকের চাপে পড়ে কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে
প্রভু আজ্ঞা ব্যর্থ হলে এ পোড়া মুখ
দেখাব কেমনে?

আদর্শের টুটি ধরে
যেতে হবে অন্ধকারে
কালো হাতে কালো টাকা নিতে—
পারিব কি সাধ্য মত সে সাধ সাধিতে?

কুপথ অচেনা নহে
প্রভু লাগি নিত্য যাহে
করি অন্বেষণ—
কামনার ধ্বজা ধরি
সেই পথ লক্ষ্য করি
আজি হতে হবে বিচরণ।

[সবাই আনন্দে করতালি দিয়ে ওঠে। শান্তা আনন্দে অপূর্বকে জড়িয়ে ধরে। মেজদা ও বাবা গলা খাঁকরি দেয়। শান্তা সজাগ হয়। বাবা ও মেজদা অপূর্বকে সানন্দে অভিনন্দন করে। তারপর সবাই মিলে টাকার গান শুরু করে। একে একে অন্যান্য সব চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করে স্তব গানে যোগ দেয়। সবশেষে ট্রেঞ্চ থেকে সুদীপ্ত নেমে আসে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্তব গানে যোগ দেয়। গানের মধ্যে অনেকেই বুলেট মেঝেতে দেখতে পায় এবং তাচ্ছিল্য ভরে, অন্যমনস্কতার সঙ্গে হাত দিয়ে অথবা লাথি মেরে বুলেট তুলে ফেলে দিতে থাকে।]

টাকার স্তব গান

সকলে — টাকা টাকা টাকা
বুঝিলাম সমাজের তুমি জয়টিকা।
টাকা টাকা টাকা
সুন্দরী তুমি চল আঁকা বাঁকা।
তুমি চঞ্চলা,
তুমি অঞ্চলে থাক বাঁধা।
তুমি জীবনের দূতী
হৃদয়তন্ত্রী তোমার সুরেতে সাধা।

টাকা টাকা টাকা
তুমি হৃদয়ের তুলাদণ্ড
তুমি সাত্বিক, তুমি ভণ্ড।
তুমি অশান্তকে কর শান্ত
তুমি বুটিস বিচিত্র পান্থ।

টাকা টাকা টাকা
কুপথে সুপথে সুখ সঙ্গিনী তুমি
তুমি শক্তি তুমি ধর্ম
এতকাল মোরা বুঝিনি তোমার মর্ম।
স্নেহময়ী তুমি টাকা
স্পর্শে তোমার কিছুই রহে না ঢাকা
তোমার ধ্বনিতে
হৃদয় শোণিতে
জাগে নিদারুণ সাড়া।

টাকা টাকা টাকা
বিবেক বুদ্ধি
চিত্ত শুদ্ধি
হয়ে যায় দিশেহারা।

টাকা টাকা টাকা
সত্যনিষ্ঠ মন ভ্রমে কি কখন
তোমার ছলনা বুঝিতে পারে,
কি কামনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু কাম কীটে দংশেনি যারে।
টাকা টাকা টাকা।

[সবাই গানে তন্ময় হয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। অস্পষ্ট আলোয় ভক্তদের ভুতুড়ে মনে হয়। শূন্য ট্রেঞ্চের উপর একটা আলো এসে পড়ে। একটা বন্দুকের নল—ভক্তদের উপর তাক করে থাকে। হঠাৎ কট কট করে মেসিনগানের শব্দ হয়—নল দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মঞ্চের উপর সবকটি চরিত্র নীরবে গুলি লেগে মরে পড়ে থাকে। মঞ্চ অন্ধকার। হঠাৎ আলো এসে পড়ে—মঞ্চের একেবারে সামনে কে যেন দর্শকদের দিকে মেসিনগান তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেসিনগান নলের উপর আলো। মেসিনগানধারী প্রায় অন্ধকারে মিশে রয়েছে। অন্ধকারে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটের এপাশ থেকে ওপাশে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মেসিনগান থেকে সশব্দে অগ্নিবর্ষণ শুরু হয়। দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে হতাহত হয়। দর্শকদের মধ্য থেকে গোঙানি ও আর্তনাদ। হঠাৎ মঞ্চ আলোকিত হয়ে যায়। জনৈক ভদ্রলোক মেসিনগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট ফেলে ঘাম মোছে।]

জ. ভ—এরপর নাট্যকার নির্দেশ দিয়েছে। [পকেট খুঁজে ছেঁড়া ম্যানাসক্রিপ্টের কাগজ বার করে] এই যে লিখেছে—"মেসিনগান থেকে অগ্নিবর্ষণ শুরু হয়। দর্শকদের মধ্যে কয়েকজনের গায়ে বুলেট লাগে। মোটেই য়্যাবসার্ড নয়। সত্যি সত্যিই কয়েকজন দর্শক গুলি লেগে মারা যায়। এরপর যবনিকা।" [কাগজ মুড়তে মুড়তে] বুঝুন ব্যাপারটা। এটা কি সম্ভব? আপনারাই বলুন। একটা মেসিনগান যোগাড় করা গেলেও অত্যন্ত ব্যায় সাপেক্ষ। আমাদের নাট্যসংস্থার সে অর্থবল নেই। আর দ্বিতীয়তঃ সে রকম সংবেদনশীল সচেতন দর্শক কোথায় পাব যারা নাট্য আন্দোলনের জন্য প্রতিটি শোতে কয়েকজন

গুলি লেগে মারা যাবে। তবেই বুঝুন। নাট্যকার অসন্তুষ্ট হউন আর না হউন তার সব নির্দেশ মানা যায় না। যা লেখা যায় তা মঞ্চে সম্ভব হয় না। সেইজন্য আমরা সত্যিকারের মেসিনগানের বদলে এই খেলনার মেসিনগান ব্যবহার করছি আর দর্শকদের মধ্যে আমাদের কিছু কিছু লোক বসিয়ে দিয়েছি—ঐ যারা গুলি লেগে আহত কিম্বা মৃত হয়ে পড়ে আছে। আপনারা যতক্ষণ না প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন ততক্ষণ এরা এইভাবে আহত ও মৃত হয়ে পড়ে থাকবে। এতক্ষণ আমরা অভিনয় করেছি, এখন আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা চলে যেতে যেতে এমন ভাব করুন যেন ওরা আপনাদেরই কয়েকজন—আপনাদের মধ্যে যে কেউ হতে পারতেন—এখন গুলি লেগে পড়ে আছেন।

—পর্দা—